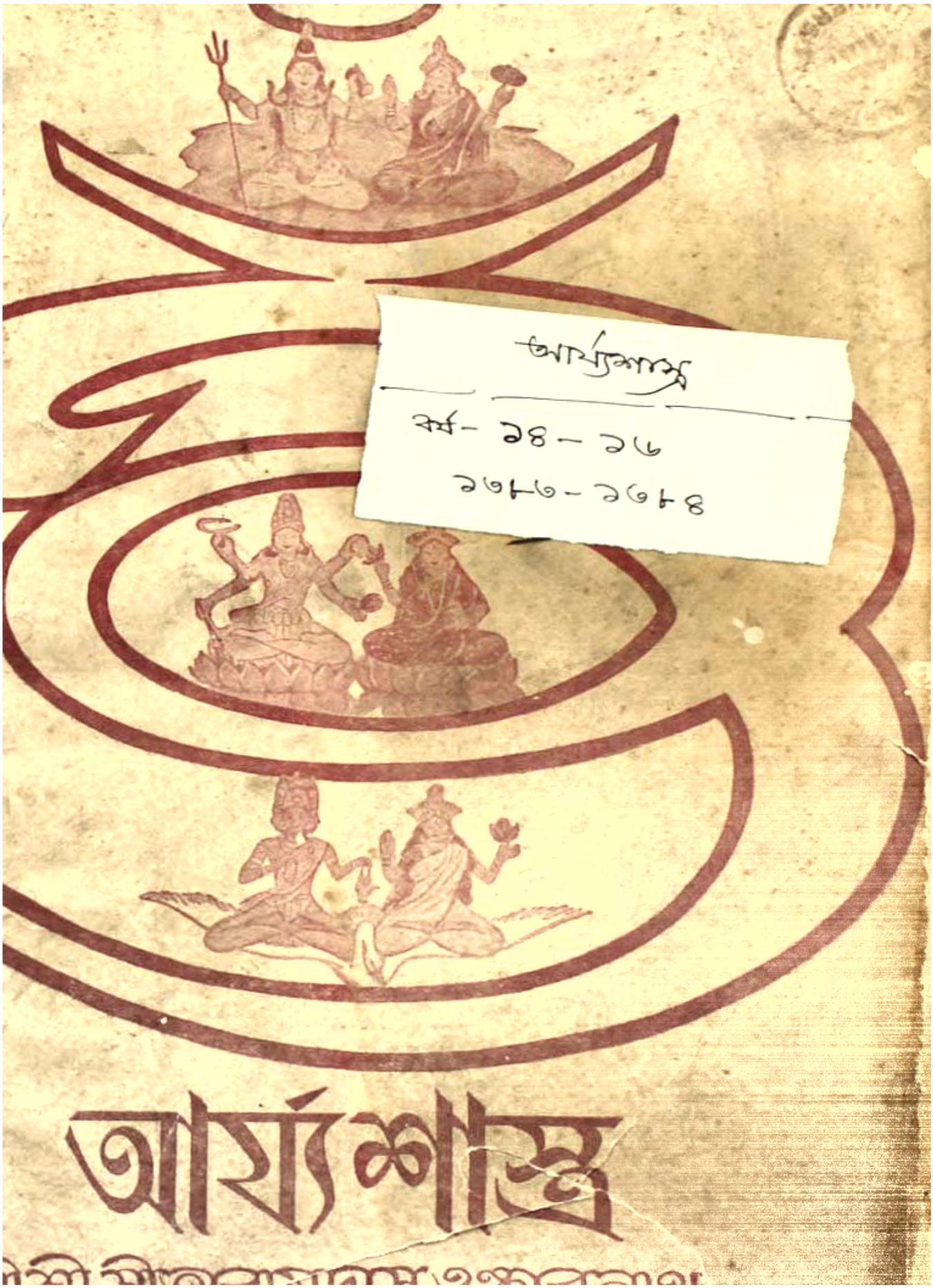

আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্র
বর্ষ - ১৪ - ১৬
১৭৮৬ - ৭৮৫

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"সাধকমাত্রেরই ইষ্ট-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য প্রাণপণ করা উচিত। ইষ্ট-দর্শনের পর—ইষ্টের যাহা অভিরুচি তিনি করিবেন। ভক্তি-পথই নিরুপদ্রব জ্ঞানী যে স্থানে গিয়া স্থির হন ভক্তও সেই স্থানে গিয়া স্থির হন। সকল সাধনার চরম লক্ষ্য হইল একটি শান্ত অবস্থা লাভ

"ঠাকুরটি বহুরূপে লীলা করছেন, কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করবার উপায় তো নাই। যাদের সহিত মতের মিল হয় না, যারা বিশ্বাস ও গুরু-ইষ্টে অনুরাগ নষ্ট করতে চান তাঁদের নিকট হইতে দূরে থাকাই উত্তম।"

"মা আমার মহাসিন্ধুরূপিনী—আমি অতলস্পর্শ সেই মহাসিন্ধুগর্ভে ডুবিয়া আছি। জগতে মা ভিন্ন কিছু নাই স্ত্রী-পুরুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, তিরস্কার-পুরস্কার, মান-অপমান, রোগ-শোক, অভাগ-স্বাচ্ছল্য—সব আমার মা।"

১৪শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৮৩]
১৫শ বর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৮৩]

হরিবংশ- ৭-৮

[দ্বাদশ সংখ্যা—স্নানযাত্রা
প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রী শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতঃ—

হরিবংশঃ

শ্রী শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

মুখ্য-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম এ, কি-লিট
শ্রীবিদ্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজকবৃন্দ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-বা করণতীর্থ
শ্রীর মরতন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

তত্ত্বাবিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অদ্বৈত সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

প্রধান কার্য্যালয় : -মহামিলন মঠ ৭।৭, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড কলিকাতা-৫৫ (ফোন : ৫৮-২৭৭৭
সিটি —৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·· টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলী

আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টী সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ৮·· টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ ন· পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৪·· টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সকালক, আর্য্যশাস্ত্র', ৭।২, পি,ডব্লিউ,ডি রোড, কলি-৩৫

১। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে বর্ত্তমানে হরিবংশ প্রকাশিত হইতেছে তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্ষশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে

২। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ-পত্রাদি "সকালক, আর্য্যশাস্ত্র, মহামিলন মঠ, ৭/৭ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলি-৩৫ এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৫৮ ২৭৩০। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয় ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩ এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলেখক জবাবী পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১। মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—২৭·০০
২। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ— ৪০·০০
৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ— ৯·০০
৪। শ্রীমদ্ভাগবত— ৭·০০

প্রতিগৃহ্য চ সৎকারং নৃপানামন্ত্র্য বীর্য্যবান্
জগাম মথুরাং কৃষ্ণো জ্বোতয়ন্নো দিশো দশ ॥৬৬
বৈনতেয়ং পুরস্কৃত্য সৌমারূপং খগোত্তমম্
মহতা রথবৃন্দেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৬৭
ভেরীপটহনাদেন শঙ্খ-দুন্দুভিনিস্বনৈঃ
বৃংহিতেন চ নাগানাং হয়ানাং হ্রেষিতেন চ ॥ ৬৮
সিংহনাদেন শূরাণাং রথনেমিস্বনেন চ
তুমুলঃ সুমহানাসীন্মহামেঘরবোপমঃ ॥ ৬৯

পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজাদের এই সৌজন্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে যাইবার অনুমতি দান করত দশদিক্ প্রকাশিত করিতে করিতে সৌম্যরূপধারী পক্ষিপ্রবর বিনতানন্দন গরুড়কে অগ্রে রাখিয়া মথুরাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ৬৬

তিনি নিজেকে চারিদিকে বিশাল রথসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ভেরী, পটহ, শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনির সহিত প্রস্থিত হইলেন। হস্তিগণের চীৎকার, অশ্বসকলের হ্রেষাধ্বনি, বীরগণের সিংহনাদ ও রথসমূহের ঘর্ঘর শব্দ মিলিত হইয়া সেই সব যাত্রের এরূপ তুমুল নাদ উত্থিত হইল, যাহা

গতে কৃষ্ণে মহাবীর্য্যো আদায় বরমাসনম্
সভাং রাজ্ঞে দেবায়ৈ প্রসন্নমুখিলালয়ম্ ॥
মহতা চতুরঙ্গেন বলেন পরিবারিতাঃ
ক্রোশন্ত মনুপত্রজ্য অনুজ্ঞাতে জনার্দ্দনে ॥ ৭১
প্রযযুস্তে নৃপাঃ সর্ব্বে পুনরেব স্বয়ংবরম্ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কৃষ্ণাভিষেকো নাম দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

মহামেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতেছিল ॥ ৬৭-৬৯

মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর দেবতারা সেই শ্রেষ্ঠ সিংহাসন এবং মহাভবনকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭০

বিশাল চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া নরপতিগণ ক্রোশ পর্য্যন্ত অনুগমন করিবার পর ভগবান্ জনার্দ্দনের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই পুনরায় স্বয়ংবর স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭১-৭২

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেকনামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শাম্বস্য বাক্যানুসারেণ জরাসন্ধাদি-নরপতিভিঃ শাম্বমেব দূতরূপেণ কালযবনসমীপে প্রেষণম্

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রযাতে বসুদেবপুত্রে
নরাধিপা ভূষণভূষিতাঙ্গাঃ
সভাং সমাজগ্মুঃ সুরেন্দ্রকল্পাঃ
প্রবোধনার্থং গমনোৎসবান্তে ॥ ১

সভাগতান্ সোম-রবিপ্রকাশান্
সুখোপবিষ্টান্ রুচিরাসনেষু।
সমীক্ষ্য রাজা সুনয়ার্থবাদী
জগাদ বাক্যং নররাজসিংহঃ ॥ ২

স্বয়ংবরকৃতং দোষং বিদিত্বা বো নরাধিপাঃ।
ক্ষন্তব্যো মম বৃদ্ধস্য দুর্নয়স্য ক্ষয়োদয়ম্ ॥ ৩

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শাম্বের বাক্যানুসারে জরাসন্ধাদি নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাম্বকেই দূতরূপে কালযবনের নিকট প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলে পর সকল রাজাই নানাবিধ আভরণে নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করত দেবেন্দ্র-সদৃশ সজ্জিত হইয়া রাজা ভীষ্মককে বুঝাইবার জন্য সভায় গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ১

সভামধ্যে আসিয়া সুন্দর সিংহাসনে সুখে উপবেশন করত চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ প্রকাশমান রাজাদিগকে দর্শন করিয়া উত্তম নীতির অনুকূল যুক্তিযুক্ত বাক্যভাষী, নরপতিগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী রাজা ভীষ্মক এই কথা বলিলেন ॥ ২

নরপতিগণ! স্বয়ংবরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরোধরূপ যে দোষ সম্পাদিত হইতে যাইতেছে, ইহা জানিয়া আমি স্বয়ংবর বন্ধ করিয়া দিলাম। আপনারা সকলে বৃদ্ধ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। যেরূপ দৈবরূপী দাবানলের দ্বারা যে বৃক্ষ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? (যে স্বয়ংবরে ভগবদ্‌বিরোধের সম্ভাবনা আছে, উহা সফল হইতে পারে না।) ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাভাষ্য তান্ সর্ব্বান্ সৎকৃত্য চ যথাবিধি।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস নৃপাংস্তান্মধ্যদেশজান্ ॥ ৪
পূর্ব্বপশ্চিমজাংশ্চৈব উত্তরাপথিকানপি।
তেঽপি সর্ব্বে মহেষ্বাসাঃ প্রহৃষ্টমনসো নরাঃ ॥ ৫
যথার্হেণ চ সম্পূজ্য ভূপতে নরপুঙ্গবাঃ।
জরাসন্ধঃ সুনীথশ্চ দন্তবক্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৬
শাল্বঃ সৌভপতিশ্চৈব মহাকূর্ম্মশ্চ পার্থিবঃ।
ক্রথকৈশিকমুখ্যাশ্চ নৃপাঃ প্রবরবংশজাঃ ॥ ৭
বেণুদারিশ্চ রাজর্ষিঃ কাশ্মীরাধিপতিস্তথা।
এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাপথিকা নৃপাঃ ॥ ৮
শ্রোতুকামা রহো বাক্যং স্থিত্বা বৈ ভীষ্মকান্তিকে।
তান্ বৈ সমীক্ষ্য রাজেন্দ্রঃ স রাজা ভীষ্মকো বলী ॥ ৯
স্নেহপূর্ণেন মনসা স্থিতাংস্তানবনীশ্বরান্।
ত্রিবর্গসহিতং শ্লক্ষ্ণং ষড়্গুণালঙ্কৃতং শুভম্ ॥ ১০
উবাচ নয়সম্পন্নং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা।

ভীষ্মক উবাচ।

ভবতামবনীশানাং সমালোক্য নয়ান্বিতম্ ॥ ১১
বচনং ব্যাহৃতং শ্রুত্বা কৃতবান্ কার্য্যমীদৃশম্।
সন্তির্ভবদ্ভিঃ ক্ষন্তব্যং বয়ং নিত্যাপরাধিনঃ ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজা স ভীষ্মকো নয়কোবিদঃ।
উবাচ পুত্রমুদ্দিশ্য বচনং রাজসংসদি ॥ ১৩

ভীষ্মক উবাচ।

পুত্রস্য চেষ্টামালোক্য ত্রাসাকুলিতলোচনঃ।
মন্যে বালানির্ম্মালোকান্ স এষ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৪
কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিমতাং শ্রেষ্ঠো যশশ্চ বিপুলং তথা।
স্থাপিতং ভুবি মর্ত্তেঽস্মিন্ স্বয়াহ্যবলমূর্জ্জিতম্ ॥ ১৫
ধন্যা খলু মহাভাগা দেবকী যোষিতাং বরা।
পুত্রং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণং গর্ভেণ কেশবম্ ॥ ১৬
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং শ্রীপুঞ্জমমরার্চ্চিতম্।
নেত্রাভ্যাং স্নেহপূর্ণাভ্যাং বীক্ষতে মুখপঙ্কজম্ ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া ভীষ্মক সেই সব রাজাদিগকে বিধি অনুসারে অভ্যর্চনা করত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। এই সব রাজাদের মধ্যে কেহ মধ্যদেশের, কেহ পূর্ব্ব দেশের, কেহ পশ্চিম ও উত্তর ভারতের ছিলেন। ৪।

এই সব মহাধনুর্দ্ধর নরপতিগণও প্রসন্নচিত্ত হইয়া রাজা ভীষ্মককে যথাযোগ্য সম্মান করত নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিলেন। ৫।

জরাসন্ধ, সুনীথ, পরাক্রমশালী দন্তবক্র, সৌভপতি শাল্ব, রাজা মহাকূর্ম্ম, ক্রথ ও কৈশিকাদি শ্রেষ্ঠ কুলের নরপতিরা, রাজর্ষি বেণুদারি ও কাশ্মীররাজ—ইঁহারা এবং অন্য বহুসংখ্যক দাক্ষিণাত্য নরপতি রাজা ভীষ্মকের গোপন কথা শুনিবার ইচ্ছায় তাঁহার পার্শ্বেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬-৮।

তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া বলবান্ রাজাধিরাজ রাজা ভীষ্মক স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে সেখানে অবস্থিত সেই সব ভূপতিগণের প্রতি স্নিগ্ধ ও গম্ভীর বাক্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, মধুর, সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণসম্পন্ন, শুভ এবং নীতিপূর্ণ কথা বলিলেন। ৯-১০।

ভীষ্মক বলিলেন,—নৃপগণ! পৃথিবীপতি আপনাদের সকলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং আপনাদের দ্বারা কথিত নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি এরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম। আপনারা সকলেই সৎপুরুষ, অতএব আপনারা আমার এই আচরণকে ক্ষমাপূর্ব্বক সহ্য করুন। আমি নিজেকে সর্ব্বদা অপরাধী বলিয়া মনে করিতেছি। ১১-১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া নীতিনিপুণ বিদ্বান্ রাজা ভীষ্মক সেই রাজসভায় নিজের পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। ১৩

ভীষ্মক বলিলেন,—নিজের পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া আমার মনে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি ইহাদিগকে (রক্ষী প্রভৃতিকে) বালক (বিবেকশূন্য) বলিয়াই মনে করি। আমার দৃষ্টিতে এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ। ১৪

ইনি কীর্ত্তিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি এই মর্ত্যলোকে ভূতলে নিজের উত্তম কীর্ত্তি ও সুযশ স্থাপনা করিয়াছেন এবং নিজের অতুলনীয় বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন। ১৫

স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাগা দেবকীদেবী ধন্যা, যিনি ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৌন্দর্য্যের রাশি, দেবপূজিত, কমললোচন কেশব কৃষ্ণকে পুত্ররূপে গর্ভে ধারণ করিয়া জন্মদানের পর সদা স্নেহপূর্ণ নেত্রে ইঁহার মুখারবিন্দ দর্শন করিতেছেন। ১৬-১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং লালপ্যমানং তু রাজানং রাজসংসদি
উবাচ ক্ষত্রিয়া বাচা শাল্বরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৮

শাল্ব উবাচ ।

অলং খেদেন রাজেন্দ্র সুতায় বিপুলদ্যুতে ।
ক্ষত্রিয়স্য রণে রাজন্ ধ্রুবং জয়-পরাজয়ৌ ॥১৯
নিহতো গতিমন্ত্যানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ
বল-কেশবয়োরন্যস্তৃতীয়ঃ কঃ পুমানিহ ॥ ২০
রণে যোধয়িতুং শক্তস্তব পুত্রং মহাবলম্
রথাতিরথবৃন্দানামেক এব রণাজিরে ॥ ২১
রিপূন্ বাধয়িতুং শক্তো ধনুর্গৃহ্য মহাভুজঃ ।
ভার্গবাস্ত্রং মহারৌদ্রং দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ২২
সুরজ্যো বাহুবীর্য্যেণ কঃ পুমান্ প্রসহিষ্যতি ।
অয়ং তু পুরুষঃ কৃষ্ণো হ্যনাদিনিধনোঽব্যয়ঃ ॥ ২৩
তং বিজেতা নৃলোকেঽস্মিন্নপি শূলধরঃ স্বয়ম্
তব পুত্রো মহারাজ সর্ব্বশস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ২৪
বিদিত্বা দেবমীশানং ন যোধয়তি কেশবম্
অদ্য তস্য রণে জেতা যবনাধিপতির্নৃপ ॥২৫
স কালযবনো নাম অবধ্যঃ কেশবস্য চ
তপ্ত্বা স্বারুণং ঘোরং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ২৬
কৃতমারাধয়ামাস দ্বাদশাব্দানয়োঽশনঃ
পুত্রকামেন মুনিনা ভোজ্য কৃত্বাং সুতা কৃতঃ ॥ ২৭
মাথুরাণামবধ্যোঽয়ং ভবেদিতি চ শঙ্করাৎ
এবমস্ত্বিতি রুদ্রোঽপি প্রদদৌ মুনয়ে সুতম্ ॥ ২৮
এবং গার্গ্যস্য তনয়ঃ শ্রীমান্ রুদ্রবরোদ্ভবঃ
মাথুরাণামবধ্যোঽয়ং মথুরায়াং বিশেষতঃ ॥ ২৯
কৃষ্ণোঽপি বলবানেষ মাথুরে জাতবানয়ম্ ।
স জেষ্যতি রণে কৃষ্ণং মথুরায়াং সমাগতঃ ॥ ৩০
মন্যধ্বং যদি বা যুক্তাং নৃপা বাচং ময়েরিতাম্
তত্র দূতং বিসৃজধ্বং যবনেন্দ্রপুরং প্রতি ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! রাজসভামধ্যে রাজা ভীষ্মককে বারংবার এই কথা বলিতে দেখিয়া মহাতেজস্বী শাল্বরাজ দাম্ভনাপূর্ণ মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ১৮

শাল্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! (আপনি খেদ প্রকাশ করিতেছেন কেন ?) আপনার পুত্র শত্রুমর্দ্দনকারী বীর, সুতরাং তাহার জন্য খেদ করিবেন না (ইহার জন্য ত' আপনার গর্ব্ব প্রকাশ করা উচিত)। রাজন্ ! রণাঙ্গনে ক্ষত্রিয়ের জয় অথবা পরাজয় অবশ্যই লাভ হয় ॥ ১৯

ইহা মনুষ্যগণের নিয়ত গতি। ইহা সনাতন ধর্ম্ম। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এ ভূতলে তৃতীয় পুরুষ এরূপ কে আছে, যে সমরাঙ্গনে আপনার মহাবল পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে ? ২০।

এই মহাবাহু বীর হস্তে ধনু লইয়া একাকীই যুদ্ধক্ষেত্রে রথী ও অতিরথীদিগকে এবং শত্রুগণকে বাধাদান করিতে সমর্থ ॥২১॥

যে সময় এই বীর ঘোর বাহুবলে দেবতাগণেরও দুর্জ্জয় মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, সেই সময় ইহার আক্রমণ কোন্ পুরুষ সহ্য করিতে পারিবে ? ২২।

এই কৃষ্ণ ত' অনাদি, অনন্ত ও অবিনাশী পুরুষ। এই মর্ত্যলোকে সাক্ষাৎ ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করও ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৩।

মহারাজ ! আপনার পুত্র সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ও তত্ত্ব জানে। সে শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ও ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না ॥ ২৪।

নৃপ ! এখন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিতে পারেন কেবল যবনরাজ কালযবন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অবধ্য ॥ ২৫।

গার্গ্যমুনি অত্যন্ত দুষ্কর, ভয়ঙ্কর এবং পরম তপস্যা করিয়া বার বৎসর যাবৎ পুত্রকামনায় রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি তখন কেবল লৌহচূর্ণ ভোজন করিতেন। এইভাবে রুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার নিকটে এই পুত্র প্রার্থনা করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে ইহাও প্রার্থনা করেন যে, আমার সেই পুত্র যেন মাথুরগণের (মথুরায় উৎপন্ন মনুষ্যগণের) অবধ্য হয়। তখন রুদ্রদেব 'এবমস্তু' বলিয়া গার্গ্য মুনিকে সেরূপ পুত্র প্রদান করিলেন ॥ ২৬-২৮

এইভাবে গার্গ্যমুনি সেই তেজস্বী পুত্র রুদ্রদেবের বরে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ মাথুরগণের (মথুরায় উৎপন্ন ব্যক্তিগণের) পক্ষে অবধ্য হইয়া থাকেন ॥ ২৯

এই শ্রীকৃষ্ণ বলবান্ হইলেও মথুরায় জন্ম গ্রহণ করায় মাথুরই হইয়াছেন, অতএব মথুরায় উপস্থিত হইয়া কালযবন রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে অবশ্যই জয় করিবেন ॥ ৩০

নরপতিগণ ! যদি আপনারা আমার দ্বারা কথিত এই বাক্য উচিত বলিয়া মনে করেন, তবে যবনরাজের নিকটে একজন দূত প্রেরণ করুন ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা সৌভপতের্বাক্যং সর্বে তে নৃপসত্তমাঃ
কৃষ্ণ ইত্যব্রুবন্ হৃষ্টা জরাসন্ধং মহাবলম্ ॥ ৩১
স তেষাং বচনং শ্রুত্বা জরাসন্ধো মহীপতিঃ
বভূব বিমনা রাজন্ ব্রহ্মণো বচনং স্মরন্ ॥ ৩২

জরাসন্ধ উবাচ।

মাং সমাশ্রিত্য পূর্বস্মিন্ নৃপা নৃপভয়ার্দিতাঃ
প্রাপ্নুবন্তি সুতাং রাজ্যং সমৃদ্ধবলবাহনম্ ॥৩৩
ইহ সংচোদ্যতে ভূপৈঃ পরমাস্ত্রগ্রহেতুনা
কন্যেব স্বপতিদ্বেষাদন্যং রতিপরায়ণা ॥ ৩৪
অহো সুবলবদ্দৈবমশক্যং বিনিবর্তিতুম্
যদহং কৃষ্ণভীতোঽন্যং সংশ্রয়ামি বলাধিকম্ ; ৩৫
নূনং যোগবিহীনোঽহং কারয়িষ্যে পরাশ্রয়ম্।
শ্রেষ্ঠো হি নরকং মন্যে ন চান্যং সংশ্রয়ে নৃপাঃ ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সৌভবিমানের অধিপতি রাজা শাল্বের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ হৃষ্ট হইয়া একত্র জরাসন্ধকে বলিলেন,—রাজন্! অবশ্যই এরূপ করিব। ৩১

রাজন্! সেই রাজাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া আকাশবাণীর কথা স্মরণ করত পৃথিবীপতি জরাসন্ধ বিমনা হইয়া উঠিলেন। ৩২

জরাসন্ধ বলিলেন,—আজ হইতে পূর্বে সকল রাজা অন্য রাজাদের ভয়ে পীড়িত হইলে পর আমার শরণাগত হইতেন এবং তাঁহারা সেনা ও বাহনসহ নিজেদের সুত রাজ্য আমার সাহায্যে সে পুনরায় প্রাপ্ত হইতেন। ৩৩

এই সময় এই রাজারা আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সেইভাবে প্রেরিত করিতেছেন, যেরূপ রতিলোলুপ নারী নিজের পতির প্রতি দ্বেষবশতঃ অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। ৩৪

অহো! দৈব অতিশয় প্রবল, তাঁহাকে নিবর্তিত করা যায় না; কারণ, আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভীত হইয়া অন্য অধিক বলশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। ৩৫

নিশ্চয়ই আমি নিরুপায় হইয়া গিয়াছি, সেইজন্য আমাকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এরূপভাবে জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ। নরপতিগণ! আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিব না। ৩৬

কৃষ্ণো বা বলদেবো বা যো বাসৌ বা নরাধিপঃ
হন্তারং প্রতিযোৎস্যামি যথা ব্রাহ্মপ্রচোদিতঃ ॥ ৩৮
এষা মে নিশ্চিতা বুদ্ধিরেতৎ সৎপুরুষব্রতম্
অন্যোঽন্যস্য ন শক্তোঽহং কর্তুং পরমমাশ্রয়ম্ ॥ ৩৯
ভবতাং সাধুবৃত্তানামাবাধং ন করোতি সঃ
তেন দূতং প্রদাস্যামি নৃপাণাং রক্ষণায় বৈ ॥ ৪০
যোমমার্গেণ যাতব্যং যথা কৃষ্ণো ন বাধতে
গচ্ছন্তমনুচিন্ত্যৈবং প্রেষয়েং নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪১
অয়ং সৌভপতিঃ শ্রীমানমলার্কেন্দুবিক্রমঃ
রথেনাদিত্যবর্ণেন প্রয়াতি স্বপুরং বলী ॥ ৪২
যবনেন্দ্রো যথাভ্যেতি নরেন্দ্রাণাং সমাগমম্।
বচনঞ্চ তথাস্মাভির্ধৃতেঃ নঃ কৃষ্ণবিগ্রহে ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুনরেবাব্রবীদ্ রাজা সৌভস্য পতিমুজ্জিতম্
গচ্ছ সর্বনরেন্দ্রাণাং সাহায্যং কুরু মানদ ॥ ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ হউন, বলরাম হউন অথবা যে কোনও রাজা হউন, যিনি আমাকে বধ করিবেন, আমি তাঁহার সম্মুখে থাকিয়াই যুদ্ধ করিব। আকাশবাণী যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে অন্য কেহই আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ৩৮

ইহাই আমার বুদ্ধিপূর্বক সিদ্ধান্ত এবং ইহাই সৎপুরুষগণের ব্রত। ইহার বিপরীত আমি অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিব না। ৩৯

এই কৃষ্ণ সমাচারী নৃপতি আপনাদের রাজ্যে কোনও বাধা সৃষ্টি করিতে না পারেন, সেইহেতু আমি নৃপগণের রক্ষার জন্য দূতপ্রেরণ ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইব। ৪০

নৃপোত্তমগণ! এই দূতকে আকাশপথেই যাইতে হইবে, যাহাতে এখান হইতে যাইবার সময় সেই শ্রীকৃষ্ণ কোনও বাধাদান করিতে না পারেন। এ বিষয়ে ভালভাবে বিচার করত আপনারা দূত প্রেরণ করুন। ৪১

এই শ্রীমান্ সৌভপতি বলবান্ রাজা শাল্ব অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। ইনি সূর্যসদৃশ তেজস্বী রথের (বিমানের) দ্বারা নিজ নগরে গমন করেন। ৪২

ইনি যুদ্ধকর্ম করিবার সময় আমাদের পক্ষ হইতে যেরূপ কথা বলা উচিত, তিনি সেইরূপ কথাই বলিবেন; যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেই যবনরাজ কালযবন নরপতিমণ্ডলী আমাদের মধ্যে আসিয়া মিলিত হন। ৪৩

যবনেন্দ্রো যথা যাতি যথা কৃষ্ণং বিজেষ্যতি ।
যথা বয়ঞ্চ তুষ্যেমস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥ ৪৫
এবং সম্ভিশ্য সর্ব্বাংস্তান্ ভীষ্মকং পূজ্য ধর্ম্মতঃ ।
প্রযযৌ স্বপুরং রাজা স্বেন সৈন্যেন সংবৃতঃ ॥ ৪৬
শাল্বোঽপি নৃপতিশ্রেষ্ঠস্তাভ্যাং সম্পূজ্য ধর্ম্মতঃ ।
জগামাকাশমার্গেণ স্বেনোদিলরংহসা ॥ ৪৭
তেঽপি সর্ব্বে মহীপালা দক্ষিণাপথবাসিনঃ ।
অনুব্রজ্য জরাসন্ধং গতাঃ স্বনগরং প্রতি ॥ ৪৮
ভীষ্মকঃ সহ পুত্রেণ তাবুভৌ চিন্ত্য চুর্নয়ম্ ।
যে গৃহে স্ববসন্তীনঃ কৃষ্ণমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৪৯
বিদিত্বা রুক্মিণী সাধ্বী স্বয়ংবরনিবর্ত্তনম্ ।
কৃষ্ণস্যাগমনাদ্ধেতোর্নৃপাণাং রোষদর্শনম্ ॥ ৫০
সত্বা তু সা সখীমধ্যে উবাচ ব্রীড়িতাননা
ন চান্যোঽ নরেন্দ্রাণাং পত্নী ভবিতুমুৎসহে
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং সত্যমেতদ্ বচো মম ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীস্বয়ংবরে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সৌভসিমানপতি বলবান্ রাজা শাল্বকে বলিলেন—মানদ! আপনি গমন করুন এবং সমস্ত রাজগণকে সাহায্য করুন ।৪৭

আপনি এরূপ নীতি প্রয়োগ করিবেন, যাহাতে যবনরাজ আক্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণকে জয় করেন এবং আমরাও সকলে সন্তোষলাভ করিতে পারি । ৪৫

এইরূপে সকলকে সম্ভোষ প্রদান করিয়া এবং ধর্ম্মানুসারে ভীষ্মককেও সম্মান করিয়া রাজা জরাসন্ধ নিজ সৈন্যদল বীর নগরে গমন করিলেন । ৪৬

নৃপতিশ্রেষ্ঠ শাল্বও সেই সব নরপতিকে ধর্ম্মানুসারে সম্মান করত বায়ুতুল্য বেগগামী বিমানের দ্বারা আকাশপথে গমন করিলেন । ৪৭

দক্ষিণভারতবাসী যে সমস্ত নৃপতি সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও কিয়দ্দূর জরাসন্ধের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া তারপর নিজ নিজ নগর অভিমুখে গমন করিলেন । ৪৮

রাজা ভীষ্মকও নিজ পুত্র রুক্মীর সহিত সেই দিনে শাল্ব ও জরাসন্ধ এবং তাঁহাদের সকলের সৌহৃদ্যের কথা চিন্তা করত শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা করিতে করিতে বীরভাবে নিজ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । ৪৯

সতীসাধ্বী রুক্মিণীদেবী যখন ইহা জানিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আগমনহেতু স্বয়ংবর স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং রাজাদের যে রোষদৃষ্টি ছিল, তাহাও জানা গিয়াছে, তখন তিনি নিজের সখীগণের মধ্যে যাইয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বলিলেন, —সখীগণ! আমি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও নরপতির পত্নী হইব না। ইহাই আমার সত্য কথা ।৫০-৫১

স্বয়ংবরবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[কালযবনস্য বৈশিষ্ট্যবর্ণনম্, দূতরূপেণ রাজ্ঞঃ শাল্বস্য তস্য সমীপে গমনম্, জরাসন্ধস্য সংবাদকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যবনানাং বলোদগ্রঃ স কালযবনো নৃপঃ ।
বভূব রাজা ধর্ম্মেণ রক্ষিতা পুরবাসিনাম্ ॥ ১
ত্রিবর্গবিদিতঃ প্রাজ্ঞঃ ষড়্গুণানুপজীবকঃ ।
সপ্তব্যসনসম্মূঢ়ো গুণেষভিরতঃ সদা ॥ ২

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[কালযবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণন, দূতরূপে রাজা শাল্বের নিকট গমন এবং জরাসন্ধের সংবাদকথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী কালযবন যবনগণের রাজা ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্ম অনুসারে পুরবাসীদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন । ১

ইনি ত্রিবর্গ (পদ, স্থান ও বৃদ্ধি কিংবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ)-বিষয়ে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, রাজনীতির সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, সপ্তবিধ (মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীবিষয়ক আসক্তি, মদ্যপান ও বৃথা ভ্রমণ) ব্যসনে অনভিজ্ঞ এবং সদা সর্ব্বপ্রকার গুণসমূহে আসক্ত ছিলেন । ২

শ্রুতিমান্ ধর্মশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সাংগ্রামিকবিধিজ্ঞশ্চ দুর্গলাঙ্গূলসারথিঃ ॥ ৩
শূরোঽপ্রতিবলশ্চৈব মন্ত্রিপ্রবরসেবকঃ।
সুখাসীনঃ সভাং রম্যাং সচিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪
উপাগম্যানো যবনৈর্বাক্যবিদ্ভির্বিপশ্চিতৈঃ
বিবিধাশ্চ কথা দিব্যাঃ কথয়ানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৫
এতস্মিন্নেব কালে তু দিবাগন্ধবহোঽনিলঃ।
প্রববৌ মদনাবোধং চক্রে সুখশীতলঃ ॥ ৬
কিংবিদিতোকনসঃ সভায়াং যে সমাগতাঃ।
উৎফুল্লনয়নাঃ সর্বে রাজা চৈবাবলোকয়ঃ ॥ ৭
অপশ্যন্ত রথং দিব্যমায়ান্তং ভাস্করোপমম্
শাতকুম্ভময়ৈঃ শুভ্রং রথাঙ্গৈরুপশোভিতম্ ॥ ৮
দিব্যরত্নপ্রভাকীর্ণং দিব্যরূপতাকিনম্।
বাহিতং দিব্যতুরগৈর্মনোমারুতরংহসৈঃ ॥ ৯
চন্দ্র-ভাস্করবিম্বানি কৃত্বা চাত্মনদেন তম্
রচিতং বৈ বিশ্বকৃতা বৈয়াঘ্রবরভূষিতম্ ॥ ১০
রিপূণাং ত্রাসজননং মিত্রাণাং হর্ষবর্ধনম্।
দক্ষিণাদিগুপায়ান্তং রথং পরমভাস্বরম্ ॥ ১১
তত্রোপবিষ্টং শ্রীমন্তং সৌভস্য পতিমুজ্জিতম্।
দৃষ্ট্বা পরমসংহৃষ্টশ্চার্ঘ্যং পাদ্যেতি চাসকৃৎ ॥ ১২
উবাচ যবনেন্দ্রস্য মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং বরঃ
তত্রোপায়ং মহাবাহুঃ স্বয়মেব নৃপাসনাৎ ॥ ১৩
প্রত্যুদ্গম্যার্ঘ্যমাদায় রথাবতরণে স্থিতঃ।
শাম্বোঽপি চ মহাতেজা দৃষ্ট্বা রাজানমাগতম্ ॥ ১৪
মুদা পরময়া যুক্তঃ শক্রপ্রতিমতেজসম্
অবতীর্য্য সুবিস্রব্ধ এক এব রথোত্তমাৎ ॥ ১৫
বিবেশ পরমং প্রীতো মিত্রদর্শনলালসঃ।
দৃষ্ট্বার্ঘ্যমুদ্যতং রাজা শাম্বো রাজর্ষিসত্তমঃ ॥ ১৬

বিদ্যাবান্ (যুক্তিজ্ঞ), ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, যুদ্ধের সর্বপ্রকার বিধানসমূহে বিশেষজ্ঞ এবং দুর্গত লাভের অনুসরণকারী ছিলেন ॥ ৩

ইহার সমান বলবান্ অন্য কেহ ছিল না, ইনি শৌর্যশালী বীর এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণের পরিপোষক ছিলেন। একদিন যবন তিনি বীর মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া নিজের রমণীয় সভায় সুখে উপবিষ্ট ছিলেন, আত্মজ্ঞানী ও বিদ্বান্ যবনগণ তাঁহার সেবায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে পরস্পর নানাপ্রকার দিব্য কথা-সমূহের যে আলোচনা হইতেছিল, সেই সময় সুখস্পর্শকারী বায়ু মন্দ মন্দ ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সুখদ ও শীতল বায়ু তাঁহাদের সকলের কামভাব উৎপন্ন করিতে লাগিল ॥ ৪-৬

সেই সময় সভায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে একচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—এ কি? তখন সকলেরই নয়ন বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া বিরাজিল। রাজা কাল-যবনও এই অদ্ভুত পরিবেশ দেখিয়া প্রভাবিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না ॥ ৭

তাঁহারা সকলে তখন আকাশ হইতে এক সূর্যতুল্য তেজস্বী দিব্য বিমানকে নামিতে দেখিলেন, যাহা সুবর্ণময় উজ্জ্বল চক্র-সমূহে শোভা পাইতেছিল, এই রথ (বিমান) দিব্যরত্নসকলের প্রভায় ব্যাপ্ত ছিল। ইহাতে দিব্য অশ্ব-পতাকাসমূহ উড্ডীয়মান ছিল এবং মন ও বায়ু-সদৃশ বেগশালী দিব্য অশ্বগণ এই রথকে বহন করিয়া আনিতেছিল ॥ ৮-৯

বিশ্বকর্মা চন্দ্র ও সূর্যের বিম্বসমূহ নির্মাণ করিয়া আত্মবল নামক সুবর্ণের দ্বারা এই রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা চারি দিকে উত্তম ব্যাঘ্রচর্মের দ্বারা আবৃত ছিল ॥ ১০

এই রথ শত্রুগণের মনে ত্রাস উৎপন্ন করিত এবং মিত্রবর্গের হর্ষবর্ধন করিত। এই রথ দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিল এবং শত্রুদিগের রথসমূহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১১

ইহার মধ্যে উপবিষ্ট সৌভপতি তেজস্বী রাজা শ্রীমান্ শাম্বকে দেখিয়া মন্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যবনরাজের মন্ত্রী অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন এবং বারংবার বলিতে লাগিলেন,—অর্ঘ্য আন, পাদ্য আন ॥ ১২

সেই সময় মহাবাহু রাজা কালযবন স্বয়ংই রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করত অগ্রসর হইয়া বিমান হইতে নামিবার স্থানে (সিঁড়ি পর্যন্ত) গমন করত দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ১৩

মহাতেজস্বী রাজা শাম্বও ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী রাজা কালযবনকে অতিশয় আনন্দসহকারে আসিতে দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে একাকীই সেই রথ হইতে নামিলেন এবং মিত্রের দর্শন লালসা মনে পোষণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার গমনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥১৪-১৫

নিজের জন্য অর্ঘ্য আনিতে দেখিয়া রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা শাম্ব মধুর বাক্যে বলিলেন—মহাতেজস্বী রাজন্! আমি অর্ঘ্যগ্রহণ করিবার যোগ্য নহি ॥ ১৬

উবাচ প্রস্থিতা বাচ্যা নার্ঘার্হোঽস্মি মহাত্মভে
দূতোঽহং মনুজেন্দ্রাণাং সর্বেষাং শাল্বতোঽন্বিকম্ ॥ ১৭
প্রেষিতো বহুভিঃ সার্দ্ধং জরাসন্ধেন ধীমতা
তেন মন্যে মহারাজ নার্ঘার্হোঽস্মীতি রাজসু ॥ ১৮

কালযবন উবাচ

জানামাহং মহাবাহো যৌত্তোন ত্বামিহাগতম্ ।
প্রাহিতো নরদেবানাং প্রেষিতো মাগধেন বৈ ॥ ১৯
তেন ত্বামর্চ্চয়ে রাজন্ বিশেষেণ মহামতে
অর্ঘ্যপাদ্যাদিসৎকারৈরাসনেন যথা বিধি ॥ ২০
ভবত্যভ্যর্চ্চিতে রাজ্ঞাং সর্ব্বেষামর্চ্চিতং ভবেৎ
আস্যতামাসনে তুভ্যং ময়া সার্দ্ধং জনেশ্বর ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স হস্তালিঙ্গনং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলাময়ম্
সুখোপবিষ্টৌ সহিতৌ শুভে সিংহাসনে স্থিতৌ ॥ ২২

কালযবন উবাচ

যদ্‌বাহুবলমাশ্রিত্য বয়ং সর্ব্বে নরাধিপাঃ ।
বশামো বিগতোদ্বিগ্না দেবা ইব শচীপতিম্ ॥ ২৩
কিমসাধ্যং ভবেদস্য যেনাসি প্রেষিতো মম ।
যদ সত্যং বচস্তস্য কিমাজ্ঞাপয়তি প্রভুঃ ।
করিষ্যে বচনং তস্য অপি কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ২৪

শাল্ব উবাচ ।

যথা বদতি রাজেন্দ্র মগধাধিপতিস্তব
তথাহং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং যবনাধিপ ॥ ২৫

জরাসন্ধ উবাচ ।

জাতোঽহং জগতাং বাধী কৃষ্ণঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ
বিদিত্বা তস্য দুর্বৃত্তং হন্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৬
পার্থিবৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং সমগ্রবলবাহনৈঃ ।
উপরুধ্য মহাসৈন্যৈর্গোমন্তমচলোত্তমম্ ॥ ২৭
চেদিরাজস্য বচনং মহার্থং শ্রুতবাহনম্ ।
যদা তদ্বোবিনাশায় হুতাশনমযোজয়ম্ ॥ ২৮

কারণ, আমি নরপতিগণের দূত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আপনার সমীপে আসিয়াছি। বুদ্ধিমান্ জরাসন্ধ ও অন্যান্য নরপতিগণ একত্রে মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। মহারাজ! সেইজন্য আমি মনে করি যে, এই সময় আমি রাজাদের গ্রহণযোগ্য অর্ঘ গ্রহণ করিবার অধিকারী নহি। ১৭-১৮

কালযবন বলিলেন,—মহাবাহো! আমি জানি যে, আপনি দূত হইয়া এখানে আসিয়াছেন এবং নরপতিগণের সহিত মগধরাজ জরাসন্ধ আপনাকে পাঠাইয়াছেন। ১৯

রাজন্! মহামতে! সেইজন্য আপনাকে বিশেষভাবে অর্চ্চনা করিব। অর্ঘ্য, পাদ্যাদি সৎকারসমূহের দ্বারা ও যথাবিধি আসনদানের দ্বারা যদি আপনার পূজা হইয়া যায়, তাহা হইলে উহার দ্বারা সমস্ত রাজাদের পূজাও সম্পূর্ণ হইবে। জনেশ্বর! অতএব এখন আমার সহিত উজ্জ্বল সিংহাসনে উপবেশন করুন। ২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কালযবন শাল্বের হস্তে হস্ত মিলাইয়া হস্তমর্দন করত তাঁহার কুশল-মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর ইহারা উভয়ে এক সুন্দর সিংহাসনে এক সঙ্গে উপবেশন করিলেন। ২২

কালযবন বলিলেন,—রাজন্; যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সকল নরপতি আমরা শচীপতি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া দেবগণের ন্যায় নিরুদ্বেগে বাস করি, সেই মহারাজ জরাসন্ধের পক্ষে কোন্ কার্য অসাধ্য হইয়া থাকিতে, যাহার জন্য তিনি আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন? ২৩।

তিনি কি বলিয়াছেন? তাহা সত্য বলুন। সেই প্রভু জরাসন্ধ আমাকে কি আজ্ঞা করিয়াছেন? আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিব। তাঁহার কথায় আমি অত্যন্ত দুষ্কর কার্যও করিতে পারি। ২৪

শাল্ব বলিলেন,—রাজেন্দ্র! যবনরাজ! মগধরাজ জরাসন্ধ আপনাকে যেরূপ বলিয়াছেন, আমি সেইরূপই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ২৫

জরাসন্ধ বলিলেন,—এই যে পরম দুর্জয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সকলের বাধাস্বরূপ হইয়া এই সম্পূর্ণ জগৎকে অতিশয় কষ্টপ্রদান করিতেছেন। তাঁহার দুরাচারের বৃত্তান্ত জানিয়া আমি তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। ২৬

বহু রাজা নিজ নিজ সম্পূর্ণ সৈন্য ও বাহনসকল সহ আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আমি গোমন্ত নামক উত্তম পর্বতকে অবরোধ করিয়াছিলাম, কারণ (সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়েই গোমন্ত পর্বতে বিদ্যমান ছিলেন)। অবরোধ করিবার পর আমি চেদিরাজ দমঘোষের এক অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করি। তখন আমি তাঁহাদের বিনাশের জন্য সেই পর্বতে অগ্নিসংযোগ করাইয়া দিয়াছিলাম। ২৭-২৮

অলাতচক্রপ্রতিমং দৃষ্ট্বাস্ত্রিসমতেজসম্।
পৃষ্ট্বা রাজ্ঞো গিরেঃ কূটাদ্ গুরুতো লঘুবৎ ॥ ১১
বিনিষ্পত্য মহাসেনাং মধ্যে সাগরবিদ্রবাম্
আজঘ্নে হয়মুখ্যেন রথাশ্বরথিনাং ॥ ৩০
সর্পন্নিব সর্পেন্দ্রঃ বিক্রম্যাক্রম্য লাঙ্গলম্
নরনাগাশ্বকুম্ভানি মুসলেন ব্যচূর্ণয়ৎ
গজেন গজনাস্থায় তেন তেষাং বিনম্
হয়েন চ হয়ারোহং পদাতেন পদাতিনম্ ॥ ৩১
সমরে স মহাতেজা নৃপার্কশতযূথপম্
বিচরন্ বিবিধান্ মার্গান্ বিদ্রাবে ভাস্করো যথা ॥ ৩২
রামাপসৃতং কৃষ্ণঃ প্রগৃহ্যার্কসমপ্রভম্
চক্রং চক্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥ ৩৩
প্রবিচাল্য মহাবীর্যঃ পাণিবেগেন তং গিরিম্।
শত্রুসৈন্যে পপাতোচ্চৈর্দেবীঃ প্রত্যাপয়ন্ ॥ ৩৪

প্রনৃত্যন্নিব শৈলেন্দ্রস্তোয়ধারাভিষেচিতঃ।
ঘূর্ণমানো বিবেশোর্ব্যাং বিনির্ধূয় হুতাশনম্ ॥ ৩৫
আদীপয়ানশিখরান্ বনধাতূন্ জনার্দনঃ।
ক্ষয়ায় বাহিনীং রাজ্ঞঃ চক্রব্যগ্রেণ পাণিনা ॥ ৩৬
বিক্ষিপ্য বিপুলং চক্রং গদাপাতাবনন্তরম্
নরনাগাশ্বকুম্ভানি মুসলেন ব্যচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৮
ক্রোধনিলমুখৈশ্চক্রলাঙ্গলাভ্যাং তথাহিনা
নির্দগ্ধা সহতী সেনা নরেন্দ্রাণামভিপালিতা ॥ ৩৯
নরনাগাশ্বকলিলং পতিতৈরেব সমাকুলম্
রথানীকং পরাভাভ্যাং ক্ষণেন বিমলীকৃতম্ ॥ ৪০
সেনায়াং প্রভয়ালোক্য চক্রানলভয়ার্দিতাম্
মহতা রথবৃন্দেন পরিবার্য সমন্ততঃ ॥ ৪১
তত্রাহং যুধ্যমানস্তু ভ্রাতাস্য বলবান্ বলী।
স্থিতো সমাগ্রতঃ শূরো গদাপাণির্দিলাযুধঃ ॥ ৪২

সেই অদ্রি তখন শত শত ও সহস্র সহস্র শিখরে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, যাহা প্রলয়কালের সংবর্তক অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই অদ্রিকে দেখিয়া সূর্যদেবের তুল্যপ্রভ ধারণকারী বলরাম পর্বতশিখর হইতে লম্ফপ্রদান করেন এবং সমুদ্রতুল্য প্রভাবশালী সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সংহারের জন্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসকলকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাকে পরাজিত করা কঠিন হইয়া পড়িল ।২৯-৩০

তিনি সর্পরাজতুল্য লাঙ্গল হস্তে হল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া অর্থাৎ হলের দ্বারা কখনও টেলিয়া দিয়া ও কখনও টানিয়া আনিয়া রথ মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে মুসলের দ্বারা প্রোথিত করিতে লাগিলেন। ৩১

তিনি হস্তীর দ্বারা হস্তীকে, রথের দ্বারা রথী যোদ্ধাকে, অশ্বের দ্বারা অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং পদাতি সৈন্যের দ্বারা পদাতি সৈন্যকে বিনাশ করিলেন। ৩২

যেরূপ গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্যদেব তেজস্বী হইয়া ভ্রমণ করেন সেইরূপ শত্রুরূপী সূর্যো নাশ সংকল্পে সেই মহাতেজস্বী বলরাম নানাবিধ যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৩

বলরাম হইতে কনিষ্ঠ ও চক্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য-সদৃশ তেজস্বী চক্র হস্তে লইয়া সেই ভাবে শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগদলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ৩৪

মহাপরাক্রান্ত বলী শত্রুনাশক বলরাম শ্রীকৃষ্ণ বীর পরাক্রমে সেই পর্বতকে অন্দোলিত করিয়া যখন উচ্চ শিখর হইতে শত্রুসৈন্য মধ্যে লম্ফপ্রদান পূর্বক পতিত হইলেন, তখন সেই শৈলরাজ যেন নৃত্য করিতেছিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই পর্বত তখন নিজের স্বীয় অঙ্গ হইতে নির্গত জলধারায় স্নাত হইয়া উঠিল এবং সেই প্রজ্বলিত অদ্রিকে নির্বাপিত করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কিয়দ্দূর পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল। ৩৫-৩৬

রাজন্। জলদ পর্বতের শিখর হইতে লম্ফপ্রদান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ চক্রধৃক হস্তে রাজসৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৩৭

বিশাল চক্র নিক্ষেপ করিয়া তারপর গদার আঘাত করিতে লাগিলেন। এদিকে বলরাম মুসলের দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। ৩৮

ক্রোধরূপী বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত চক্র ও হলরূপী অদ্রির দ্বারা নরপতিরূপ সূর্যপালিত সেই বিশাল সেনা দগ্ধ হইয়া যাইল। ৩৯

এই দুই পদাতি বীর হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ এবং পদাতি ও অশ্বসমূহে ব্যাপ্ত রথসকলকে অল্পকালের মধ্যেই বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। ৪০

চক্রাগ্নির ভয়ে পীড়িত নিজ সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি বিশাল রথসমূহের দ্বারা সেই দুই বীরকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের

দ্বাদশাক্ষৌহিণীর্হত্বা প্রভিন্ন ইব কেশরী
বলা সৌনন্দমুৎসৃজ্য গদয়া মামত ভ্রুবং ॥ ৪৩
যস্ত্রপাতনিভং বেগং পাণ্ডিত্যা মমোপরি
চুক্ষুঃ প্রহর্তুকামো মাং বৈশাখেনাস্থিতো মহীম ॥ ৪৪
বৈশাখং স্থানমাস্থায় গুহঃ ক্রৌঞ্চং যথা পুরা
তথা মাং দীর্ঘনেত্রাভ্যামীক্ষতে নির্দহন্নিব ॥ ৪৫
তাদৃগ্রূপং সমালোক্য বলদেবং নবাস্থিতে ।
জীবিতার্থী ন লোকেঽস্মিন কঃ পুমান স্থাতুমর্হতি ॥ ৪৬
গৃহীত্বা স গদাং ভীমাং কালদণ্ডমিবোদ্যতম
কালাঙ্গুলেন নির্ধূতঃ স্থিত এবাগ্রতো মম ॥ ৪৭
ততো জলদগম্ভীরস্বরেণাপূরয়ন্নভঃ ।
বাগুবাচাশরীরেণ স্বয়ং লোকপিতামহঃ ॥ ৪৮
প্রহর্তব্যো ন রাজাসমবধ্যোঽয়ং তবানঘ
করিষ্যতেঽস্য বধোঽন্যস্মাদ্ বিহতস্য বলানুজে ॥ ৪৯

শুত্বাহং তেন বাক্যেন চিন্তাবিষ্টো নিবর্তিতঃ ।
সর্বপ্রাণহরঃ ঘোরঃ স্তম্ভনো স্বয়মৌরিতম ॥ ৫০
তেনাহং বঃ প্রবক্ষ্যামি নৃপাণাং হিতকাম্যয়া
শ্রুত্বা ত্বমেব রাজেন্দ্র কর্তুমর্হসি তদ্বচঃ ॥ ৫১
তপসোগ্রেণ মহতা পুত্রার্থী তোষ্য শঙ্করম্ ।
প্রাপ্তবান্ দেবদেবং স্থানবরাং নাপুরৈর্জনৈঃ ॥ ৫২
মহামুনিশ্চায়েঽচূর্ণ-শু-
ভ্রূপস্থিতো দ্বাদশবার্ষিকং ব্রতম ।
যৈঃ সংস্তুতপাদপঙ্কজঃ
স লব্ধবানীপ্সিতকামসম্পদম ॥ ৫৩
তপোবলদ্যোগযুনির্মহাত্মনো
বরপ্রভাবাচ্ছকলেন্দুমৌলিনঃ
ভবস্তুনাসাদ্য জনার্দনো হিমঃ
বিলীয়তে ভাস্করবস্মিনা যথা ॥ ৫৪

বলবান্ ভ্রাতা বীরবর বলরাম হস্তে গদা ও হল ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

তিনি আষাঢ়মাসের মিংহবৃষ কুপিত হইয়া আমার বার অক্ষৌহিণী সৈন্যকে সংহার করত হল ও মুসল পরিত্যাগ পূর্বক গদা লইয়াই আমার উপর আঘাত করিলেন ॥ ৪৩

বজ্রপাতের ন্যায় বেগে আমার উপর পতনের চেষ্টায় করিয়া তিনি পুনরায় আমার উপর আঘাত করিবার ইচ্ছায় বৈশাখী (শক্তি) লইয়া ভূতলে অবস্থান করিলেন ॥৪৪

যেরূপ পূর্বকালে কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি আমার মর্মস্থান লক্ষ্য রাখিয়া শক্তি নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছায় নিজের দুই দীর্ঘ নয়নের দ্বারা আমার দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪৫

বলরামের এতাদৃশ রূপ দেখিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক এই মনুষ্যলোকে কোন্ মানুষ তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে ? ৪৬

তারপর কালদণ্ডতুল্য উত্তোলিত ভয়ানক গদা হস্তে লইয়া তিনি আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই গদা যেন তখন কালাঙ্গুলের দ্বারা (কালাঙ্গুলের সদৃশ) ঘুরিতেছিল ॥৪৭

এই সময়ে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে আকাশকে পূর্ণ করিতে করিতে অদৃশ্যভাবে বলিলেন,—অনঘ বলরাম। এই রাজার উপর প্রহার করা উচিত নয়, এই রাজা তোমার দ্বারা বধ্য নহে। ইহার মৃত্যু অন্যের দ্বারা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, হলধারী বলরাম ! অতএব তুমি ইহার হইতে বিরত হও ॥ ৪৮-৪৯

ইহা শ্রবণ করত সেই আকাশবাণীর জন্য আমি চিন্তাবিষ্ট হইলাম এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম ; কারণ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা এরূপ ভয়ঙ্কর বাক্য বলিয়াছিলেন, যাহা তখন আমার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তি হরণ করিয়া লইয়াছিল ॥৫০

রাজেন্দ্র ! সেইজন্য আমি তোমাকে সমস্ত নরপতিগণের হিতকামনায় কিছু কথা বলিব, তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি আমার সেই কথা অবশ্য পালন করিও ॥ ৫১

যাঁহার চরণ-কমলের স্তুতি দেবতা ও অসুরগণও করেন, সেই মহামুনি গার্গ্য পূর্বে বার বৎসর যাবৎ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিবার পর দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ব্রত করত তপস্যা করিয়াছিলেন। পুত্র কামনা করিয়া মুনি সেই উগ্র ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করত, তাঁহার নিকট হইতে নিজের অভীষ্ট কামনাপূর্তিরূপে দেবরাজতুল্য পুত্র তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তুমি মথুরার উৎপন্ন যদুকুলের পক্ষে অবধ্য ॥ ৫২-৫৩

মহামুনি গার্গ্যের তপোবল ও চন্দ্রাভিষেকের ভগবান্ শঙ্করের বরদানে তোমার জন্ম হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া সেইভাবে নষ্ট হইয়া যাইবেন, যেরূপ সূর্য-কিরণে হিম গলিয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫৪

যতস্ব রাজ্ঞাং বচনপ্রচোদিতো
ব্রজস্ব যাত্রাং বিজয়ায় কেশবম
প্রবিশ্য রাষ্ট্রং মথুরাঞ্চ সেনয়া
নিহত্য কৃষ্ণং প্রথয়ন্ স্বকং যশঃ
মাথুরো বাসুদেবোঽয়ং বলদেবঃ সবান্ধবঃ
তৌ বিজেষ্যসি সংগ্রামে গত্বা তাং মথুরাং পুরীম্ ॥৩৬

রাজন্! তুমি রাজাদের বাক্যে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা কর এবং মথুরা আক্রমণের জন্য যাত্রা কর। নিজের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা মথুরার রাজা ও নগরে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিয়া স্বীয় যশ বিস্তার কর ॥ ৩৫

বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মাথুরই (মথুরাদেশজাত তুমি মথুরাপুরী আক্রমণ করত, সেই দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৬

শাল্ব উবাচ।
ইত্যেবং নরপতিভাস্করপ্রদীপ্তঃ
বাক্যং তে কথিতমিদং হিতং নৃপাণাম্
তৎসর্ব্বং সহ সচিবৈর্বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা
যদ্যুক্তং কুরু মনুজেন্দ্র চাত্মনিষ্ঠম্ ॥৩৭
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
শাল্ববাক্যে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

শাল্ব বলিলেন, নরেন্দ্র! রাজাদের মধ্যে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী জরাসন্ধ এইভাবে সমস্ত নরপতিগণের পক্ষে হিতকারক যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনাকে বলিয়া শুনাইলাম। অতঃপর আপনি নিজের মন্ত্রিগণের সহিত এই সমস্ত বাক্যের উপর বুদ্ধিপূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া যাহা নিজের পক্ষে লাভদায়ক ও উচিত বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই সম্পাদন করুন ॥ ৩৭

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শাল্বের বাক্যবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজামনুরোধং স্বীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণং জেতুং কালযবনস্য মথুরাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং কথয়মানং তং শাল্বরাজং নৃপাজ্ঞয়া
উবাচ পরমপ্রীতো যবনাধিপতির্নৃপঃ ॥ ১
কালযবন উবাচ।
ধন্যোঽস্মানুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম
কৃষ্ণনিগ্রহহেতোর্যন্নিযুক্তো বহুভির্নৃপৈঃ ॥ ২
ত্রৈলোক্যেষু সুরাসুরগণৈরপি
তস্য নিগ্রহহেতোর্মামবধার্য্য ত্বরান্বিতম্ ॥ ৩
প্রহৃষ্টৈ রাজসিংহৈস্তৈরবধার্য্যো জয়ো মম
তেষাং বাচাশুবর্ষেণ বিজয়ো মে ভবিষ্যতি ॥ ৪
করিষ্যে বচনং তেষাং নৃপসত্তমচোদিতম্
পরাজয়োঽপি রাজেন্দ্র জয়েন সদৃশো মম ॥ ৫
অদ্যৈব তিথিনক্ষত্রং মুহূর্ত্তং করণং শুভম্
যাস্যামি মথুরাং রাজন্ বিজেতুং কেশবং রণে ॥ ৬

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজাদের অনুরোধ স্বীকার করত শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য কালযবনের মথুরা গমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নরপতিগণের আজ্ঞানুসারে যখন শাল্বরাজ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিলেন, তখন যবনাধিপতি রাজা কালযবন অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

কালযবন বলিলেন,—বহু নরপতি মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিবার জন্য যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি এবং আমার জীবনও সফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২

যিনি ত্রিভুবনে দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও দুর্জ্জয়, তাঁহাকে নিগ্রহ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইবার নিশ্চয় করা হইয়াছে এবং বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদও আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। অতএব হৃষ্টচিত্তে সেই সব রাজশ্রেষ্ঠগণ যদি আমার বিজয়ের নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্যরূপী অমৃতবর্ষণে আমার জয় অবশ্যই হইবে ॥ ৩-৪

রাজেন্দ্র! আমি নৃপশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধের বাক্যানুসারে সেই রাজাদের কথা অবশ্যই পালন করিব। এই যুদ্ধে যদি আমার পরাজয়ও হয়, তবে তাহাও আমার পক্ষে জয়েরই সমান হইবে ॥ ৫

রাজন্! আমি আজকেই তিথি, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও করণকে

বৈশম্পায়ন উবাচ
এবমাভাষ্য রাজানং সৌভস্থ পতিমুজ্জিতম্
সংকৃতা চ যথান্যায়ং মহার্হমণিভূষণৈঃ ॥ ৭
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং সিদ্ধদেশায় বৈ নৃপঃ।
পুরোহিতায় রাজেন্দ্র প্রদদৌ বহুশো ধনম্ ॥ ৮
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ রাজা কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ

তত্ত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য আজই মথুরা অভিমুখে যাত্রা করিব। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। সৌভবিমানের অধিপতি বলবান্ রাজা শাল্বকে এই কথা বলিয়া কালযবন বহুমূল্য মণিময় আভরণসমূহের দ্বারা তাঁহার যথোচিত সংকার করিলেন। তাহার পর সেই রাজা কালযবন সিদ্ধিসূচক আশীর্বাদ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিলেন এবং নিজের

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কালযবনের

প্রস্থানং কৃতবান্ সমাগ জেতুকামো জনার্দ্দনম্ ॥ ৯
শাল্বোঽপি ভরতশ্রেষ্ঠ কৃতার্থো হৃষ্টমানসঃ
যবনেন্দ্রং পরিষ্বজ্য জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
কালযবনবাক্যো চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পুরোহিতকে বহু প্রকার ধন অর্পণ করিলেন ।৭-৮

তদনন্তর বিধিপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতিদান করিয়া যাত্রাকালীন মঙ্গলাচার সম্পন্ন করিবার পর রাজা কালযবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিবার জন্য সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন ।৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অন্যদিকে রাজা শাল্বও কৃতার্থ এবং হৃষ্টচিত্ত হইয়া যবনরাজ কালযবনকে আলিঙ্গন করত নিজ নগরে চলিয়া যাইলেন । ১০

বাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য নিবাসযোগ্যাং ভূমিং দ্রষ্টুং গরুড়স্য গমনম্, মথুরায়াং রাজেন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাগতসৎকারঃ, শ্রীকৃষ্ণেন রাজ্ঞ উগ্রসেনস্য মথুরাবাসিনাঞ্চ সমাদরঃ, গরুড়স্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, কুশস্থলীবিষয়ে নিবেদনঞ্চ ।

জনমেজয় উবাচ ।
বিদর্ভনগরাদ্ যাতে শক্রতুল্যপরাক্রমে ।
কিমর্থং গরুড়ো নীতঃ কিঞ্চ কর্ম্ম চকার সঃ ॥ ১
ন চারুরোহ ভগবান্ বৈনতেয়ং মহাবলম্
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্ ব্রূহি তত্ত্বং মহামুনে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ
শৃণু রাজন্ সুপর্ণেন কৃতং কর্ম্মাতিমানুষম্

বিদর্ভনগরীং গত্বা বৈনতেয়ো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩
অসম্প্রাপ্তে চ নগরীং মথুরাং মধুসূদনে
মনসা চিন্তয়ামাস বৈনতেয়ো মহাদ্যুতিঃ ॥৪
যত্তক্তং দেবদেবেন নৃপাণামগ্রতঃ প্রভো
যাস্যামি মথুরাং রম্যাং ভোজরাজেন পালিতাম্ ॥ ৫
ইতি তদ্বচনস্যান্তে গমিষ্যেতি বিচিন্তয়ন্
কৃতাঞ্জলিপুটঃ শ্রীমান্ প্রণিপত্যাব্রবীদিদম্ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্। মহাতেজস্বী বিনতানন্দন গরুড় বিদর্ভনগরে যাইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, যাহা মানবীয় শক্তিতে হইতে পারে না । ৩

প্রভো! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভনগর হইতে যাইয়া পথেই ছিলেন, তখনও মথুরাপুরীতে উপস্থিত হন নাই। এই সময় মহাতেজস্বী গরুড় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—দেবাধিদেব শ্রীহরি সমস্ত রাজাদের সম্মুখে যে বলিয়াছিলেন 'আমি ভোজ-রাজ উগ্রসেনকর্ত্তৃক পালিতা রমণীয়া নগরী মথুরাতে গমন করিব।' তখন আমি তাঁহার এই কথার শেষে আমিও 'গমন করিব' এই কথা বলিয়া আমি গমন করিতে স্বীকার করিয়া-ছিলাম। ইহা চিন্তা করিতে করিতে গরুড় এক কার্য্যের বিষয় বুঝিতে পারিলেন এবং তেজস্বী পক্ষিরাজ গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত এইরূপ বলিলেন । ৪-৬

গরুড় উবাচ

দেব যাস্যামি নগরীং রৈবতস্য কুশস্থলীম্
রৈবতঞ্চ গিরিং রম্যং নন্দনপ্রতিমং বনম্ ॥ ৭
কক্ষিণোত্থ সিতাং রম্যাং শৈলোপবিতটাশ্রয়াম্
দ্রুমগুল্মলতা কীর্ণাং পুষ্পরেণুবিচুম্বিতাম্ ॥ ৮
গজেন্দ্রভুজগাকীর্ণামুক্ষবানরসেবিতাম্
বরাহমহিষাক্রান্তাং মৃগযূথৈরনেকশঃ ॥ ৯
তাং সমস্তাৎ সমালোক্য বাসার্থং তে ক্ষমাং
যদি স্যাদ্ভবতো রম্যা প্রশস্তা নগরীতি চ
কণ্টকোদ্ধরণং কৃত্বা আগমিষ্যে তবান্তিকম

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং বিজ্ঞাপ্য দেবেশং প্রণিপত্য জনার্দ্দনম্ ॥ ১১
ছগাম পতগেন্দ্রোঽপি পশ্চিমাভিমুখো বলী।
কৃষ্ণোঽপি যদুভিঃ সার্দ্ধং বিবেশ মথুরাং পুরীম্ ॥ ১২
স্বৈরিণ্য উগ্রসেনশ্চ নাগরাশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
প্রত্যুদ্গম্যার্চ্চয়ন্ কৃষ্ণং প্রহৃষ্টজনসঙ্কুলম্ ॥ ১৩

জনমেজয় উবাচ

শ্রুত্বাভিষিক্তং রাজেন্দ্রং বহুভির্নৃপসত্তমৈঃ।
কিং চকার মহাবাহুরুগ্রসেনো মহীপতিঃ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বাভিষিক্তং রাজেন্দ্রং বহুভিঃ পার্থিবোত্তমৈঃ
ইন্দ্রেণ কৃতসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতম্ ॥ ১৫
একৈকং নৃপতের্ভাগং শতমাত্রসম্মিতম্।
রাজেন্দ্রে স্বর্ণদং দত্তং মানবেষু চ বৈ দশ ॥ ১৬
যে তত্র সমনুপ্রাপ্তা ন বিক্লান্তে গৃহং গতাঃ
সর্ব্বে যাদবরূপেণ প্রদদৌ হরিচিন্তিতম্ ॥ ১৭
এবং নিধিপতিঃ শ্রীমান্ দৈবতেয়ানুমোদিতঃ।
ইতি শ্রুত্বাত্মিকজনাল্লোকপ্রাবৃত্তিকাদ্বয়াৎ ॥ ১৮
চকার মহতীং পূজাং দেবতায়তনেষপি
বসুদেবস্য ভবনে তোরণোভয়পার্শ্বতঃ ॥ ১৯

গণ ও মথুরার নাগরিকগণ সকলে অগ্রসর হইয়া হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা করিলেন। ১২-১৩

জনমেজয় বলিলেন,—বহু নৃপতিগণ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাবাহু রাজা উগ্রসেন কি করিলেন? ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বহু শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে রাজেন্দ্রপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ইন্দ্রের অভিপ্রায় নিবেদন করিবার জন্য চিত্রাঙ্গদ দূত হইয়া আসিয়াছিলেন। এক এক রাজাকে এক এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার রূপে প্রদান করা হইয়াছে। যিনি রাজেন্দ্র ছিলেন, তাঁহাকে এক অর্ব্বুদ (দশ কোটি) মুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ মনুষ্যগণকেও দশ টাকার মুদ্রা প্রদান করা হইয়াছে। যাঁহারা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যুহস্তে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই। শ্রীমান্ নিধিপতি শঙ্খই ধনেশরূপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ধনদান করিতেছিলেন এবং সমস্ত দেবতাগণ ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৫-১৭

এই সমাচার আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া এবং লোকবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিতকারী গুপ্তচরের মুখ হইতে জানিয়া দেবমন্দিরসমূহে বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করাইলেন। ১৮

বসুদেবের ভবনের দুই পার্শ্বে তোরণ স্থাপন করাইলেন এবং

নটানাং নৃত্তগেয়ানি বন্দিনাং চ সমন্ততঃ
পতাকাস্রজমালাভ্যাং কারয়ামাস বৈ নৃপঃ ॥ ১৯
কংসরাজস্য চ সভাং বিচিত্রাস্তরসংযুতাম্ ।
পতাকা বিবিধাকারা দ পয়ামাস ভোজরাট্ ॥ ২১
তোরণং গোপুরং চৈব সুধাপঙ্কানুলেপনম্ ।
কারয়ামাস রাজেন্দ্রো রাজেন্দ্রস্যাসনালয়ম্ ॥ ২২
নটানাং নৃত্তগেয়ানি বাদ্যানি চ সমন্ততঃ ।
পতাকা বনমালাভ্যাং পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৩
রাজমার্গেষু রাজেন্দ্র চন্দনোদকসেচিতম্ ।
বস্ত্রাভরণকং রাজা দাপয়ামাস ভূতলে ॥ ২৪
ধূপং পার্শ্বাভয়ে চৈব চন্দনাগুরুগুগ্গুলৈঃ
গুড়ং সর্জ্জরসঞ্চৈব রঞ্জনানং ততস্ততঃ ॥ ২৫
বৃদ্ধস্ত্রীজনসঙ্ঘৈশ্চ গায়দ্ভিঃ স্তুতিমঙ্গলম্
অর্ঘ্যং কৃত্বা প্রতীক্ষন্তে দ্বেষু স্থানেষু যোষিতঃ ॥ ২৬

এবং কৃত্বা পুরানন্দমুগ্রসেনো নরাধিপঃ
বসুদেবসুতং গত্বা প্রিয়াখ্যানং নিবেদ্য চ ॥ ২৭
রামেণ সহ সম্মন্ত্র্য নির্গতো রথমন্তিকম্ ।
তস্মিন্নেবান্তরে রাজন্দুন্দুভেরনিরুস্বনঃ ॥ ২৮
পাঞ্চজন্যস্য নিনদং শ্রুত্বা মধুপুরে নিনঃ
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ সূতা মাগধবন্দিনঃ ॥ ২৯
বিনির্যুর্নগরাদেনা রামঃ কৃত্বাগ্রতো নৃপ
অর্ঘ্যং পাদ্যং পুরস্কৃত্য উগ্রসেনেন ধীমতা ॥ ৩০
দৃষ্টিপথানমাসাদ্য উগ্রসেনো মহীপতিঃ
অবতীর্য্য রথ চ্ছত্রাৎ পাদমার্গেণ চাগ্রতঃ ॥ ৩১
দৃষ্ট্বাসীনং রথে রমো দিব্যরত্নবিভূষিতম্ ।
আজেয়াভরণং চৈব দিব্যরত্নপ্রভাভূষম্ ॥ ৩২
বনমালোরসং দিব্যং তপস্তমিব ভাস্করম্
চামরং ব্যজনং ছত্রং স্বর্গেন্দ্রসদৃশমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৩৩

ঊর্ধ্বদিকে নর্ত্তকগণের নৃত্য-গান হইতে লাগিল ও বাদ্যসমূহ বাজিতে লাগিল ॥ ১৯॥

রাজা উগ্রসেন কংসরাজের সভাকে বিচিত্র বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত এবং ধ্বজ-পতাকা ও মালাসমূহে অলঙ্কৃত করাইলেন ॥ ২০॥

ভোজরাজ উগ্রসেন সর্ব্বদিকে নানাবিধ পতাকাসমূহ উত্তোলিত করিলেন এবং প্রত্যেক তোরণ ও গোপুরকে সুধা লেপন (চুনকাম) করাইলেন। এইরূপ রাজেন্দ্র উগ্রসেন রাজেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য সিংহাসন ও ভবন নির্মাণ করাইলেন ॥ ২১-২২

রাজেন্দ্র ! নগরের চারিদিকে নর্ত্তকগণের নৃত্য-গীত হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। রাজপথসমূহ চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত করা হইল এবং জলপূর্ণ কলসসকল স্থাপন করা হইল। এই সব কলসকে পতাকা ও বনমালাসমূহে অলঙ্কৃত করা হইল ॥ ২৩॥

রাজা উগ্রসেন ভূতলে পাতনরূপে বস্ত্র বিছাইয়া দিলেন এবং সেখানে পুষ্পসমূহের বহু মালা স্থাপিত করিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্বে চন্দন, অগুরু ও গুগ্গুলের ধূপ জ্বালাইয়া দিলেন। স্থানে স্থানে রাল (ধুনা) ও গুড় জ্বালাইয়া দেওয়া হইল ॥ ২৪-২৫

বৃদ্ধা স্ত্রীগণ স্থানে স্থানে অবস্থান করত স্তুতি ও মঙ্গলগান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত যুবতীরাও নিজ নিজ গৃহে অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এইভাবে রাজা উগ্রসেন নগরে এই আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়া বসুদেবের গৃহে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ও আগমনের প্রিয় সংবাদ নিবেদন করত বলরামের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রথের নিকট আসিলেন ॥ ২৭॥

রাজন্ ! নরেশ্বর ! ইহার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি শুনা গেল। পাঞ্চজন্য-শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মধুপুরবাসী স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, সূত, মাগধ, বন্দীরা বলরামকে অগ্রে করত বিশাল সৈন্যের সহিত অর্ঘ্য-পাদ্যাদি লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত বুদ্ধিমান্ রাজা উগ্রসেনও ছিলেন ॥ ২৮-৩০

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপথে আসিয়া রাজা উগ্রসেন উজ্জ্বল রথ হইতে নামিলেন এবং পদব্রজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৩১

তিনি দেখিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া এক রমণীয় রথে বিরাজমান আছেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গের আভরণ দিব্য রত্নসমূহের প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে। এই দিব্য রূপধারী শ্রীহরি তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতে ছিলেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে চামর ও ব্যজন আন্দোলিত হইতেছিল, মস্তকে ছত্র ধৃত ছিল এবং তাঁহার রথের উপর ইন্দ্রধ্বজ উড্ডিতেছিল। তিনি সমস্ত রাজোচিত লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন এবং নিকটে স্থিত সূর্য্যকুলা দিবা জ্যোতিতে

রাজলক্ষণসম্পূর্ণমাসন্নাকমিবোজ্জ্বলম্
শ্রিয়াভিভূতং দেবেশং দৃষ্টিরীক্ষ্যতরং হরিম্ ॥ ৩৪
পৃষ্টা স রাজা রাজেন্দ্র হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
বভাষে পুণ্ডরীকাক্ষং রামং বলনিষূদনম্ ॥ ৩৫
রথেন ন ময়া গন্তব্যং যুক্তপূর্বেতি চিন্তয়া বৈ
অবতীর্ণো মহাভাগ গচ্ছ ত্বং স্যন্দনেন চ ॥ ৩৬
বিষ্ণুনা ছদ্মরূপেণ পূর্বমেবাং মধুরাং পুরীম্
অনুপ্রকাশিতাস্থানং দেবেন্দ্রত্বং নৃপার্ণবে ॥ ৩৭
তমহং স্তোতুমিচ্ছামি সর্বভাবেন কেশবম্
প্রত্যুবাচ মহাতেজা রাজানং কৃষ্ণপূর্বজঃ ॥ ৩৮
ন যুক্তং নৃপতে স্তোতুং ব্রজন্তং দেবসত্তমম্।
বিনা স্তোত্রেণ সন্তুষ্টস্তব রাজন্ জনার্দনঃ ॥ ৩৯
তুষ্টস্য স্তুতিনা কিং তে দর্শনেন তব স্তুতিঃ।
রাজেন্দ্রত্বমনুপ্রাপ্য আগতস্তব বেশ্মনি ॥ ৪০
ন ত্বয়া স্তুতবান্ রাজন্ দিব্যৈঃ স্তোত্রৈরমানুষৈঃ।

এবমাক্রূরমাণৌ তৌ সম্প্রাপ্তৌ কেশবান্তিকম্ ॥ ৪১
অর্ঘ্যোদ্যতভুজং দৃষ্ট্বা স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠ উগ্রসেনং নরাধিপম্ ॥ ৪২
যস্ময়া চাভিষিক্তস্ত্বং মথুরেশো ভবিষ্যতি
ন যুক্তমন্যথা কর্তুং মথুরাধিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪৩
অর্ঘ্যমাচমনীয়ঞ্চ পাদ্যং চাস্মৈ নিবেদিতম্।
ন দাতুমর্হসে রাজংস্তেন মে মনসঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪৪
তবাভিপ্রায়ং বিজ্ঞায় ব্রবীমি নৃপতে বচঃ।
ত্বমেব মাথুরো রাজা নান্যথা কর্তুমর্হসি ॥ ৪৫
স্থানভাগঞ্চ নৃপতে দাস্যামি তব দক্ষিণম্।
যথা নৃপাণাং সর্বেষাং তথা তে স্থাপিতোঽগ্রতঃ ॥ ৪৬
শতসাহস্রিকো ভাগো বস্ত্রাভরণবর্জিতঃ।
আরুহ্য রথং শুভ্রং চামীকরবিভূষিতম্ ॥ ৪৭
চামরং ব্যজনং ছত্রং ধ্বজঞ্চ মনুজেশ্বর।
দিব্যাভরণসংযুক্তং মুকুটং ভাস্করপ্রভম্ ॥ ৪৮

জ্ঞানলাভ করিলেন। অদ্ভুত শোভার পরিব্যাপ্ত এই দেবেশের শ্রীহরির দিকে তখন দৃষ্টিপাতকরাই কঠিন হইয়া পড়িল ॥ ৩২-৩৪

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে দেখিয়া রাজা উগ্রসেন সঙ্কর্ষণসহকৃত কংসনিসূদন বলরামকে হর্ষ গদ্গদবাক্যে বলিলেন ॥ ৩৫

"মহাভাগ! আমি পূর্ব হইতেই যুক্তিসহকারে এই চিন্তা করিয়াছি যে, রথে বসিয়া আমার ভগবানের নিকট যাওয়া উচিত নয়; অতএব তুমি রথে করিয়া চল।" এই কথা বলিয়া তিনি রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন ॥ ৩৬

নামিয়া পুনরায় বলিলেন—ভগবান্ বিষ্ণু ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া এই মথুরাপুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনিই রাজগণের সমূহে গমন করিয়া স্বীয় দেবেন্দ্র-রূপ প্রকাশিত করিয়াছেন; অতএব আমি ভগবান্ কেশবকে সর্বভাবে স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ৩৭

তখন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাতেজস্বী বলরাম রাজা উগ্রসেনকে এইভাবে উত্তর দিলেন—নৃপতে! এখানে আগমনকারী দেবপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করা আপনার উচিত নয়। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ত' বিনা স্তুতিতেই আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন। যখন সে সন্তুষ্ট আছে, তখন তাহাকে স্তুতি করিবার আপনার প্রয়োজন কি? আপনার দর্শনমাত্রেই তাহার স্তুতি হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৮-৩৯

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ রাজেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার গৃহে আসিতেছে; সেইজন্য আপনি অমানুষিক দিব্য স্তুতিসমূহের দ্বারা [তাহার স্তুতি করুন—ইহা আপনার পক্ষে উচিত হইবে না ॥৪০]

এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে ইঁহারা উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা উগ্রসেনকে হস্তে অর্ঘ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজের উত্তম রথকে থামাইয়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪১-৪২

মথুরাপতে! আমি এইজন্য আপনাকে মথুরার অভিষিক্ত করিয়াছিলাম যে, আপনি মথুরারাজ্যের অধিপতি হইবেন। তাহাকে আপনি যদি অন্যথা করেন—ইহা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৪৩

রাজন্! আমি আপনাকে অর্ঘ, পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে সেই বস্তু দান করুন, ইহা আমার মনের প্রিয় নহে ॥ ৪৪

নৃপতে! আপনি আপনার মনোভাব জানিয়া বলিতেছি। আপনি মথুরার রাজা আছেন এবং থাকিবেন, অতএব আপনি ইহাকে অন্যথা করিতে পারেন না ॥ ৪৫

নরনাথ! আমি আপনাকে পুরস্কাররূপে নিয়ত ধনভাগ অর্পিত করিব, যেরূপ অন্য সব রাজাদিগকে প্রদান করিয়াছি, সেইরূপ আপনার জন্যও সম্মুখে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৪৬

বস্ত্র ও আভরণ ত্যাগ করিয়া কেবল এক লক্ষ স্বর্ণ (মোহর) আপনার ভাগে অর্পিত করিয়াছি, এখন আপনি এই স্বর্ণভূষিত শুভ্র রথে আরোহণ করুন ॥ ৪৭

ধারয়স্ব মহাভাগ পালয়স্ব পুরীমিমাম্ ।
পুত্রপৌত্রৈঃ প্রমুদিতো মথুরাং পরিপালয় ॥ ৪৯
জিঘাংসিতগণসঙ্ঘাংশ্চ ভোজবংশং বিবর্দ্ধয় ।
দেবদেবাত্মনস্তায় শৌরিণে বজ্রপাণিনা ॥ ৫০
প্রেষিতং দেবরাজেন দিব্যাভরণমম্বরম্
মাথুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং ভাগা দীনারকা দশ ॥ ৫১
সূত-মাগধ-বন্দীনামেকৈকস্য সহস্রকম্ ।
বৃদ্ধ-স্ত্রীজনসঙ্ঘানাং গণিকানাং শতং শতম্ ॥ ৫২
নৃপেণ সহ তিষ্ঠন্তি বিকল্পপ্রমুখাশ্চ যে ।
দশসাধস্রিকো ভাগস্তেষাং ধাত্রা প্রকল্পিতঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং সম্পূজ্য রাজানং মাথুরাণাং চমূমুখে ।
কৃত্বা সুমহদানন্দাং মথুরাং মধুসূদনঃ ॥ ৫৪
দিব্যাভরণমাল্যৈশ্চ দিব্যাম্বরবিলেপনৈঃ ।
দীপ্যমানাঃ সমস্তাচ্চ দেবা ইব ত্রিবিষ্টপে ॥ ৫৫
ভেরী-পটহনাদেন শঙ্খ-দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ
হ্রেষিতেন চ নাগানাং হয়ানাং ক্ষেলিতেন চ ॥ ৫৬
সিংহনাদেন শূরাণাং রথনেমিস্বনেন চ ।
তুমুলঃ সুমহানাসীন্মেঘনাদ ইবাম্বরে ॥ ৫৭
বন্দিভিঃ স্তূয়মানশ্চ নমস্চক্রুরপি প্রজাঃ
দত্ত্বা দানমনন্তঞ্চ ন যযৌ বিস্ময়ং হরিঃ ॥ ৫৮
স্বভাবোন্নতভাবত্বাদ্ধৃষ্টপূর্ব্বাস্ততোঽধিকম্
অনহঙ্কারভাবাচ্চ বিস্ময়ং ন জগাম হ ॥ ৫৯
দীপ্যমানং স্বপুষা আয়ান্তং ভাস্করপ্রভম্ ।
দৃষ্ট্বা মথুরবাসিন্যো নমস্চক্রুঃ পদে পদে ॥ ৬০
এষ নারায়ণঃ শ্রীমান্ ক্ষীরার্ণবনিকেতনঃ ।
নাগপর্য্যঙ্কমুৎসৃজ্য প্রাপ্তোঽয়ং মথুরাং পুরীম্ ॥ ৬১
বদ্ধ্বা বলিং মহাবীর্য্যং দুর্জ্জয়ং ত্রিদশৈরপি ।
শক্রায় প্রদদৌ রাজ্যং ত্রৈলোক্যং বজ্রপাণয়ে ॥ ৬২

মহাভাগ ! মধুভেদন ! চামর, বাজন, ছত্র, ধ্বজ ও দিব্য আভরণসহ সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান মুকুট ধারণ করুন এবং এই মথুরাপুরী পালন করুন ॥ ৪৮॥

আপনি পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত আনন্দিত হইয়া মথুরাপুরী পালন করুন এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া ভোজবংশকে বর্দ্ধিত করুন ॥ ৪৯॥

বজ্রধারী ইন্দ্র শূরসেন-কুলে উৎপন্ন, দেবগণেরও দেবতা, সকলের অধিকারণ, দেবরাজ বলরামের জন্য দিব্য বস্ত্র ও আভরণ প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৫০॥

মথুরার সকল নাগরিকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দশ দশ দীনার (এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাকে এক দীনার বলে। দশ দীনার অর্থাৎ দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।) স্বর্গের ভাগ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সূত, মাগধ ও বন্দীজনগণের মধ্যে প্রত্যেককে এক এক হাজার দীনার দেওয়া হইবে। বিকল্প প্রভৃতি যে সব প্রধান যাদবগণ রাজা উগ্রসেনের সহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ইন্দ্র দশ দশ হাজার দীনার দান করিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ॥৫১-৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এরূপ মথুরাবাসীদিগের সৈন্যগণের সম্মুখে রাজা উগ্রসেনকে সম্মান করত ভগবান্ মধুসূদন সম্পূর্ণ মথুরাপুরীকে মহানন্দে পরিপূর্ণ করিতে করিতে উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৪

যেরূপ স্বর্গে দেবগণ শোভা পান, সেইরূপ মথুরায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সেস্থানের নাগরিকবৃন্দ দিব্য আভরণ, দিব্য পুষ্পমালা এবং দিব্য বস্ত্র ও চন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া সর্ব্বদিকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

ভেরী, পটহ, শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যসমূহের ধ্বনির সহিত হস্তিগণের বৃংহণধ্বনি, অশ্বসকলের হ্রেষারব, শূরগণগণের সিংহনাদ ও রথচক্রসমূহের ঘর্ঘর ধ্বনিতে যে সম্মিলিত তুমুল শব্দ হইতেছিল, তাহা আকাশে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥৫৬-৫৭

বন্দী (যাহারা বন্দনাগান করে, তাহাদিগকে বন্দী বলা হয়।) জনগণ স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিলেন। এই সময় অনন্ত ধন দান করিয়াও শ্রীহরির কোনরূপ বিস্ময় বা গর্ব হয় নাই ॥৫৮

প্রথমতঃ স্বভাবতই তাঁহার উচ্চ ভাব ছিল, দ্বিতীয়তঃ তিনি পূর্বে ইহা হইতেও অধিক ধনদান দর্শন করিয়াছিলেন, তৃতীয়তঃ স্বাভাবিক ভাবেই অহঙ্কার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই ; সেইজন্য এই সময় তাঁহার বিস্ময় বা গর্ব উপস্থিত হয় নাই ॥ ৫৯

স্বীয় শরীরের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইতে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শুভাগমন করিতে দেখিয়া মথুরাবাসিনী স্ত্রীগণ সকলেই পদে পদে তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিলেন ॥৬০

(এই সময় মথুরাবাসীরা সকলে পরস্পর এই কথা বলিতেছিলেন) ইনিই ক্ষীরসমুদ্রে বাসকারী শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ। ইনি শেষনাগের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মথুরাপুরীতে আসিয়াছেন। ইনি মহাবীর্য্য দুর্জ্জয় বলিকে বন্ধন করিয়া ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন ॥৬১-৬২

হত্বা দৈত্যগণান্ সর্ব্বান্ কংসঞ্চ বলিনাং বরম্ ।
ভোজরাজ্যে মথুরায়াং দত্ত্বা কেশিনিসূদনঃ ॥ ৬৩
নাভিষিক্তঃ স্বয়ং রাজ্যে ন চাসীনো নৃপাসনে
রাজেন্দ্রত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য মধুরাম বিশন্তিতঃ ॥ ৬৪
এবমস্মাভিরুদ্ভূতং শ্রুত্বা পুরনিবাসিনাম্
বন্দি-মাগধ-সূতানামিদমূচুর্বচোদিথে : ॥ ৬৫
কিং বা শক্যমিহে বক্তুং গুণানাং তে গুণোদধে ।
মানুষেণৈকজিহ্বেন প্রভাবোৎসাহসম্ভবান্ ॥ ৬৬
স ত্বত্র ভোগী নাগেন্দ্রঃ কদাচিদ্বেদ বুদ্ধিমান্ ।
দ্বিসাহস্রেণ জিহ্বেন বাসুকিঃ কথয়িষ্যতি ॥ ৬৭
কিন্ত্বদ্ভুতমিদং লোকে মানবেন্দ্রেষু ভূতলে
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ শক্রাদাসননাগতম্ ॥ ৬৮
সভাবতরণং চৈব কলসৈরাগতং স্বনে ।
ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা তেন নস্তানহেহদ্ভুতম্ ॥ ৬৯

যিনি এই সমস্ত মেঘ-সন্ধ্যা ছাড়া করত মথুরাপুরীতে শুভাগমন করিয়াছেন ॥ ৬১

ইনিই দেবগণেরও দুর্জয় মহাপরাক্রমশালী রাজা বলিকে সন্তাপদান করত (পাতালবাসী করত) বজ্রধারী ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬২

এই কেশীহন্তা কেশব সমস্ত দৈত্যগণকে বধ করিয়া বলবান্-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কংসকে সংহার করত মথুরায় রাজা ভোজরাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। এই সময় রাজেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়া এই মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৬৩-৬৪

এইভাবে পারম্পরিক কথিত মথুরাবাসীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত, মাগধ ও বন্দীজনগণের প্রধান ব্যক্তিরা এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

গুণসাগর ! আমরা মনুষ্যজনোচিত একটি মাত্র জিহ্বার দ্বারা আপনার গুণসমূহের প্রভাব, উৎসাহ ও আবির্ভাব কিভাবে বলিতে সমর্থ হইব ? ৬৬

শেষ (পাতাললোকবাসী সর্পশরীরধারী নাগরাজ বুদ্ধিমান্ বাসুকী (শেষ) ইঁহার দুই হাজার জিহ্বার দ্বারা আপনার গুণ-প্রভাব কদাচিৎ বলিতে পারেন ॥ ৬৭

এই ভূতলে এ জগতে নরপতিগণের জন্য কখনও ইন্দ্রলোক হইতে সিংহ রথ আসিয়াছে, এই অদ্ভুত ঘটনা কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। (আপনি এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া দেখাইয়াছেন।) ॥৬৮

স্বর্গ হইতে সভাভবনের অবতরণ এবং আকাশে দিব্য কলস-সমূহের স্বয়ংই আগমনে ও কাহাকেও অভিষেক করা, ইহা কেহ শ্রবণ করে নাই এবং দর্শনও করে নাই। (কিন্তু ইহাও আপনার জন্য সংঘটিত হইয়াছে।) সেইজন্য আমরা এই ঘটনাকে অদ্ভুত বলিয়াই মনে করি ॥ ৬৯

রমণীগণশ্রেষ্ঠা মহাভাগা দেবকী দেবী ধন্যা, যিনি দেবশ্রেষ্ঠ কেশব আপনাকে গর্ভে ধারণ করিবার মহাসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এখন নিজের দুই স্নেহপূর্ণ নয়নে আপনার শ্যাম-সুন্দর কমলনয়ন শোভাধাম দেবপূজিত মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৭০-৭১

এইরূপ বাক্যজ্ঞাধী সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের পৃথক্ পৃথক্ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দুই ভ্রাতা বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে অগ্রে করিয়া নগরের প্রাচীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় বুদ্ধিমান্ রাজা উগ্রসেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথের অগ্রভাগে অবস্থান করত বলিলেন, পাদ্য (পাদ ধৌত করিবার জন্য সুবাসিত জল) আন, পাদ্য আন। তারপর স্বয়ংই পাদ্য, অর্ঘ্য (দূর্বা, তুলসী, অক্ষতাদি) ও আচমন (আচমনের জল) প্রদান করত তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৭২-৭৩

তাহার পর মস্তক অবনত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত পরাক্রমশালী সেই রাজা উগ্রসেন এক রথে আরোহণ করিয়া যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সুবর্ণময় জলবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪

রাজেন্দ্রত্বমনুপ্রাপ্য যুক্তং মে নৃপবেশ্মনি ॥ ৭৬
স্থাপিতুং দেবরাজেন দত্তং সিংহাসনং প্রভো।
নেষ্যামি মধুরেশস্য সভাং ভুজবলার্জিতাম্ ॥ ৭৭
প্রসাদয়িষ্যে ভগবন্ন কোপং কর্ত্তুমর্হসি
দেবকী বসুদেবশ্চ রোহিণী চ বিশাম্পতে ॥ ৭৮
ন কিঞ্চিৎকরণে শক্তা হর্ষক্লমবিমোহিতা।
কংসনাতা ততো রাজন্নর্চ্চয়ামাস কেশবম্ ॥ ৭৯
নানাদিগ্‌দেশজানীতং কংসেনোপার্জ্জিতং ধনম্
দেশকালং সমালোক্য পাদমূলে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮০
উগ্রসেনং সমাহূয় উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

ন চাহং মথুরাকাঙ্ক্ষী ন ময়া বিত্তকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৮১
ঘাতিতস্তব পুত্রোঽয়ং কালেন নিধনং গতঃ।
যজস্ব বিবিধান্ যজ্ঞান্ দদস্ব বিপুলং ধনম্ ॥ ৮২
জয়স্ব রিপুসৈন্যানি মম বাহুবলাশ্রয়াৎ।
ত্যজস্ব মনসস্তাপং কংসনাশোদ্ভবং ভয়ম্ ॥ ৮৩
নয়স্ব বিত্তনিচয়ং ময়া দত্তং পুনস্তব।
ইতি প্রাশ্বাস্য রাজানং কৃষ্ণস্তু বলিনা সহ ॥ ৮৪
প্রবিবেশ ততঃ শ্রীমান্ মাতাপিত্রোরথান্তিকম্।
আনন্দপরিপূর্ণাভ্যাং হৃদয়াভ্যাং মহাবলৌ ॥ ৮৫
পিতৃমাত্রোস্তু পাদান্ বৈ নমশ্চক্রতুরানতৌ।
তস্মিন্মুহূর্ত্তে নগরী মথুরা তু বভূব সা ॥ ৮৬
স্বর্গলোকং পরিত্যজ্যাবতীর্ণেবামরাবতী
বসুদেবস্য ভবনং সমীক্ষ্য পুরবাসিনঃ ॥ ৮৭
মনসা চিন্তয়ামাসুর্দেবলোকং ন ভূতলম্
বিসৃজ্য মথুরেশং তু মহিষীসহিতং তদা ॥ ৮৮
ভবনং বসুদেবস্য প্রবিশ্য বল-কেশবৌ।
ন্যস্তশস্ত্রাবুভৌ বীরৌ স্বগৃহে স্বৈরচারিণৌ ॥ ৮৯
ততঃ কৃতাহ্নিকৌ ভূত্বা সুখাসীনৌ কথান্তরে।

ধনসমূহ বর্ষণের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ বীর পিতৃভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে শ্রীমান্ মথুরাপতি উগ্রসেন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৭৫॥

প্রভো! আপনি রাজেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার ইহা উচিত, যে আপনি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত সিংহাসন এই রাজভবনে স্থাপিত করুন ॥ ৭৬॥

ভগবন্! আপনিই মথুরার পতি, আপনি এখানের রাজ-সভাকে বীর বাহুবলে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি আপনাকে সেই সভায় লইয়া যাইব এবং নিজের ব্যবহারে আপনাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিব। আপনি আমার উপর কোপ করিবেন না ॥ ৭৭॥

প্রজানাথ! দেবকী, বসুদেব ও রোহিণী—এই তিনজনে হর্ষের উদ্রেকে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন; অতএব ইঁহারা এই সময় কিছুই করিতে পারিলেন না ॥ ৭৮॥

রাজন্! তারপর কংসের মাতা পদ্মাবতী ভগবান্ কেশবের পূজা করিলেন এবং কংস বহু দেশ হইতে যে সব ধন জয় করিয়া আনিয়াছিল, সেই সব ধন দেশ-কাল বিচার করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে সমর্পণ করিয়া দিলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনকে আহ্বান করত মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭৯-৮০॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহারাজ! আমি মথুরার রাজা কামনা করি না। আমি ধনের অভিলাষে আপনার পুত্রকে বধ করি নাই। এই কাল কংসেরই দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮১॥

আপনি নানা প্রকার যজ্ঞ করুন, প্রচুর ধন দান করুন এবং আমার বাহুবলের আশ্রয় লইয়া শত্রুসৈন্যদিগকে জয় করুন ॥ ৮২॥

আপনি মানসিক সন্তাপ ত্যাগ করুন, কংসবধ-জনিত ভয় মন হইতে অপসারিত করুন এবং আমার প্রদত্ত এই ধনরাশিকে পুনরায় স্বভবনেই লইয়া যান ॥ ৮৩॥

এইভাবে রাজা উগ্রসেনকে আশ্বাস দান করত শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মাতাপিতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৮৪॥

সেখানে এই দুই মহাবল বীর আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বিনীত হইয়া মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৫॥

সেই মুহূর্ত্তে মথুরা নগরী এরূপ মনে হইতে লাগিল যে, যেন অমরাবতীপুরী স্বর্গলোক পরিত্যাগ করত ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ॥ ৮৬॥

বসুদেবের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুরবাসী সকলে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহা ভূলোক নহে, দেবলোক ॥ ৮৭॥

সেই সময় রাণী পদ্মাবতীসহ মথুরাপতি উগ্রসেনকে বিদায় দিয়া দুই বীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন

এতস্মিন্নেব কালে তু মহোৎপাতো বভূব হ ॥ ৯০
বজ্রমুক্ষ ঘনাকাশে চেলুশ্চ ভুবি পর্ব্বতাঃ।
সমুদ্রাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে বিভ্রান্তো ভোগিনাং বরঃ ॥ ৯১
কম্পিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ভগ্নাশ্চ পতিতা ভুবি।
তৌ তান্ নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা রাম-কৃষ্ণৌ তু নিশ্চলৌ ॥৯২
মহতা পক্ষবাতেন বিভ্রান্তৌ পতগোত্তমম্
দদর্শ সমনুপ্রাপ্তং দিবাস্রগ্গন্ধলেপনম্ ॥ ৯৩
প্রণম্য শিরসা তাভ্যাং সৌম্যরূপী কৃতাসনঃ।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং সচিবং সাম্পরায়িকম্ ॥ ৯৪
ধৃতিমন্তং গরুত্মন্তমুবাচ বলিসূদনঃ।
স্বাগতং খেচরশ্রেষ্ঠ সুরসেনারিমর্দ্দন ॥ ৯৫
বিনতাহ্লাদনানন্দ স্বাগতং কেশবপ্রিয়।
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণঃ স্মিতং দেবনিবাপরম্ ॥ ৯৬
তুল্যসামর্থ্যয়া বাচা আসীনং বিনতাসুতম্।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
যাস্যামঃ পতগশ্রেষ্ঠ ভোজস্যান্তঃপুরং মহৎ ॥ ৯৭
তত্র গত্বা সুখাসীনা মন্ত্রয়ামো মনোগতম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবিষ্টৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ বলদেব-জনার্দ্দনৌ ॥ ৯৮
বৈনতেয়তৃতীয়ৌ চ গুহ্যং মন্ত্রয়তঃ স্ম তৌ
অবধ্যোঽসৌ কৃতোঽস্মাকং সুমহচ্চ রিপোর্ব্বলম্ ॥৯৯
বৃতঃ সৈন্যেন মহতা মহদ্ভিশ্চ নরাধিপৈঃ।
বহুলানি চ সৈন্যানি হন্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ১০০
ন শক্ষ্যামঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং জরাসন্ধস্য বাহিনীম্।
অতোঽর্থং বৈনতেয় ত্বাং ব্রবীমি মথুরাং পুরীম্ ॥ ১০১
বসতোরাবয়োঃ শ্রেয়ো ন ভবেদিতি মে মতি।

গরুড় উবাচ।
দেবদেবং নমস্কৃত্য গতোঽহং ভবতোঽন্তিকাৎ ॥১০২
বাসার্থমীক্ষিতুং ভূমিং তব দেব কুশস্থলীম্

এবং অন্যসকল ঋষিরা গিয়া নিজ গৃহে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৮৮-৮৯

তদনন্তর নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যখন সুখে উপবেশন করত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সেস্থানে ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে লাগিল। ৯০

আকাশে ঘনমেঘ চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। পৃথিবীতে পর্ব্বতসকল বিচলিত হইল। সমস্ত সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষ নাগ বিভ্রান্ত হইলেন। সমস্ত যাদবগণ কম্পিত হইয়া অধোমুখে ভূতলে পতিত হইলেন। ৯১।

ইহাদের সকলকে পতিত দেখিয়াও বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হইলেন না। পক্ষবাতের দ্বারা উদ্বিগ্ন প্রচণ্ড বায়ুতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, পক্ষিগণশ্রেষ্ঠ গরুড় আসিতেছেন। ৯২।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই গরুড় তখন দিব্য পুষ্পহার ও দিব্য চন্দনে ভূষিত ছিলেন। তিনি মস্তক নত করিয়া সেই দুই ভ্রাতাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর সৌম্যরূপ ধারণ করত এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৯৩।

নিজের সমরসচিব ধৈর্য্যবান্ গরুড়কে উপস্থিত দেখিয়া বলিকে পরাভূতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ৯৪।

পক্ষিগণশ্রেষ্ঠ গরুড়। তোমাকে স্বাগত জানাই। দেবসৈন্যগণের শত্রুমর্দ্দনকারী পক্ষিরাজ। তোমার আগমন সুখকর হইয়াছে ত'? বিনতার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধনকারী কেশবপ্রিয় গরুড়। তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ৯৫।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ধীর অথচ গম্ভীরতুল্য উপবিষ্ট বিনতানন্দন গরুড়কে নিজের শক্তির অনুরূপ বাক্যের দ্বারা পুনরায় বলিলেন। ৯৬।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়। আমরা ভোজরাজ উগ্রসেনের বিশাল অন্তঃপুরে যাইব এবং সেস্থানে সুখে উপবেশন করত মনোগত বিষয় লইয়া গুপ্ত ভাবে পরামর্শ করিব। ৯৭।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়। ইহার পর পরাক্রমশালী বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় জন গরুড় সহ উক্ত ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং গুপ্ত বিষয় লইয়া সেস্থানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বিনতানন্দন। জরাসন্ধকে আমাদের পক্ষে অবধ্য করা হইয়াছে (এই অবধ্য কালযবনের পক্ষেও)। কিন্তু আমাদের সেই শত্রুর সৈন্যবল ও শারীরিক বল সমধিক। সে বিশাল সৈন্যবাহিনীতে ও মহাত্মা নরপতিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। তাহার সৈন্যবাহিনী এত অধিক যে, আমরা জরাসন্ধের সেই বিশাল বাহিনীকে শতবর্ষেও সংহার করিতে পারিব না। অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি যে, এখন মথুরাপুরীতে থাকা

গত্বাঽহং খে সমাস্থায় সমন্তাদবলোকয়ন্
দৃষ্ট্বাঽহং বিবুধশ্রেষ্ঠ পুরীং লক্ষণপূজিতাম্
সাগরানূপবিপুলাং প্রাগুদক্প্রবণীতলাম্ ॥ ১০৪
সর্ব্বতো দধিমণ্ডাম্ভোভিস্ত্রিরপৈরপি।
সর্ব্বরত্নাকরবতীং সর্ব্বকামফলদ্রুমাম্ ॥ ১০৫
সর্ব্বর্তুকুসুমাকীর্ণাং সর্ব্বতঃ সুমনোহরাম্।
সর্ব্বশ্রমবিবাসাঢ্যাং সর্ব্বকামগুণৈর্যুতাম্ ॥১০৬
নরনারীসমাকীর্ণাং নিত্যানোদবিবর্দ্ধিনীম্।
প্রাকারপরিখোপেতাং গোপুরাট্টালশালিনীম্ ॥ ১০৭
বিচিত্রচত্বরপথাং বিপুলদ্বারতোরণাম্
যন্ত্রার্গলবিচিত্রাঢ্যাং হেমপ্রাকারশোভিতাম্ ॥১০৮
নরনাগাশ্বকলিলাং রথসৈন্যসমাকুলাম্।
নানাদিগ্দেশজাকীর্ণাং দিব্যপুষ্পফলদ্রুমাম্ ॥১০৯
পতাকাধ্বজমালাঢ্যাং মহাভবনশালিনীম্
ভীষণীং রিপুসঙ্ঘানাং মিত্রাণাং হর্ষবর্দ্ধনীম্ ॥ ১১০
মনুজেন্দ্রাধিবাসেভ্যো বিশিষ্টাং নগরোত্তমাম্
রৈবতঞ্চ গিরিশ্রেষ্ঠং কুরু দেব সুরালয়ম্ ॥ ১১১
নন্দনপ্রতিমং দিব্যং পুরস্কারস্য ভূষণম্
কারয়স্বাধিবাসঞ্চ তত্র গত্বা সুরোত্তম ॥ ১১২
কুমারীণাং প্রচারশ্চ সুরনন্দো ভবিষ্যতি।
নাম্না দ্বারবতী জ্ঞেয়া ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ১১৩
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শক্রস্যেবামরাবতী।
যদি স্যাৎ সংবৃতা ভূমিঃ প্রদাস্যতি মহোদধিঃ ॥ ১১৪
যথেষ্টং বিবিধং কর্ম্ম বিশ্বকর্ম্মা করিষ্যতি।
মণিমুক্তাপ্রবালাভির্বজ্রবৈদূর্য্যসপ্রভৈঃ ॥ ১১৫
দিব্যৈরভিপ্রায়যুতৈর্দিবারাত্রৈস্ত্রিলোকজৈঃ
দিব্যতন্তুলতাকীর্ণান্ স্বর্গে দেবসভোপমান্ ॥১১৬,
জাম্বূনদময়াঞ্জ্বালান্ সর্ব্বরত্নবিভূষিতান্

আমাদের উভয়ের পক্ষে ভাল হইবে না—ইহাই আমার ধারণা ॥ ৯৮-১০১½

গরুড় বলিলেন,—ভগবন্! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা। আপনাকে নমস্কার করিয়া আমি আপনার নিকট হইতে আপনারই বাসযোগ্য নিবাসভূমি নিরীক্ষণ করিবার জন্য কুশস্থলীর দিকে গিয়াছিলাম ॥ ১০২½

সুরশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া আকাশে অবস্থান করত সর্ব্ব দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই নিশ্চয় করিতে পারিয়াছি যে, সেখানে শুভ লক্ষণসম্পন্ন ও সমুন্নত এক নগরী নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে ॥ ১০৩½

কুশস্থলীর বহু প্রদেশ সাগরের নিকটে থাকায় জলপ্লাবিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানের ভূমি পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে কিছু নিম্ন (ঢালু) ও শীতল। উহা সর্ব্বদিকে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সেইজন্য সেখানে স্থাপিত পুরীকে ভেদ করা দেবগণের পক্ষেও অসম্ভব হইবে ॥ ১০৪½

সেখানে যে পুরী নির্ম্মিত হইবে, তাহা সর্ব্বপ্রকার রত্নের খনিতে পূর্ণ থাকিবে। সেখানের বৃক্ষ সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহকে ফলরূপে প্রদানকারী হইবে। সকল ঋতুতেই বিকসিত পুষ্পসমূহ সেই পুরীর শোভাবর্দ্ধন করিবে। ইহা সর্ব্বদিকেই অত্যন্ত মনোহর হইবে ॥ ১০৫½

সেখানে সকল আশ্রমেরই লোক বাস করিতে পারিবে। এই পুরী সমস্ত কমনীয় গুণসমূহে অলঙ্কৃত হইবে। অসংখ্য নর-নারীতে পূর্ণ থাকিয়া সর্ব্বদাই এই নগরী আমোদ-প্রমোদ বর্দ্ধন করিতে থাকিবে ॥ ১০৬½

এই নগরী প্রাকার, পরিখা, গোপুর ও অট্টালিকাশ্রেণীতে সুশোভিতা হইবে। ইহার চত্বর ও পথসমূহ বিচিত্র শোভা-সম্পন্ন হইবে। এই পুরীর দ্বার ও তোরণ অতিশয় বৃহৎ হইবে। চিত্র-বিচিত্র যন্ত্র ও অর্গল (খিল)-সমূহে ইহার বিশেষ শোভা বর্দ্ধিত হইবে। স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর ইহার শোভা আরও বর্দ্ধন করিবে ॥ ১০৭-১০৮

হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও রথসকলের সৈন্যে এই পুরী ব্যাপ্ত থাকিবে। বিভিন্ন দিকের ও দেশের লোকসকলে এবং সেখানে উৎপন্ন পদার্থসমূহে উহা সদা পূর্ণ থাকিবে। দিব্য পুষ্প ও ফলদায়ক বৃক্ষসমূহ ইহার শোভা বিস্তার করিবে ॥ ১০৯

এই নগরী ধ্বজা-পতাকাশ্রেণীতে অলঙ্কৃত ও বড় বড় প্রাসাদে সুশোভিত হইবে। এই নগরী শত্রুগণের ভয় ও মিত্র-বর্গের হর্ষবর্দ্ধন করিবে ॥ ১১০

দেব! আজ পর্য্যন্ত নরপতিগণের যত অধিবাস (রাজধানী) আছে, সেই সব হইতেই এই পুরী বিশিষ্ট হইবে। দেবগণের নিবাসস্থান যে শ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত আছে, তাহাকে এবং সেখানের নন্দনবন-সদৃশ দিব্য বনকে আপনি এই নগরবরের ভূষণ করুন। সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি সেখানে যাইয়া নিজের বাসস্থান করুন ॥ ১১১-১১২

সেখানে কুমারীগণ অত্যন্ত মনোহর রীতিতে ভ্রমণ করিতে পারিবে। এই পুরীর নাম হইবে দ্বারবতী বা দ্বারকা, যাহা

দিব্যধ্বজপতাকাঢ্যান্ দেবগন্ধর্বপালিতান্ ॥ ১১৭
চন্দ্রসূর্যপ্রতীকাশান্ প্রাসাদান্ কারয় প্রভো।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং কৃত্বা তু সঙ্কল্পং বৈনতেয়োঽথ কেশবম্ ॥ ১১৮
প্রণম্য শিরসা তাভ্যাং নিষসাদ কৃতাসনঃ।
কৃষ্ণোঽপি রামসহিতো বিচিন্ত্য দ্বিজভাষিতম্ ॥ ১১৯
প্রকাশকর্তৃকামৌ তৌ বিসৃজ্য বিনতাত্মজম্
সৎকৃত্য বিবিধৈ রাজন্মহার্হবরভূষণৈঃ ॥ ১২০
মোদেতে সুখিনৌ তত্র স্বর্গলোকে যথামরৌ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভোজরাজো মহাযশাঃ ॥ ১২১
কৃষ্ণং স্নেহেন বিশ্রব্ধং বভাষে বচনামৃতম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং নন্দিবর্ধন ॥ ১২২
শ্রূয়তাং বচনং ত্বাদ্য বক্ষ্যামি রিপুসূদন।
ত্বয়া বিহীনাঃ সর্বে স্ম ন শক্তাঃ সুখমাসিতুম্ ॥ ১২৩
পুরেঽস্মিন্ বিষয়ান্তো বা পতিহীনা ইব স্ত্রিয়ঃ।
ত্বৎসনাথা বয়ং তাত ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিতাঃ ॥ ১২৪
বিভীমো ন নরেন্দ্রাণাং সেন্দ্রাণামপি মানদ।
বিজয়ায় যদুশ্রেষ্ঠ যত্র যত্র গমিষ্যসি ॥ ১২৫
তত্র ত্বং সহিতোঽস্মাভির্গচ্ছেথা যাদবর্ষভ।
তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা স্মিতং দেবকীসুতঃ ॥ ১২৬
যথেষ্টং ভবতামদ্য তথা কর্তাস্মসংশয়ম্ ॥ ১২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনমহোৎসবে দ্বারবতীপ্রয়াণসঙ্কেতো নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

পরে তিন লোকেই বিখ্যাত হইয়া উঠিবে। এই পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় পরম রমণীয় হইবে ॥ ১১৩॥

যদি মহাসাগর নিজ জলে আবৃত কিন্তু ভূমি প্রদান করে, তাহা হইলে সেখানে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন পুরী নির্মিত হইতে পারিবে। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা উপস্থিত হইয়া সেখানে আপনার ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার শিল্পকর্ম করিবেন ॥ ১১৪॥

হরে। আপনি মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরা, বৈদূর্য ও দিব্য তাবদমূহে যুক্ত ত্রিলোকের অন্যান্য দিব্য রত্নসমূহের দ্বারা এরূপ বহু প্রাসাদপূর্ণ অন্তঃপুর (রাজমহল) নির্মাণ করান, যাহা স্বর্গলোকের দেবসভার ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। ইহাতে সব দিকে গুপ্ত সংযুক্ত থাকিবে। এই রাজমহল স্বর্ণ হইতে নির্মিত হইবে এবং ইহাকে সর্বপ্রকার রত্নরাশিতে বিভূষিত করা হইবে। এই সব শুভ্র প্রাসাদ দিব্য ধ্বজ ও পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত হইবে। চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান এই সব প্রাসাদকে দেব-গন্ধর্বগণ রক্ষা করিবেন ॥ ১১৫-১১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। এই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বিনতানন্দন গরুড় মস্তক অবনত করত সেই দুই ভ্রাতাকে প্রণাম পূর্বক নিজ আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১১৮॥

রাজন্। বলরামসহ শ্রীকৃষ্ণও গরুড়কথিত হিতকর বাক্য বিচার করত তাহা প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং বহুমূল্য সুন্দর আভরণের দ্বারা বিনতানন্দন গরুড়কে বিধি অনুসারে পূজা করত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তারপর দেবলোকে বিহারকারী দুই দেবতার ন্যায় সেই দুই ভ্রাতা মথুরায় সুখে ও আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১১৯-১২০॥

গরুড়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী ভোজরাজ উগ্রসেন স্নেহ ও বিশ্বাসসহকারে অমৃততুল্য মধুর ভাষায় বলিলেন ॥ ১২১॥

শ্রীকৃষ্ণ। যদুকুলের আনন্দবর্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ। শত্রুসূদন। আজ আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর ॥ ১২২॥

যেরূপ পতিহীনা স্ত্রী কোথাও সুখে থাকিতে পারে না, সেইরূপ তোমাকে ত্যাগ করিয়া সমস্ত যাদব আমরা এই নগরে বা রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারিব না ॥ ১২৩॥

মানদাতা তাত। আমরা তোমার দ্বারা সনাথ হইয়া তোমার বাহুবলের আশ্রয় করত নরেন্দ্রগণের কথা কি। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণকেও আমরা ভয় করি না ॥ ১২৪॥

যদুশ্রেষ্ঠ। যাদবপ্রবর। তুমি বিজয়ের জন্য যে স্থানে যাইবে, সেই সেই স্থানে তুমি আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া চল ॥ ১২৫॥

রাজা উগ্রসেনের এই কথা শ্রবণ করত দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বলিলেন,—রাজন্। এখন আপনার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপই করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১২৬-১২৭

শ্রীমহাভারতের খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনমহোৎসব এবং তাঁহার দ্বারকা যাইবার সঙ্কেতনামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া যাদবানাং দ্বারকাপুরীগমনম্।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সভ্যাংস্তান্ যদুসংসদি।
বভাষে পুণ্ডরীকাক্ষো হেতুমদ্বাক্যমুত্তমম্ ॥ ১
যাদবানামিয়ং ভূমির্মধুরা রাষ্ট্রমালিনী।
বয়ং চৈবেহ সম্ভূতা ব্রজে চ পরিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ২
তদিদানীং গতং দুঃখং শত্রবশ্চ পরাজিতাঃ।
নৃপেষু জনিতং বৈরং জরাসন্ধেন বিগ্রহঃ ॥ ৩
বাহনানি চ নঃ সন্তি পাদাতং চাপ্যনল্পকম্।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি মিত্রাণি চ বহূনি চ ॥ ৪
ইয়ঞ্চ মাথুরী ভূমিরল্পা গব্যা পরস্য তু।
বৃদ্ধিশ্চৈব পরাস্মাকং বলতো মিত্রতস্তথা ॥ ৫
কুমারকোট্যো যাশ্চোগ্রাঃ পদাতীনাং গবাঞ্চ যে
এষামপীহ বসতাং সম্মর্দ্দমুপলক্ষয়ে ॥ ৬
অত্র নো রোচতে সঙ্ঘং নিবাসো যদুপুঙ্গবাঃ।
পুরীং নিবেশয়িষ্যামি মম তৎ ক্ষন্তুমর্হথ ॥ ৭
এতদ্ যদুক্তরূপং বো মমাভিপ্রায়কং বচঃ।
ভবায় ভবতাং কর্ম্মে যদুকুলং যদূত্তমাঃ ॥ ৮
তমূচুর্যাদবাঃ সর্ব্বে হৃষ্টেন মনসা তদা।
সাধ্বেতদ্ যদভিপ্রেতং জনস্যাস্য ভবায় বৈ ॥ ৯
ততঃ সম্মন্ত্র্য যাদবৈরুক্তো মধুসূদনঃ
অবধ্যোঽয়ং কৃতোঽস্মাকং যুদ্ধেচ্ছ বিপুলং বলম্ ॥ ১০
কৃতঃ সৈন্যক্ষয়শ্চাপি মহানিহ নরাধিপৈঃ।
বহূনি চ সহস্রাণি হন্তুং বর্ষশতৈরপি।
ন শক্যানো হতস্তেষামপযানেঽভবন্মতিঃ ॥ ১১
তস্মিংশ্চৈবান্তরে রাজা সকালযবনস্তথা।
সৈন্যেন তদ্বিধেনৈব মথুরামভ্যুপাগমৎ ॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যাদবগণের দ্বারকাপুরী গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর কোনও এক সময় কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সভায় উপস্থিত সমস্ত সভাসদ্‌গণকে এই প্রয়োজনপূর্ণ উত্তম বাক্য বলিলেন। ১

রাষ্ট্রমালা (সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে মালার ন্যায় ধারণকারিণী রাজধানী) ভূবিতঃ এই মথুরাপুরী যাদবগণের ভূমি (জন্মভূমি)। আমরা এস্থানে জন্মিয়াছি ও ইহার ব্রজভাগে পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। ২

এই সময় আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে। আমাদের শত্রুরাও পরাজিত হইয়াছে। নৃপগণের মধ্যে আমাদের শত্রুতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি। ৩

আমাদের পর্য্যাপ্ত বাহন আছে। পদাতির সংখ্যাও অনন্ত, আমাদের ধন ভারে বহু বিচিত্র রত্নরাশি রহিয়াছে এবং আমাদের সংখ্যাও বহু। ৪

কিন্তু এই মথুরা-ভূমি প্রয়োজনানুসারে পরিমাণে অল্প এবং শত্রু সহজেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এদিকে আমাদের সৈন্য ও মিত্রগণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। ৫

আমাদের নিকট যে এককোটি কুমার (অবিবাহিত) সৈন্য আছে এবং এই যে পদাতি বহু সৈন্যদল রহিয়াছে, ইহারা সকলে এস্থানে বাস করায় দেখা যাইতেছে, বড় ভিড় হইয়া গিয়াছে। ৬

যদুপুঙ্গবগণ! অতএব এস্থানে বাস করা আমার আর ভাল লাগিতেছে না; সেইজন্য আমি অন্য এক পুরী স্থাপনা করিব। আপনাদিগকে না জানাইয়া এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। ৭

এই যাদবসভায় আমার অভিপ্রায় অনুসারে আমি যে কথা বলিলাম, তাহা যখাকালে আপনাদের মঙ্গলদায়ক হইবে। অতএব সময়ানুসারে আপনাদের উন্নতির জন্যই, যদি আপনাদের ইহা অনুকূল মনে হয়, তবে তাহা বলুন। ৮

তখন সমস্ত যাদবগণ হৃষ্ট মনে বলিলেন,—হরে! এই যাদব-সমাজের অভ্যুদয়ের (বা উন্নতির) জন্য আপনার যাহা অভীষ্ট হইবে, তাহাই সম্পাদন করুন। ৯

তাহার পর সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ মিলিত হইয়া উত্তম মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—এই জরাসন্ধকে (বা কালযবনকে) আমাদের পক্ষে অবধ্য করা হইয়াছে। আমাদের এই শত্রুর সৈন্যবলও অধিক। ১০

আমাদের পক্ষের নরপতিগণ শত্রুর সেই সৈন্যদের যদিও বহু ক্ষয় করিয়া দিয়াছেন, তথাপি এখনও তাহার নিকট বহু সৈন্য রহিয়াছে, যাহাদিগকে আমরা শতবর্ষেও বধ করিতে পারিব না। অতএব আমাদের মতে এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই ভাল। ১১

এই সময়ের মধ্যে কালযবনসহ রাজা জরাসন্ধ পুনরায় সেই প্রকার সৈন্যবাহিনীর সহিত মথুরা আক্রমণ করিলেন। ১২

ততো জরাসন্ধবলং দৃষ্ট্বা যাদবসৈনিকাঃ।
তে কালযবনঞ্চৈব ভ্রাতৃঘ্নং প্রতিপেদিরে ॥ ১৩
কেশবঃ পুনরেবাহ যাদবান্ সভাসঙ্গতঃ।
অন্যৈব বিবিধঃ পুণ্যো নির্যামঃ স্ববলানুগাঃ ॥ ১৪
ততো নিশ্চক্রমুঃ সর্বে যাদবাঃ কৃষ্ণশাসনাৎ।
ওঘা ইব সমুদ্রস্য বলৌঘপ্রতিনাদিতাঃ ॥ ১৫
সংগৃহ্য তে কলত্রাণি বসুদেবপুরোগমাঃ।
সুসন্নদ্ধৈর্গজৈর্যুক্তৈ রথৈরশ্বৈশ্চ বাশিতৈঃ ॥ ১৬
আহৃতা দুন্দুভীন্ সর্বে স্বজনজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
নির্যযুর্যাদবাঃ সর্বে মধুরানপরায় বৈ ॥ ১৭
স্যন্দনৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্নদ্ধৈশ্চ বরবারণৈঃ।
যুক্তৈঃ প্লুতৈশ্চ তুরগৈঃ কশাপাণিপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৮
স্বানি স্বানি বলাগ্রাণি শোভয়ন্তঃ প্রকর্ষিণঃ।
প্রত্যঙ্মুখা যযুর্হৃষ্টা বৃষ্ণয়ো ভরতর্ষভ ॥ ১৯

সেই সময় মথুরার সৈন্যগণের পক্ষে জরাসন্ধের সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করাই কঠিন ছিল। তাহার পর ইঁহারা যখন শুনিলেন যে, কালযবনও আসিয়াছে, তখন যাদবগণ সকলে মথুরা হইতে চলিয়া যাওয়াই নিজেদের পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিলেন। ১৩

সভাপ্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যাদবগণকে পুনরায় বলিলেন—আজই সেই পুণ্যদিবস, যখন কি যাদব সৈন্যগণ আমরা এখান হইতে নির্গত হইয়া যাইব। ১৪

ইহা শুনিয়া সমস্ত যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় মথুরাপুরী ত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই সময় সৈন্যসমূহের কোলাহলপূর্ণ যাদবগণের দল সমুদ্রের জল-প্রবাহের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ১৫

বসুদেবাদি সমস্ত যাদবগণ নিজ নিজ স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া উত্তমরূপে বদ্ধ মদমত্ত হস্তী, রথ ও সুসজ্জিত অশ্বসকলের দ্বারা মথুরা ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। দুন্দুভিবাদ্য করিয়া স্বজন ও জ্ঞাতিবান্ধবগণ সকলে তখন মথুরা হইতে নির্গত হইলেন। ১৬-১৭

ভারতশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণভূষিত রথ, মদমত্ত গজরাজ ও হস্তে কশা (চাবুক) লইয়া আরোহিগণের দ্বারা প্রেরিত অশ্বসকলের দ্বারা নিজ নিজ সৈন্যদিগের শোভাবর্ধন করিতে করিতে ও তাহাদের আর্তস্বন করিয়া সঙ্গে লইয়া শত্রুনাশী বৃষ্ণিবংশীয়গণ অতিশয় আনন্দের সহিত পশ্চিমদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন। ১৮-১৯

ততো মুখ্যতমাঃ সর্বে যাদবা রণকোবিদাঃ
অনীকাগ্রাণি কর্ষন্তো বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥ ২০
তে স্ম নানালতাচিত্রং নারিকেলবনাবৃতম্।
কীর্ণং নাগবলৈঃ কান্তং কেতকীষণ্ডমণ্ডিতম্ ॥ ২১
তালপুন্নাগবকুলদ্রাক্ষাবনবনং ক্বচিৎ।
অনূপং সিন্ধুরাজস্য প্রপেতুর্যূথপঙ্কবাঃ ॥ ২২
তে তত্র রমণীয়েষু বিষয়েষু সুখপ্রিয়াঃ।
মুমুদুর্যাদবাঃ সর্বে দেবাঃ স্বর্গগতা ইব ॥ ২৩
পুরবাস্তু বিচিন্বন্ সঃ কৃষ্ণস্তু পরবীরহা।
দদর্শ বিপুলং দেশং সাগরেণোপশোভিতম্ ॥ ২৪
বাহনানাং হিতঞ্চৈব সিকতাতাম্রমৃত্তিকম্।
পুরলক্ষণসম্পন্নং কৃত্যাস্পদমিব শ্রিয়া ॥ ২৫
সাগরানিলসংবীতং সাগরানুনিষেবিতম্।
বিষয়ং সিন্ধুরাজস্য শোভিতং পুরলক্ষ্মৈঃ ॥ ২৬

তদনন্তর যুদ্ধকুশল শ্রীকৃষ্ণাদি যূথা যূথা যাদবগণ নিজ সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ২০

তারপর এই যদুশ্রেষ্ঠ বীরগণ নানাপ্রকার লতাসমূহে শোভাসম্পন্ন সিন্ধুরাজের জলপ্রায় দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই দেশ নারিকেলের বহু বনে সুশোভিত ছিল। নাগকেসরসমূহের শ্রেণীতে পূর্ণ থাকায় এ স্থানের কমনীয়তা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। কেতকীবনে এই দেশ আবৃত ছিল। কোনও কোনও স্থলে তাল, পুন্নাগ, বকুল ও দ্রাক্ষার বন থাকায় এই ভূভাগ আরও মনোরম দেখাইতেছিল। ২১-২২

যাঁহাদের সুখই প্রিয় ছিল, সেই যাদবগণ সেখানের রমণীয় প্রদেশসমূহে স্বর্গস্থিত দেবতাদিগের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ২৩

শত্রুবীরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ নগরের বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সমুদ্রের দ্বারা সুশোভিত এক বিশাল প্রদেশ দেখিতে পাইলেন। ২৪

এই স্থান বালুকার সহিত তাম্রবর্ণযুক্ত মৃত্তিকাপূর্ণ থাকায় বিশেষ শোভা পাইতেছিল। উহা বাহনগণের পক্ষে হিতকর এবং নগরোপযোগী শুভলক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ইহা এমন মনোহর দেখাইতেছিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী যেন সেখানে বাসস্থান করিয়া রহিয়াছেন। ২৫

সিন্ধুরাজের এই প্রদেশ সমুদ্রের বায়ুর দ্বারা বিজিত, সমুদ্রের জলে সেবিত এবং নগরোপযোগী লক্ষণসমূহে সুশোভিত ছিল। ২৬

তত্র রৈবতকো নাম পর্ব্বতো নাতিদূরতঃ
মন্দরোদারশিখরঃ সর্ব্বতোঽভিবিরাজতে ॥ ১৭
তত্রৈকলবাসঃবাসো দ্রোণেনাধ্যুষিতশ্চিরম্
প্রভূতপুরুষোপেতঃ সর্ব্বরত্নসমাকুলঃ ॥ ১৮
বিহারভূমিস্তত্রৈব তস্য রাজ্ঞঃ সুনির্ম্মিতা
নাম্না স্বারবতী নাম স্বারত্যাষ্টাপদোপমাঃ ॥ ১৯
কেশবেন মতিস্তত্র পুর্য্যর্থে বিনিবেশিতা
নিবেশং তত্র সৈন্যানাং রোচয়ন্তি স্ম যাদবাঃ ॥ ৩০
তে রক্তসূর্য্যদিবসে তত্র যাদবপুঙ্গবাঃ।
সেনাপালাংশ্চ সঙ্কল্পুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনম্ ॥ ৩১

সেস্থানে পার্শ্বেই রৈবতক নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে, যাহার শিখর মন্দরাচলের সমান উচ্চ ও রমণীয়। এই পর্ব্বত সর্ব্বদিকেই অতিশয় শোভান্বিত ছিল ॥ ২৭

এস্থানে একলব্য বাস করিতেছিলেন। আচার্য্য দ্রোণও এস্থানে বাস করিয়াছিলেন। বহু মানুষও এস্থানে যাতায়াত করিতেছিল এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ২৮

ইহার পার্শ্বেই সেই রাজা রেবতের বিহারভূমি ছিল, যাহাকে অতিশয় সুন্দর রীতিতে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই ভূমির নাম ছিল স্বারবতী, যাহা বিশাল ছিল বলিয়া শতরঞ্জি বা আলিপনা পাতার ন্যায় চতুষ্কোণাকার (চৌকাকার) ছিল ॥ ২৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে নগর স্থাপনের জন্য স্থির করিলেন। যাদবগণও সেস্থানে সেনানিবাস করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৩০

দিবাভাগে যখন সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ছিলেন, সেই সময় শ্রেষ্ঠ যাদবগণ সেনারক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং সৈন্যদিগের বাসের জন্য নিবেশ স্থাপন করিলেন ॥ ৩১

ততঃ প্রবায় তত্র স্তবৎ কেশবঃ সহ যাদবৈঃ
দেশে পুরনিবেশায় স মহাপ্রবরো বিভুঃ ॥ ৩২
তস্য স্ত বিধিবদ্যান বাস্তুনি চ মহাপ্রভঃ
নির্ম্মমে পুরুষশ্রেষ্ঠো মনসা যাদবোত্তমঃ ॥ ৩৩
এবং দ্বারবতীঞ্চৈব পুরীং প্রাপ্য সবান্ধবঃ
সুখিনো বসতি রাজন্ স্বর্গে দেবগণা ইব ॥ ৩৪
কৃষ্ণোঽপি কালযবনং জ্ঞাত্বা কেশিনিসূদনঃ
জরাসন্ধভয়াচ্চৈব পুরীং দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি দ্বারবতীপ্রস্থানে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

অতঃপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের সহিত সেই প্রদেশে এক সুন্দর নগর বসাইবার জন্য নিবাস প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৩২

বলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাদবশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা সেই পুরীর নাম স্থির করিলেন এবং মনে মনেই বিধিপূর্ব্বক সেস্থানে গৃহসমূহ বিভাগ করিলেন ॥ ৩৩

এইভাবে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত মহনীয় সকলেই দ্বারকা-পুরীতে উপস্থিত হইয়া সেইভাবে সুখে বাস করিতে লাগিলেন, যেরূপ স্বর্গে দেবগণ বাস করেন ॥ ৩৪

কেশিহন্তা শ্রীকৃষ্ণও কালযবনের আগমনের সংবাদ জানিয়া তাহার ও জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারকাপুরীতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণসহ যাদবগণের দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান-বিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কালযবন-বধবর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ মহাত্মনঃ
চরিতং বাসুদেবস্য ষষ্ঠশ্রেষ্ঠস্য ধীমতঃ ॥ ১
কিমর্থঞ্চ পরিত্যজ্য মথুরাং মধুসূদনঃ
মহাদেবস্য ককুদং স্থানং লক্ষ্মীশ্চ কেবলম্ ।
শৃঙ্গং পৃথিব্যাঃ স্থালক্ষ্যং প্রভূতধনধান্যবৎ
আর্য্যাচাজনভূয়িষ্ঠমধিষ্ঠানবরোত্তমম্ ॥ ২
অযুদ্ধেনৈব দাশার্হস্তাক্তবান্ দ্বিজসত্তম ।
স কালযবনশ্চাপি কৃষ্ণে কিং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩
দ্বারকাঞ্চ সমাসাদ্য বাহিনীর্গাঃ জনার্দ্দনঃ
কিং চকার মহাবাহুর্মহাযোগী মহাতপাঃ ॥ ৪
কিংবীর্য্যঃ কালযবনঃ কেন জাতশ্চ বীর্য্যবান্ ।
যমসঙ্ঘং সমালক্ষ্য বাপযাতো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

বৃষ্ণীনামন্ধকানাঞ্চ গুরুর্গার্গ্যো মহামনাঃ
ব্রহ্মচারী পুরা ভূত্বা ন স্ম দারান্ স বিন্দতি ॥ ৭
তথাহি বর্ত্তমানঃ ঊর্দ্ধরেতসমন্বয়ম্
শ্যালোঽভিশস্তবান্ গার্গ্যমপুমানিতি রাজনি ॥ ৮
সোঽভিশপ্তস্তদা রাজন্নগরে স্বঞ্জিতং জয়ে ।
অলিঙ্গাংস্তু স্ত্রিয়ং চৈব তপস্তেপে সুদারুণম্ ॥ ৯
ততো দ্বাদশবর্ষাণি সোঽহঞ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ
আরাধয়ন্ মহাদেবমচিন্ত্যং শূলপাণিনম্ ॥ ১০
রুদ্রস্তস্মৈ বরং প্রাদাৎ সমর্থং যুধি নিগ্রহে
বৃষ্ণীনামন্ধকানাঞ্চ সর্ব্বতেজোময়ং সুতম্ ॥ ১১
ততঃ শুশ্রাব তং রাজা যবনাধিপতির্বরম্ ।
পুত্রপ্রসবজং দৈবাদপুত্রঃ পুত্রকাম্যয়া ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কালযবন-বধবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আমি বৃষ্ণিবংশ-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র সবিস্তরে শুনিতে কামনা করি। ১

ভগবান্ মধুসূদন কিজন্য মথুরা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন? উহা মহাদেবের ককুদ (সর্ব্বোত্তম স্থান), লক্ষ্মীর অধিতীয় ধাম, পৃথিবীর শৃঙ্গ, সুন্দর, দর্শনীয়, প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন, আর্য্যগণের নিবাসস্থান, জলের প্রাচুর্য্যে সুশোভিত এবং সমস্ত অধিষ্ঠান হইতে সর্ব্বোত্তম। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বিনা যুদ্ধেই উহাকে ত্যাগ করিলেন কেন? সেই কালযবনই বা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিরূপ আচরণ করিলেন? ২-৩

মহাবাহু, মহাযোগী ও মহাতপস্বী ভগবান্ জনার্দ্দন জলরূপী দুর্গে পরিবৃত দ্বারকায় যাইয়া কি করিলেন? ৪

কালযবনের পরাক্রম কিরূপ ছিল? কোন্ বলশালী বীর উহার জন্ম দিয়াছিলেন, যাঁহাকে অসহ্য ভাবিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন? ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়দিগের গুরু (পুরোহিত) মহামনাঃ গার্গ্যমুনি পূর্ব্বে নিয়ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া কোনও এক সাধনায় নিরত ছিলেন। তিনি সেই সময় স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে ছিলেন। ৭

বিকাররহিত ঊর্দ্ধরেতাঃ ব্রহ্মচারী হইয়া অবস্থিত গার্গ্যমুনির উপর তাঁহার শ্যালক রাজসভায় নপুংসকরূপে কলঙ্কারোপ করেন। ৮

রাজন্! যিনি অজিত পরমাত্মাকেও জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই নগরে এইরূপে কলঙ্কিত হইলেও স্ত্রীর কামনা ত' করিলেনই না, বরং ক্রোধপূর্ব্বক অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৯

এই গার্গ্যমুনি অচিন্ত্যস্বরূপ শূলপাণি মহাদেবের আরাধনা করিতে করিতে বার বৎসর পর্য্যন্ত কেবল লৌহচূর্ণ ভোজন করিয়া রহিলেন। ১০

তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে বররূপে পূর্ণ তেজস্বী এক পুত্র প্রদান করিলেন, যিনি যুদ্ধে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের বীরগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ ছিলেন। ১১

এই সময় যবনগণের অধিপতি এক রাজা সেই পুত্র প্রদানকারী বরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। ইনি দৈবযোগে পুত্রহীন ছিলেন এবং পুত্রলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ১২

স নৃপস্তমুপানায্য সান্ত্বয়িত্বা দ্বিজোত্তমম্
তং ঘোষমধ্যে যবনো গোপস্ত্রীষু সমাদধৎ ॥ ১৩
গোপালী স্বপ্সরাস্তত্র গোপস্ত্রীবেশধারিণী
ধারয়ামাস গার্গীস্তু গর্ভং দুর্দ্ধরমচ্যুতম ॥ ১৪
ম'নুষ্যাং গার্গীভার্য্যায়াং নিয়োগাচ্ছূলপাণিনঃ
স কালযবনো নাম জজ্ঞে শূরো মহাবলঃ ॥ ১৫
অপুত্রস্যাথ তস্যন্তু বরদেনান্তঃপুরে শিশুঃ
তস্মিন্ পরেতে রাজন্ স কালযবনো নৃপঃ ॥ ১৬
বৃদ্ধাভিকামো নৃপতিঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্দ্বিজোত্তমান
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং তস্য নারদেন নিবেদিতম ১৭
জ্ঞাত্বা তু বরদানং তন্নারদাদ্মধুসূদনঃ
উপপ্রৈক্ষত তেজস্বী বর্দ্ধন্তং যবনেষু তম্ ॥ ১৮
সমৃদ্ধো হি যদা রাজা যবনানাং মহাবলঃ
তত এনং নৃপা ম্লেচ্ছাঃ সাশ্রিত্যাদুযযুস্তদা ॥ ১৯

শকাস্তুষারা দরদাঃ পারদাঃ কুলাঃ খসাঃ।
পহ্লবাঃ শতশশ্চান্যে ম্লেচ্ছা হৈমবতাস্তথা ॥ ২০
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা দস্যুভিঃ শলভৈরিব
নানাবেশায়ুধৈর্ভীমৈর্মথুরামভ্যবর্ত্তত ॥ ২১
গজবাজিখরোষ্ট্রাণামযুতৈরর্ব্বুদৈরপি
পৃথিবীং কম্পয়ামাস সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ২২
রেণুনা সূর্য্যমার্গং তু সমবচ্ছাদ্য পার্থিবঃ
মূত্রেণ শকৃতা চৈব সৈন্যেন সমৃজে নদীম্ ॥ ২৩
অশ্বোষ্ট্রশকৃতাং রাশেনিঃসৃতেতি জনাধিপ
ততোঽশ্বশকৃদিত্যেব নাম নদ্যা বভূব হ ॥ ২৪
তৎসৈন্যং মহদায়ান্তং বৈ শ্রুত্বা বৃষ্ণ্যন্ধকাগ্রণীঃ
বসুদেবঃ সমানায্য জ্ঞাতীনিদমুবাচ হ ॥ ২৫
ইদং সমুত্থিতং ঘোরং বৃষ্ণ্যন্ধকভয়ং মহৎ।
অবধাচ্চাপি নঃ শক্রুর্বরদানাৎ পিনাকিনঃ ॥ ২৬

এই যবন-নৃপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ গার্গ্যকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক নিজের গৃহে আনাইয়া কোনও গোষ্ঠের মধ্যে উঁহাকে গোপরমণীগণের সংসর্গে রাখিয়া দিলেন ॥ ১৩

সেই গোষ্ঠমধ্যে গোপালী নামে এক অপ্সরা ছিলেন, যিনি গোপরমণীর বেশ ধারণ করত সেস্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনিই গার্গ্যমুনির সেই দুর্ধর্ষ ও অচ্যুত গর্ভকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪

ভগবান্ শঙ্করের বরের প্রভাবে গার্গ্যমুনির সেই মানবরূপধারিণী অপ্সরারূপা ভার্য্যার গর্ভ হইতে মহাবল পুরুষবীর কালযবনের জন্ম হইয়াছে ॥ ১৫

রাজন্! এই শিশুর সেই পুত্রহীন রাজার অন্তঃপুরে লালন-পালন ও সংবর্দ্ধন হইতে লাগিল। সেই রাজার মৃত্যু হইবার পর এই কালযবনই তাঁহার রাজ্যের অধিপতি হন ॥ ১৬

রাজা কালযবন যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, 'সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর কে এবং তিনি কোথায় থাকেন?' তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের পরিচয় দিয়াছিলেন ॥ ১৭

নারদমুনির নিকট হইতে তাঁহার বরদানের সংবাদ জানিয়াও তেজস্বী মধুসূদন যবনগণের গৃহে পালিত সেই কালযবনকে উপেক্ষা করিলেন ॥ ১৮

যখন যবনগণের রাজা মহাবল কালযবন সমৃদ্ধিশালী হইলেন, তখন অন্য বহু ম্লেচ্ছ নরপতি উঁহার অনুগ্রহের জন্য তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

শক, তুষার, দরদ, পারদ, কুলূত, খস, পহ্লব ও অন্যান্য শত শত হিমালয়বাসী ম্লেচ্ছগণ ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন ॥ ২০

পতঙ্গদলের ন্যায় সেই অগণিত, নানাপ্রকার ও আয়ুধ (অস্ত্র)-ধারণকারী ভয়ঙ্কর দস্যুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা কালযবন মথুরা আক্রমণ করিলেন ॥ ২১

তাঁহার সহিত হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র হাজার, লক্ষ এবং কোটি সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। তিনি এই বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া এই পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। এই নৃপতি কালযবন এই সমস্ত সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সূর্য্যপথকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন এবং সৈন্যবাহিনীর মল-মূত্রে নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়া গেল ॥ ২২-২৩

জনেশ্বর! অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণের বিষ্ঠা-মূত্রপ্রবাহে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য ইহার নাম 'অশ্বশকৃৎ' হয় ॥ ২৪

এই বিশাল সৈন্যের আগমনের সংবাদ শুনিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধককুলের অগ্রগামী নেতা বসুদেব জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া এইকথা বলিলেন ॥ ২৫

বৃষ্ণি এবং অন্ধককুলের পক্ষে এই এক মহৎ ও ঘোরতর সঙ্কট কাল উপস্থিত হইয়াছে। পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্করের বরদানের প্রভাবে আমাদের এই শত্রু আমাদের পক্ষে অবধ্য হইয়াছে ॥ ২৬

সামাদয়োঽস্ত্রোপায়াশ্চ বিহিতাস্তস্য সর্ব্বশঃ
মত্তো মদ-বলাভ্যাং তু যুদ্ধমেব চিকীর্ষতি ॥ ২৭
এতাবদিহ বাসশ্চ কথিতো নারদেন মে
এতাবতি চ বক্তব্যং সাধ্বেব পরমং মতম্ ॥ ২৮
জরাসন্ধশ্চ নো রাজা নিত্যমেব ন যুদ্ধ্যতে
তথান্যে পৃথিবীপালা বৃষ্ণিচক্রপ্রতাপিতাঃ ॥ ২৯
কেচিৎ কংসবধাচ্চাপি বিরক্তাস্তদ্গতা নৃপাঃ
সমাশ্রিতা জরাসন্ধমস্মানিচ্ছন্তি বাধিতুম্ ॥ ৩০
বহবো জ্ঞাতয়শ্চৈব যদূনাং নিহতা নৃপৈঃ
বস্তুং নৈব বয়ং শক্ষ্যাম পুরেঽস্মিন্নিতি কেশবঃ
অপযানে মতিং কৃত্বা দূতং তস্মৈ সসর্জ্জ হ
ততঃ কৃষ্ণে মহাসর্পং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৩২
ঘোরমাশীবিষং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ প্রাক্ষেপয়ত্তদা।
ততস্তং মুদ্রয়িত্বা তু স্বেন দূতেন হারয়ৎ ॥ ৩৩

ইহাকে শান্ত করিবার জন্য আমরা সামাদি উপায়সমূহও সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু সে মদ ও বলে উন্মত্ত হইয়া কেবল যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক হইয়াছে। ২৭

নারদ এই সমস্ত পর্য্যন্তই আমাদের এখানে বাস করিবার কথা বলিয়াছেন। এই শক্তি-সাধনসম্পন্ন পক্ষের প্রতি সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যগুলিই সর্ব্বোত্তম বলিয়া কথিত আছে। ২৮

রাজা জরাসন্ধ আমাদিগকে কখনও ক্ষমা করে নাই—আমাদের প্রতি সর্ব্বদা অমর্ষপূর্ণ রহিয়াছে এবং অন্যান্য ভূপতিগণও বৃষ্ণিমণ্ডলকে সন্তাপিত করিয়াছে; কংসবধের জন্য অন্য নরপতিরা আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া জরাসন্ধের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহারই আশ্রয় লইয়া আমাদিগকে বাধা দানের ইচ্ছা করিতেছে। ২৯-৩০

এই নৃপগণ যদুকুলের বহু জ্ঞাতিদিগকে নিহত করিয়াছে। আমরা এই নগরে থাকিয়া আর রক্ষিত হইতে পারিব না, —এই চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ এস্থান হইতে চলিয়া যাইবার স্থির করত তাহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়াছিল। ৩১;

শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কয়লার খনি হইতে কাটিয়া নিষ্কাশিত কয়লাখণ্ডের ন্যায় কালো বর্ণ, ভয়ঙ্কর, বিষধর এক কৃষ্ণ-মহাসর্পকে কলসের মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করত নিজের দূতের দ্বারা তাহার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ৩২-৩৩

নিদর্শনার্থং গোবিন্দো ভীষয়ামাস তং নৃপম্
স দূতঃ কালযবনে দর্শয়ামাস তদ্ঘটম্ ॥ ৩৪
কালসর্পোপমঃ কৃষ্ণ ইত্যুক্ত্বা ভরতর্ষভ।
তৎ কালযবনো বুদ্ধ্বা ত্রাসনং যাদবৈঃ কৃতম্ ॥ ৩৫
পিপীলিকানাং চণ্ডানাং পূরয়ামাস তং ঘটম্
স সর্পো বহুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সর্ব্বতস্তৈঃ পিপীলিকৈঃ
ভক্ষ্যমাণঃ কিলাঙ্গেষু ভস্মীভূতোঽভবত্তদা ॥ ৩৬
তং মুদ্রয়িত্বা তু ঘটং তথৈব যবনাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস কৃষ্ণায় বাহুল্যমুপবর্ণয়ন্ ॥ ৩৭
বাসুদেবস্তু তং দৃষ্ট্বা যোগং বিদ্যুমাত্মনঃ।
উপসৃজ্য মথুরামাশু দ্বারকামভিজগ্মিবান্ ॥ ৩৮
বৈরস্যান্তং বিধিৎসংস্তু বাসুদেবো মহাযশাঃ।
নিবেশ্য দ্বারকাং রাজন্ বৃষ্ণীনাশ্বাস্য চৈব হ ॥ ৩৯
পদাতিঃ পুরুষব্যাঘ্রো বাহুপ্রহরণস্তদা।
আজগাম মহাবীর্য্যো মথুরাং মধুসূদনঃ ॥ ৪০

গোবিন্দ দুষ্টাত্মের জন্য এই সর্প পাঠাইয়া সেই রাজাকে ভীত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ। সেই দূত 'শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসর্পতুল্য ভয়ঙ্কর' এই কথা বলিয়া তাহাকে সেই কলস দেখাইয়াছিল ৩৪;

ইহাতে কালযবন বুঝিল যে, যাদবগণ আমাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তখন সে সেই কলসের মধ্যে কতক বহু পিপীলিকা পূর্ণ করাইয়া দেয়। ৩৫;

সেই বহু তীক্ষ্ণ পিপীলিকা চারিদিক্ দিয়া তখন সর্পের দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং ইহাতে সেই সর্প তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত অর্থাৎ নিহত হইল। ৩৬

তারপর সেই কলসকে পুনরায় পূর্ব্ববৎ করিয়া যবনরাজ কালযবন নিজের সৈন্যের বাহুল্যের কথা জানাইতে জানাইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেয়। ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ নিজের সেই প্রয়োগ বিফল হইয়াছে দেখিয়া অতি সত্বর মথুরা ত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। ৩৮

রাজন্। মহাযশস্বী বাসুদেব সেই শত্রুতার অন্ত করিবার ইচ্ছায় দ্বারকাপুরী বসাইয়া বৃষ্ণিবংশীয়গণকে আশ্বাস দান করিলেন (পুনরায় সেখান হইতে মথুরায় গমন করেন)। ৩৯

মহাপরাক্রমশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাহুকেই অস্ত্ররূপে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে মথুরায় আগমন করিলেন। ৪০

তং দৃষ্ট্বা নির্ঘৃণো হৃষ্টঃ স কালযবনো কৃষ্ণা
প্রেক্ষাপূর্বঞ্চ কৃষ্ণোঽপি নিশ্চকর্ষ মহাবলঃ ॥ ৪১
অথাধ্বগচ্ছদ্গোবিন্দঃ জিঘৃক্ষুর্যবনেশ্বরঃ
ন চৈনমশকদ্ রাজা গ্রহীতুং যোগধর্মিণম্ ॥ ৪২
মান্ধাতুস্তু সুতো রাজা মুচুকুন্দো মহাযশাঃ
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে কৃতকর্মা মহাবলঃ ॥ ৪৩
বরেণচ্ছন্দিতো দেবৈর্নিদ্রামেব গৃহীতবান্
শ্রান্তস্য তস্য বাগেষা তদা প্রাদুরভূৎ কিল ॥ ৪৪
প্রসুপ্তং বোধয়েদ্ যো মাং তং দহেয়মহং দৃশা
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫
এবমস্ত্বিতি তং শক্র উবাচ ত্রিদশৈঃ সহ ।
স সুরৈরভ্যনুজ্ঞাতো গুহিরাজমুপাগমৎ ॥ ৪৬
স পর্বতগুহাং কাঞ্চিৎ প্রবিশ্য শ্রমকর্ষিতঃ ।
সুষাপ কালনেতঃ বৈ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনম্ ॥ ৪৭

তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত কালযবন রোষভরে নির্গত হইলেন। অন্যদিকে মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে নিজে দেখাইতে দেখাইতে কালযবনকে নিজের পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪১

যবনেশ্বর রাজা কালযবন গোবিন্দকে ধরিবার ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন ; কিন্তু যোগধর্মী শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ধরিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪২

পুরাকালে যখন দেবাসুর-সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই সময় মান্ধাতার পুত্র মহাযশস্বী ও মহাবল রাজা মুচুকুন্দ দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

ইহাতে সন্তুষ্ট দেবগণ তাঁহাকে বরগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলে পর তিনি নিদ্রাকেই বর-রূপে গ্রহণ করেন। যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হওয়ায় সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে এই নিয়রূপ বাক্য নির্গত হইয়াছিল ॥ ৪৪

"দেবগণ ! যে আমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিবে, তাহাকেই আমি ক্রোধে প্রজ্বলিত দৃষ্টির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিব।" এরূপ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিলেন ॥ ৪৫

তখন দেবগণসহ ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—'এবমস্তু'—এরূপই হউক। এইভাবে দেবগণের নিকট অনুমতি লইয়া তিনি গিরিরাজের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪৬

যুদ্ধশ্রমে পরিশ্রান্ত রাজা মুচুকুন্দ সেই পর্বতের কোন এক গুহায় প্রবেশ করত সেই সময় পর্যন্ত নিদ্রিত রহিলেন, যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয় ॥ ৪৭

তৎ সর্বং বাসুদেবায় নারদেন নিবেদিতম্
বরদানঞ্চ দেবেভ্যস্তেজস্তস্য চ ভূপতেঃ ॥ ৪৮
কৃষ্ণোঽনুগমামাসঞ্চ তেন ম্লেচ্ছেন শত্রুণা
তাং গুহাং মুচুকুন্দস্য প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ৪৯
শিরঃস্থানে তু রাজর্ষের্মুচুকুন্দস্য চ কেশবঃ ।
সন্দর্শনপথং ত্যক্ত্বা তস্থৌ বৃষ্ণিনৃতাং বরঃ ॥ ৫০
অনুপ্রবিশ্য যবনো দদর্শ পৃথিবীপতিম্
স তং সুপ্তং কৃতাস্ত্রাভমাসসাদ সুদুর্মতিঃ ॥ ৫১
বাসুদেবং তু তং মত্বা ষট্টয়ামাস পার্থিবম্
পাদেনাস্যবিনাশায় বলতঃ পাবকং যথা ॥ ৫২
মুচুকুন্দস্তু রাজর্ষিঃ পাদস্পর্শপ্রবোধিতঃ
নিদ্রাচ্ছেদেন চুক্রোধ পাদস্পর্শেন তেন চ ॥ ৫৩
সংস্মৃত্য স বরং শক্রাদবৈক্ষত তমগ্রতঃ
স দৃষ্টমাত্রঃ ক্রোধেন সম্প্রজজ্বাল সর্বশঃ ॥ ৫৪

রাজা মুচুকুন্দের তেজ ও দেবগণ হইতে প্রাপ্ত বরলাভের সমস্ত বৃত্তান্ত দেবর্ষি নারদ বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৮

সেই ম্লেচ্ছ শত্রু কালযবন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের সেই গুহায় এক বিনীত পুরুষের ন্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯

বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের মস্তকের দিকে একস্থানে তাঁহার দৃষ্টি-পথ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ যেখানে থাকিলে তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে না, এরূপ স্থানে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৫০

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমনকারী সেই কালযবনও গুহায় প্রবেশ করত নিদ্রিত ভূপতি মুচুকুন্দকে দর্শন করিলেন। তখন অত্যন্ত দুর্মতি কালযবন নিজের পক্ষে কালস্বরূপ সেই নিদ্রিত মুচুকুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৫১

যেরূপ পরম নিজেরই বিনাশের জন্য অগ্নিতে লাথি মারিয়া থাকে, সেরূপ কালযবন মুচুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া নিজের বিনাশের জন্য তাঁহাকে পদের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৫২

রাজর্ষি মুচুকুন্দ তাহার পদের আঘাতে জাগরিত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে পদাঘাত করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৩

তারপর ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সেই বরের কথা স্মরণ করিয়া তিনি সম্মুখে অবস্থিত কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

দদাহ পাবকস্তং তু তস্য কৃষ্ণস্য বাসসি:
ক্ষণেন কালযবনং নেত্রতেজোবিনির্গতঃ ॥ ৫৫
তং বাসুদেবঃ শ্রীমন্তং চিরসুপ্তঃ নরাধিপম্
কৃতকার্য্যোঽব্রবীন্মানিদং বচনমুত্তমম্ ॥ ৫৬
রাজংশ্চিরপ্রসুপ্তোঽসি কথিতো নারদেন মে
কৃতং মে সুমহৎ কার্য্যং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ৫৭
বাসুদেবমুপালক্ষ্য রাজা মুচুঃ প্রমাথতঃ।
পরিষ্বক্তঃ যুগঃ মেনে কালেন মহতা তদা ॥ ৫৮
উবাচ রাজা গোবিন্দং কো ভবান্ কিমিহাগতঃ
কশ্চ কালঃ প্রসুপ্তস্য যদি জ্ঞানাসি কথ্যতাম্ ॥ ৫৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

সোমবংশোদ্ভবো রাজা যযাতির্নাম নাহুষঃ
তস্য পুত্রো যদুর্জ্যেষ্ঠশ্চতুরোঽন্যে যবীয়সঃ ॥ ৬০
যদুবংশাৎ সমুৎপন্নঃ বাসুদেবাত্মকঃ বিভো
বাসুদেবং বিজানীহি নৃপতে মামিহাগতম্ ॥ ৬১

ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কালযবন সর্ব্বতোভাবে অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫৫

যেরূপ শুষ্ক তৃণ বৃক্ষকে দগ্ধ করে সেইরূপ মুচুকুন্দের নয়নের তেজ হইতে উত্থিত অগ্নি কালযবনকে ক্ষণকালের মধ্যেই দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিল ॥ ৫৬

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় সেই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদ্রিত তেজস্বী রাজা মুচুকুন্দকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥ ৫৭

রাজন্। আপনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এস্থানে নিদ্রিত আছেন। এই কথা নারদ আপনাকে বলিয়াছিলেন। আপনি আমার এক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমি এখন যাইতেছি ॥ ৫৮

রাজা মুচুকুন্দ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আকারে ক্ষুদ্র দেখিয়া তখন ইহা বুঝিলেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় মনুষ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৫৯

রাজা মুচুকুন্দ গোবিন্দকে বলিলেন—আপনি কে? এবং কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আমি নিদ্রিত থাকিবার সময় কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে? ইহা যদি আপনি জানেন, তাহা হইলে আমাকে বলুন ॥ ৬০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্। চন্দ্রবংশে নহুষের পুত্র রাজা যযাতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেন যদু। যদুর আরও চারজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন ॥ ৬০

বিভো! নৃপতে! আপনি ইহা জানুন যে, আমি যদুবংশেই উৎপন্ন হইয়াছি। আমি বসুদেবের পুত্র, অতএব সেই বাসুদেব আমি এস্থানে আসিয়াছি ॥ ৬১

ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তোঽসি বিদিতো মেঽসি নারদাৎ
ইদং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যৎ করবাণি তে ॥ ৬২
মম শত্রুত্বয়া দগ্ধো দেবদত্তবরো নৃপ।
অবধ্যো যো ময়া সাধ্যো ভবেদ্ বর্ষশতৈরপি ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু কৃষ্ণেন নির্জগাম গুহামুখাৎ
অন্ধীভূতানঃ কৃষ্ণেন কৃতকার্য্যেণ ধীমতা ॥ ৬৪
ততো দদর্শ পৃথিবীমাবৃতাং হ্রস্বকৈর্নরৈঃ
স্বল্পোৎসাহৈরল্পবলৈরল্পবীর্য্যপরাক্রমৈঃ
পরেণাধিষ্ঠিতং চৈব রাজ্যং কেবলমাত্মনঃ ॥ ৬৫
প্রীত্যা বিসৃজ্য গোবিন্দং প্রবিবেশ মহদ্ বনম্।
হিমবন্তমগাদ্ রাজা তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৬৬
ততঃ স তপ আস্থায় বিনির্ধূয় কলেবরম্
আরুরোহ দিবং রাজা কর্ম্মভিঃ স্বৈর্জিতা শুভৈঃ ॥ ৬৭

ত্রেতাযুগে তুমি নিদ্রিত হইয়াছিলে আপনার বিষয়ে নারদের নিকট হইতে সব জানিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে আপনি এ কলিযুগের সন্ধিকাল বলিয়া জানিবেন। ইহা ব্যতীত আপনার আর কি সেবা করিব? ॥ ৬২

হে নৃপ! আপনি যাহাকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই আমার শত্রু কালযবন দেবদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছিল এবং সে যুদ্ধে আমার দ্বারা শতবর্ষেও নিহত হইবার যোগ্য ছিলনা ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা মুচুকুন্দ গুহামুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন ॥ ৬৪

তারপর তিনি দেখিলেন,—পৃথিবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সকলেরই উৎসাহ, বল, বীর্য্য ও পরাক্রম অতি অল্প। কেবল নিজের রাজ্যই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাহাতে অপরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬৫

তখন রাজা মুচুকুন্দ প্রীতিসহকারে গোবিন্দকে বিদায় দিয়া মনে মনে তপস্যার নিশ্চয় করত হিমালয়পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং গভীর বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬৬

সেখানে তপস্যা করত শরীর ত্যাগ করিয়া রাজা মুচুকুন্দ নিজের অর্জ্জনিবারক পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৭

বাসুদেবোঽপি ধর্মাত্মা উপায়েন মহামনাঃ
ঘাতয়িত্বাত্মনঃ শত্রুং তৎসৈন্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ৫৮
প্রভূতরথহস্ত্যশ্ববর্ম্মশস্ত্রায়ুধধ্বজম্
আদায়োপযযৌ ভীমান্ স সৈন্যং নিহতেশ্বরম্ ॥ ৫৯
নিবেদয়ামাস তদা নরাধিপে
উগ্রসেনে প্রতিপূর্ণমানসঃ
জনার্দ্দনো দ্বারবতীঞ্চ তাং পুরী-
মশেষতস্তেন ধনেন পূরিণা ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি কালযবনবধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

অন্যদিকে মহামনা ধর্মাত্মা ভগবান্ বাসুদেবও নিজের শত্রু কালযবনকে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নিহত করাইয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে অধিকার করিয়া লইলেন ॥ ৫৮

বৃষ্ণিবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথ, হস্তী, অশ্ব, কবচ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ধ্বজ-সমূহে যুক্ত এবং যাহাদের রাজা নিহত হইয়াছে, সেই সৈন্যদিগকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিলেন ॥ ৫৯

তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, সেই জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত সৈন্যকেই রাজা উগ্রসেনের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং সেই বিপুল ধনরাশির দ্বারা তিনি দ্বারকাপুরীর শোভা বর্দ্ধন করিলেন ॥ ৭০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে কালযবনবধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বারকাপুর্যা নির্ম্মাণম্, নিধিপতি-শঙ্খস্য সুধর্ম্মাসভায়াশ্চ আনয়নম্, শ্রীকৃষ্ণেন সুব্যবস্থাপূর্ব্বকং তত্র যাদবানাং সংস্থাপনম্, রেবত্যা সহ বলরামস্য বিবাহশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ প্রভাতে বিমলে ভাস্করে উদিতে তদা
কৃতজাপ্যো হৃষীকেশো বনান্তে নিষসাদ হ ॥ ১
পরিচক্রাম তং দেশং দুর্গস্থানদিদৃক্ষয়া
উপতস্থুঃ কৃতপ্রাগ্র্যা যাদবা যদুনন্দনম্ ॥ ২
রোহিণ্যামথ নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠে স্বস্তি বাচ্য দ্বিজোত্তমান্
পুণ্যাহঘোষৈর্বিপুলৈর্দুর্গস্যারম্ভবান্ ক্রিয়াম্ ॥ ৩
ততঃ পঙ্কজপত্রাক্ষো যাদবান্ কেশিসূদনঃ
প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো দেবান্ গুরিরিবাপথা ॥ ৪
কল্পিতেয়ং ময়া ভূমিঃ পশ্যধ্বং দেবসদ্ভবৎ।
নাম চাস্যাঃ কৃতং পুর্য্যাঃ খ্যাতিং যদুপযাস্যতি ॥ ৫
ইয়ং দ্বারবতী নাম পৃথিব্যাং নির্ম্মিতা ময়া
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা শক্রস্যেবামরাবতী ॥ ৬
তস্যেবাস্যাঃ করিষ্যে চিহ্নান্যায়তনানি চ
চত্বরান্ রাজমার্গাংশ্চ সমাগন্তঃপুরাণি চ ॥ ৭
দেবা ইবাত্র মোদন্তু ভবন্তো বিগতজ্বরাঃ
বাধমানা রিপূংস্তাংস্তানুগ্রসেনপুরোগমাঃ ॥ ৮

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ, নিধিপতি শঙ্খ ও সুধর্ম্মাসভা আনয়ন, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুব্যবস্থাপূর্ব্বক সেস্থানে যাদবগণকে সংস্থাপন এবং রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাত-কালে সূর্য্যোদয় হইলে পর ভগবান্ নিত্যকর্ম্ম জপ-স্বাধ্যায়াদি সমাপন করিয়া বনমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১

তাহার পর তিনি দুর্গের জন্য উপযুক্ত স্থান দেখিবার ইচ্ছায় সেই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় যদুবংশের শ্রেষ্ঠ যাদবগণ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিলেন ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী নক্ষত্রে শ্রেষ্ঠ শনিবারে উত্তম ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া বিপুল পুণ্যাহঘোষের সহিত দুর্গনির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩

তাহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন জনমেজয় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বৃহস্পতির সঙ্গে ইন্দ্র দেবসভাতে কোনও কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ যাদবদিগকে বলিলেন ॥ ৪

আমি দেবসদনের ন্যায় এই ভূমিকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। আপনারা সকলে ইহাকে দর্শন করুন। আমি ইহার নামও স্থির করিয়াছি, যাহার দ্বারা ইহার খ্যাতি হইবে ॥ ৫

আমার দ্বারা এই পৃথিবীতে নির্ম্মিত এই পুরী দ্বারবতীনামে প্রসিদ্ধা হইবে এবং ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় এই পুরী রমণীয়া হইবে ॥ ৬

আমি এই পুরীর সেই সব চিহ্ন, সেই সব মন্দির, সেইরূপ চত্বরসমূহ, সেইরূপ রাজপথসমূহ ও সেইরূপ উত্তম অন্তঃপুর-সমূহ করাইব, যেরূপ অমরাবতীতে আছে ॥ ৭

যেরূপ দেবগণ অমরাবতীতে আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ

গৃহস্থাঃ বেশ্মবাস্তূনি কল্পয়ন্ত্বাং ত্রিকচত্বরাঃ
নীয়ন্ত্বাং রাজমার্গাশ্চ প্রাসাদস্য চ যা গতিঃ ॥ ৯
প্রেষ্যন্ত্বাং শিল্পিমুখ্যানাং যুক্তা যে বেশ্মকর্ম্মসু
নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাংশ্চ বেশ্মেষু প্রেষ্যকর্ম্মকরা ভবাঃ ॥ ১০
এবমুক্তে তু যদবো গৃহসংগ্রহতৎপরাঃ
যথানিবেশং সংহৃষ্টাশ্চক্রুর্বাস্তুপরিগ্রহম্ ॥ ১১
সূত্রহস্তাস্ততো মানং চক্রুর্যাদবসত্তমাঃ।
পুণ্যেঽহনি মহারাজ দ্বিজাতীনভিপূজ্য চ ॥ ১২
বাস্তুদৈবতকর্ম্মাণি বিধিনা কারয়ন্তি চ।
স্থপতীনথ গোবিন্দস্তত্রোবাচ মহামতিঃ ॥ ১৩
অস্মদর্থে সুবিহিতং ক্রিয়তামত্র মন্দিরম্
বিবিক্তঽত্বরপথং সুনিবিষ্টৈষ্টদৈবতম্ ॥ ১৪

তে তথেতি মহাবাহুমুক্ত্বা স্থপতয়স্তদা।
দুর্গকর্ম্মাণি সংস্কারানুপকল্প্য যথাবিধি ॥ ১৫
যথান্যায়ং নিনিমিরে দুর্গাণ্যায়তনানি চ
স্থানানি নিদধুশ্চাত্র ব্রহ্ম দীনাং যথাক্রমম্ ॥ ১৬
অপামগ্নেঃ সুরেশস্য সূনসোলূখলস্য চ
চাতুর্দৈবানি চত্বারি দ্বারাণি নিদধুশ্চ তে ॥ ১৭
শুঙ্গাক্ষমৈন্দ্রং ভল্লাটং পুষ্পদন্তং তথৈব চ।
তেষু বেশ্মসু যুক্তেষু যাদবেষু মহাত্মসু ॥ ১৮
পুর্য্যাঃ ক্ষিপ্রং নিবেশার্থে চিন্তয়ামাস মাধবঃ।
তস্য দৈবোত্থিতা বুদ্ধির্বিমলা ক্ষিপ্রকারিণী ॥ ১৯
পুর্য্যাঃ প্রিয়করী সা বৈ যদূনামভিবর্দ্ধিনী।
শিল্পিমুখ্যস্তু দেবানাং প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২০
বিশ্বকর্ম্মা স্বমতা বৈ পুরীং সংস্থাপয়িষ্যতি।
মনসা সমনুধ্যায় তস্যাগমনকারণম্
ত্রিদশাভিমুখঃ কৃষ্ণো বিবিক্তে সমপদ্যত ॥ ২১

উগ্রসেনাদি অন্যান্য সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেদের সজ্জিদিগকে শীঘ্রদান করিতে করিতে এই পুরীতে সানন্দে বাস করুন। ৮

গৃহসকলের শিলান্যাসের সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনুন। ত্রি-চত্বরসকল কল্পনা করুন। রাজপথসমূহের জন্য ভূমি মাপ করুন এবং রাজভবনে যাইবার যে পথ, তাহার জন্যও ভূমি মাপ করুন। ৯

গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত যে সব সুযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী আছে, তাহাদিগকে প্রেরণ করুন এবং স্থানে স্থানে প্রেষ্যকর্ম্মকারী (মজুর) ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করুন। ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথা বলিলে পর সমস্ত যাদবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকল গৃহের জন্য তাহাদের স্থিতি অনুসারে শিলান্যাসের নিমিত্ত আবশ্যক বস্তুরাশি সংগ্রহ করিলেন। ১১

মহারাজ! তদনন্তর শ্রেষ্ঠ যাদবগণ এক পবিত্র দিনে ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া হস্তে সূত্র গ্রহণ করত ভূমি মাপিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

তাঁহারা বাসুদেবের পূজাদি কর্ম্মসমূহও বিধি অনুসারে সম্পন্ন করাইলেন। তাহার পর মহামতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেস্থানে স্থপতিদিগকে বলিলেন। ১৩

তোমরা আমাদের সকলের জন্য সুন্দর পদ্ধতিতে এক মন্দির নির্ম্মাণ কর, যাহাতে আমাদের ইষ্টদেবতাকে উত্তম বিধি অনুসারে স্থাপিত করা হইবে। এ স্থানের মার্গ ও চত্বর পৃথক্ থাকিবে। ১৪

তখন সেই স্থপতিগণ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া বিধিপূর্ব্বক দুর্গ-কর্ম্ম (দুর্গনির্ম্মাণসম্বন্ধী প্রারম্ভিক কার্য্যাদি) এবং সংস্কার (ভূমিশোধন—কণ্টকনিবারণাদি) করিয়া যথোচিত রীতিতে বিভিন্ন দুর্গ ও মন্দিরসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে ক্রমশঃ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের জন্য স্থান প্রস্তুত করিলেন। ১৫-১৬

ইহারা জল, অগ্নি, ইন্দ্র ও শিলা-উলূখল—এই চার দেবতার জন্য চারিটি দ্বার নির্ম্মাণ করিলেন (অথবা শুঙ্গাক্ষাদি চার দেবতার জন্য দ্বার প্রস্তুত করিলেন।)। ১৭

সেই স্থপতিগণ শুঙ্গাক্ষ, ঐন্দ্র, ভল্লাট ও পুষ্পদন্ত—এই চার দেবতার মূর্ত্তিও নির্ম্মাণ করিলেন এবং ইহাদের জন্য উপযুক্ত স্থানও প্রস্তুত করিলেন। যখন মহাত্মা যাদবগণ সেই ভবন নির্ম্মাণকার্য্যে রত ছিলেন, তখন মাধব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিভাবে এই পুরী নির্ম্মিত হইবে? ১৮।

তখন দৈববশতঃ তাঁহার মধ্যে পুরীর শীঘ্রনির্ম্মাণকারিণী নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হইল, যাহা যাদবগণের প্রিয় ও অভ্যুদয়কারিণী ছিল। ১৯।

তিনি চিন্তা করিলেন—দেবগণের প্রধান শিল্পী প্রজাপতিপুত্র বিশ্বকর্ম্মা এই কার্য্যে সমর্থ। তিনিই নিজের বুদ্ধি অনুসারে এই পুরী স্থাপিত করিবেন। ২০।

মনে মনে এই কথা চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একান্ত স্থানে বিশ্বকর্ম্মার আগমনের জন্য দেবগণের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিলেন। ২১

তস্মিন্নেব ততঃ কালে শিল্পাচার্য্যো মহামতিঃ।
বিশ্বকর্ম্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্য প্রমুখে স্থিতঃ ॥ ২১

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

শক্রেণ প্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং তব বিষ্ণো ধৃতব্রত।
কিঙ্করঃ সমনুপ্রাপ্তঃ শাধি মাং কিং করোমি তে ॥ ২৩
যথাসৌ দেবদেবো মে শঙ্করশ্চ যথাবয়ঃ।
তথা ত্বং দেব মান্যো মে বিশেষো নাস্তি বঃ প্রভো ॥২৪
ত্রৈলোক্যস্যাপিকাং বাচমুৎসৃজস্ব মহাভুজ।
এষোঽস্মি পরিদৃষ্টার্থঃ কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ॥২৫
শ্রুত্বা বিনীতং বচনং কেশবো বিশ্বকর্ম্মণঃ।
প্রত্যুবাচ যদুশ্রেষ্ঠঃ কংসারিরতুলং বচঃ ॥ ২৬
শ্রুতার্থো দেবগুহ্যস্য ভবান্ যত্র বয়ং স্থিতাঃ।
অবশ্যং হ্যিহ কর্ত্তব্যং সদনং মে সুরোত্তম ॥ ২৭

এই সময় পরম বুদ্ধিমান্ শিল্পাচার্য্য সুরশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ২২

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—ব্রতধারী বিষ্ণো! ইন্দ্র আমাকে শীঘ্র আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। সেবক আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ২৩

দেব! প্রভো! যেরূপ দেবাধিদেব ব্রহ্মা ও অবিনাশী ভগবান্ শঙ্কর আমার মাননীয়, সেইরূপ আপনিও আমার মাননীয়। আমার ধারণা অনুসারে আপনাদের তিনজনের মধ্যে কোনও ভেদ নাই ॥ ২৪

মহাবাহো! আপনার বাক্য ত্রিলোকের জ্ঞানপ্রদায়ক (অথবা ত্রিলোককে আজ্ঞাদান করিতে সমর্থ)। আপনি আমার প্রতি সেই বাক্য প্রয়োগ করুন। আমি শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী, এই আমি আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছি। আজ্ঞা-দান করুন, কোন্ কার্য্য করিব? ২৫

বিশ্বকর্ম্মার এই বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কংসধ্বংসী মহা-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুপম বাক্য বলিলেন ॥ ২৬

সুরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে দেবগণের যে গুপ্ত সভা হইয়াছিল, যাহাতে আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম, সেস্থানে তুমিও ছিলে: অতএব দেবগণের যে গূঢ় প্রয়োজন, তাহা তুমিও শুনিয়াছ। সেই কারণে এস্থানে আমার বাসের জন্য অবশ্যই সুন্দর সদন নির্ম্মাণ করিতে হইবে ॥ ২৭

তদিয়ং পুরী প্রকাশার্থং নিবেশ্যা ময়ি সুব্রত।
মৎপ্রভাবানুরূপৈশ্চ গৃহৈশ্চেয়ং সমন্ততঃ ॥ ২৮
উত্তমা চ পৃথিব্যাং বৈ যথা স্বর্গেঽমরাবতী।
তথেয়ং হি ত্বয়া কার্য্যা শক্রো হ্যসি মহামতে ॥ ২৯
মম স্থানমিদং কার্য্যং যথা বৈ ত্রিদিবে তথা।
মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তু মে লক্ষ্মীং পূর্ণাং যদুকুলস্য চ ॥ ৩০
এবমুক্তস্ততঃ প্রাহ বিশ্বকর্ম্মা মতীশ্বরঃ
কৃষ্ণমরিষ্টকর্ম্মাণং দেবারিত্রবিনাশনম্ ॥ ৩১
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি যদুয়াভিহিতং প্রভো।
পুরী হ্যিয়ং জনস্যাস্য ন পর্য্যাপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৩২
ভবিষ্যতি চ বিস্তীর্ণা বৃদ্ধিরস্যাস্তু শোভনা।
চত্বারঃ সাগরা হ্যস্যাং বিচরিষ্যন্তি রূপিণঃ ॥ ৩৩
যদীচ্ছেৎ সাগরঃ কিঞ্চিদুৎসৃষ্টুমপি তোয়রাট্।
ততঃ স্থায়িফলক্ষণ্যা পুরী স্যাৎ পুরুষোত্তম ॥ ৩৪

উত্তম ব্রতধারী দেব! আমার জন্য নিজের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তোমাকে এই নগরী স্থাপন করিতে হইবে এবং ইহার ভবনসমূহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই পুরী সর্ব্বদিক্ দিয়া আমার প্রভাবের অনুরূপ গৃহসমূহের দ্বারা সুশোভিত হইবে ॥ ২৮

মহামতে! যেরূপ স্বর্গে অমরাবতী পুরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পৃথিবীতে এই পুরী যাহাতে সর্ব্বোত্তম হইতে পারে, তাদৃশ প্রযত্ন করিয়া তুমি এই পুরী নির্ম্মাণ কর; কারণ, তুমি এই কার্য্যে সমর্থ ॥ ২৯

আমার এই স্থান সেইভাবে নির্ম্মাণ করিবে, যেরূপ বৈকুণ্ঠ-ধাম। যাহাতে এ স্থানের সকল মানুষ আমার, এই পুরীর এবং যদুকুলের বৈভব দেখিতে পায় ॥ ৩০

তিনি এইরূপ কথা বলিলে পর বুদ্ধিপতি বিশ্বকর্ম্মা অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী দেবশত্রুবিনাশক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৩১

প্রভো! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, আমি তৎসমস্তই করিব; কিন্তু পুরীর জন্য যে ভূমি আছে, তাহা এই বিশাল জনসমূহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না ॥ ৩২

পুরুষোত্তম! আপনি ইচ্ছা করিলে ইহা বিস্তৃত হইতে পারিবে। আমার ইচ্ছা, ইহার সুন্দর বিস্তার হউক। ইহাতে চার সমুদ্র মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিচরণ করিবে। যদি জলপতি সমুদ্র কিছু ভূমি দান করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে এই পুরী ভালভাবে বিস্তৃত ও উত্তম লক্ষণসমূহে সম্পন্ন হইতে পারিবে ॥ ৩৩-৩৪

এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রাগেব কৃতনিশ্চয়ঃ।
সাগরং সরিতাং নাথমুবাচ বদতাং বরঃ ॥ ৩৫
সমুদ্র দশ চ দ্বে চ যোজনানি জলাশয়ে।
প্রতিসংহ্রিয়তামাত্মা যদ্যস্তি ময়ি মান্যতা ॥ ৩৬
অবকাশে ত্বয়া দত্তে পুরীয়ং মামকং বলম্।
পর্য্যাপ্তবিষয়া রম্যা সমগ্রং বিসহিষ্যতি ॥ ৩৭
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা নদনদীপতিঃ
স মারুতেন যোগেন উৎসসর্জ্জ জলাশয়ম্ ॥ ৩৮
বিশ্বকর্ম্মা ততঃ প্রীতঃ পূর্য্যাঃ সংলক্ষ্য বাস্তু তৎ।
গোবিন্দে চৈব সম্মানং কৃতবান্ সাগরস্তদা ॥ ৩৯
বিশ্বকর্ম্মা ততঃ কৃষ্ণমুবাচ বসুনন্দনম্।
অদ্যপ্রভৃতি গোবিন্দ সর্ব্বে সমবিরোহত ॥ ৪০
মনসা নির্ম্মিতা হ্যেষা ময়া পুঃ প্রবরা বিভো।
অচিরেণৈব কালেন গৃহসম্বাধশালিনী ॥ ৪১
ভবিষ্যতি পুরী রম্যা সুদ্বারা প্রাকারতোরণা
চত্বাট্টালককেয়ূরা পৃথিব্যাঃ ককুদোপমা ॥ ৪২
অন্তঃপুরঞ্চ কৃষ্ণস্য পরিচর্য্যাক্ষয়ং মহৎ।
চকার তস্যাঃ পূর্য্যাঃ বৈ দেশে ত্রিদশপূজিতে ॥ ৪৩
ততঃ সা নির্ম্মিতা কান্তা পুরী দ্বারাবতী তদা।
মানসেন প্রযত্নেন বৈষ্ণবী বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৪
বিধানবিহিতদ্বারা প্রাকারবরশোভিতা।
পরিখাচয়সংগুপ্তা দৃঢ়প্রাকারতোরণা ॥ ৪৫
কান্তনারীনরগণা বণিগ্‌ভিরুপশোভিতা।
নানাপণ্যগণাকীর্ণা খেচরীব চ গাং গতা ॥ ৪৬
প্রপাবাপীপ্রসম্বোধা উদ্যানৈরুপশোভিতা।
সমন্ততঃ সংবৃতাঙ্গী বনিতেবায়তেক্ষণা ॥ ৪৭

বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ কথা বলিলে পর যিনি পূর্ব্বেই সমুদ্রের নিকট হইতে কিছু ভূমি গ্রহণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, সেই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নদীসকলের পতি সমুদ্রকে বলিলেন ॥ ৩৫

সমুদ্র! যদি আমার প্রতি তোমার সম্মানবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার বাক্যে বার যোজন পর্য্যন্ত জলাশয়ে নিজের স্বরূপকে (জলকে) সরাইয়া লও ॥ ৩৬

তুমি স্থান দান করিলে পর এস্থানে নির্ম্মীয়মাণ পুরীর প্রদেশ পর্য্যাপ্ত বিস্তার প্রাপ্ত হইবে এবং এই রমণীয় পুরী আমার সমস্ত সৈন্যভার সহ্য করিতে পারিবে ॥ ৩৭

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নদ-নদীপতি সমুদ্র মারুতযোগের সাহায্যে নিজের জলাশয়ের জলের উপসংহার করিয়া তত পরিমাণ ভূমি ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৩৮

পুরীর এই বিশাল বাস্তু দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রীতিলাভ করিলেন। সমুদ্র সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর বিশ্বকর্ম্মা বসুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—গোবিন্দ! আপনারা সকলে আজ হইতেই এই পুরীতে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হউন ॥ ৪০

প্রভো! আমি মনের দ্বারা এই শ্রেষ্ঠ পুরীকে নির্ম্মাণ করিয়াছি। এখন অল্পকালের মধ্যেই গৃহসমূহের পঙ্‌ক্তিতে সুশোভিতা হইয়া রমণীয় পুরীরূপে প্রকটিত হইবে। ইহার দ্বার সুন্দর হইবে এবং তোরণ সর্ব্বোচ্চ ও মনোহর হইবে। টীলা, প্রাচীর ও অট্টালিকাসমূহ এই পুরীর কেয়ূররূপে অলঙ্কৃত থাকিবে। এই পুরী ভূতলে পৃথিবীর ককুদের সমান শোভা পাইবে ॥ ৪১-৪২

বিশ্বকর্ম্মা এই পুরীর দেবপূজিত প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিশাল অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিলেন, যাহার মধ্যে পরিচর্য্যার (স্নানাদির) জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মিত ছিল ॥ ৪৩

এইরূপে সেই সমস্ত বিশ্বকর্ম্মা মানসিক প্রযত্নের (সঙ্কল্পের) দ্বারা সেই কমনীয় বৈষ্ণবী পুরী দ্বারবতীর নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ৪৪

ইহার দ্বার শিল্পশাস্ত্রের বিধি অনুসারে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ প্রাচীর ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। পরিখা ও টীলার দ্বারা এই পুরী সুরক্ষিত ছিল এবং ইহার মধ্যে অট্টালিকা, প্রাচীর ও তোরণ যথাস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥ ৪৫

সুন্দর নর-নারীগণ সেখানে বসবাস করিতে লাগিল। বণিক্‌গণ ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। নানা প্রকার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহ ও ক্রয়স্থান (দোকান) প্রভৃতির দ্বারা ইহা পূর্ণ ছিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—আকাশে বিচরণকারী সেই পুরী ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে ॥ ৪৬

এই পুরীর পানীয়শালা ও বাপীসমূহ স্বচ্ছ জলে পূর্ণ ছিল এবং নানা প্রকারের উদ্যান ইহাকে সর্ব্বদিক্ দিয়া সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃতা বিশাললোচনা রমণীর ন্যায় এই পুরী প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৭

সমৃদ্ধচত্বরবতী বেশ্মোত্তমঘনাচিতা।
রথ্যাকোটিসহস্রাঢ্যা শুভ্রাঙ্গপথশোভনা ॥ ৬৮
দৃষ্ট্বয়ন্তী সমুদ্রং সা স্বর্গমিন্দ্রপুরী যথা।
পৃথিব্যাং সর্বরত্নানামেকা নিচয়শালিনী ॥ ৪৯
সুরাণামপি সুক্ষেত্রা সামন্তক্ষোভকারিণী।
অপ্রকাশং তথাকাশং প্রাসাদৈরুপকুর্বতী ॥ ৫০
পৃথিব্যাং পৃথুরাষ্ট্রায়াং জনৌঘপ্রতিনাদিতা।
ওঘৈশ্চ বারিরাজস্য শিশিরীকৃতমারুতা ॥ ৫১
অনুপোপবনৈঃ কান্তৈঃ কান্ত্যা জনমনোহরা।
সতারকা দ্যৌরিব সা দ্বারকা প্রত্যরাজত ॥ ৫২
প্রাকারেণার্কবর্ণেন শাতকৌম্ভেন সংবৃতা।
হিরণ্যপ্রতিবর্ণৈশ্চ গৃহৈর্গম্ভীরনিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৩
শুভ্রমেঘপ্রতীকাশৈর্ধবলৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতা।
কচিৎ কচিদ্ঘনপ্রাখ্যৈরুপাবৃতমহাপথা ॥ ৫৪
তামাবসৎ পুরীং কৃষ্ণঃ সর্বৈ যাদবনন্দনাঃ।
অভিপ্রতস্থুরাকীর্ণাং সোমঃ খমিব তারকৈঃ ॥ ৫৫
(বিশ্বকর্মকৃতাং দিব্যাং রত্নজালসমাকুলাম্।)
বিশ্বকর্মা চ তাং কৃত্বা পুরীং শক্রপুরীমিব।
জগাম ত্রিদিবং দেবো গোবিন্দেনাভিপূজিতঃ ॥ ৫৬
দৃষ্ট্বশ্চ বুদ্ধিরভবৎ কৃষ্ণস্য বিদিতাত্মনঃ।
জনামিমান্ ধনৌঘৈশ্চ তর্পয়েয়মহং যদি ॥ ৫৭
স বৈশ্রবণসংস্পৃষ্টৈঃ নিধানানুত্তমং নিধিম্।
শঙ্খমাহরয়তোপেন্দ্রো নিশি স্বে ভবনে প্রভুঃ ॥ ৫৮
স শঙ্খঃ কেশবাহ্বানং জ্ঞাত্বা হি নিধিরাট্ স্বয়ম্।
আজগাম সমীপং বৈ তস্য দ্বারবতীপতেঃ ॥ ৫৯
স শঙ্খঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিনয়াদবনিং গতঃ।
কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা বৈশ্রবণং তথা ॥ ৬০

ইহার চত্বর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার অট্টাঙ্গ ভবনসমূহ মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত ছিল। এই পুরীতে কোটি সহস্র ক্ষুদ্রপথে (গলিপথে) পূর্ণ ছিল এবং উজ্জ্বল রাজপথের দ্বারা ইহার উৎকৃষ্ট শোভা হইতেছিল ॥ ৪৮

যেরূপ ইন্দ্রপুরী অমরাবতী স্বর্গের শোভা বর্দ্ধন করে, সেইরূপ এই দ্বারবতীপুরী সমুদ্রের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। ইহা পৃথিবীতে সমস্ত রত্নরাশির সঞ্চয়ে সুশোভিতা একমাত্র নগরী ছিল ॥ ৪৯

দ্বারকাপুরী দেবগণের পক্ষেও পুণ্যক্ষেত্র ছিল। সীমান্তবর্তী নরপতিগণের মনে ক্ষোভ উৎপাদনকারিণী এই নগরী নিজের অট্টাঙ্গ প্রাসাদসমূহের দ্বারা আকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া ছিল ॥ ৫০

বহু রাজাযুক্ত এই পৃথিবীতে স্থাপিতা দ্বারকাপুরী জন-সমূদায়ের কোলাহলে মুখরিতা ছিল এবং জলপতি সমুদ্রের প্রবাহ ও উত্তাল তরঙ্গসমূহের সহিত সম্পৃক্ত থাকায় এ স্থানের বায়ু সদা শীতল ছিল ॥ ৫১

সমুদ্রের জলপ্রায় তীরে স্থিত কমনীয় উপবনসমূহের দ্বারা বেষ্টিতা হইয়া অনুপম কান্তিতে এই দ্বারকাপুরী মনুষ্যগণের মনকে মোহিত করিতেছিল এবং নক্ষত্রসকলে পূর্ণ আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৫২

সূর্যতুল্য বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণময় প্রাচীরে আবৃতা এই নগরী গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত স্বর্ণনির্মিত ভবনসমূহ ও মেঘখণ্ডসদৃশ উজ্জ্বল ধবলসকল এবং অট্টালিকাসমূহের দ্বারা সুশোভিতা ছিল ॥ ৫৩

কোনও কোনও স্থানে বৃহৎ ভবনসমূহের ছায়ায় ইহার বিশাল পথসকল আচ্ছাদিত ছিল। এরূপ দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত যাদবনন্দনগণ বাস করিতে লাগিলেন। এই পুরী অতীষ্টজনসমূহে পূর্ণা ছিল। যেরূপ চন্দ্র আকাশকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পুরীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছিলেন ॥ ৫৪-৫৫

ইন্দ্রপুরী অমরাবতীসদৃশ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়া দেব বিশ্বকর্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৬

তাহার পর আত্মজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনে পুনরায় এই বুদ্ধির উদয় হইল যে, এস্থানের এই জনগণকে যদি আমি ধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারি, তবে ভালই হয় ॥ ৫৭

তখন সেই ভগবান্ উপেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ কুবেরের সম্পর্কে স্থিত নিধিসকলের মধ্যে উত্তমনিধি শঙ্খকে রাত্রিকালে নিজের ভবনে আহ্বান করিলেন ॥ ৫৮

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন' ইহা জানিয়া নিধিরাজ শঙ্খ স্বয়ংই দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিলেন ॥ ৫৯

তখন সেই শঙ্খ বিনয়সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলেন এবং কুবেরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ৬০

ভগবন্ কিং ময়া কার্য্যং ধনরক্ষিণা।
নিযোজয় মহাবাহো যৎ কার্য্যং যদুনন্দন ॥ ৬১
তমুবাচ হৃষীকেশঃ শঙ্খং গুরুকমুত্তমম্
জনাঃ কৃশধনা যেঽস্মিংস্তান্ ধনেনাভিপূরয় ॥ ৬২
নেচ্ছামানশিতং দ্রষ্টুং কৃশং মলিনমেব চ।
দেহীতি চৈব যাচন্তং নগর্য্যাং নির্ধনং নরম্ ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গৃহীত্বা শাসনং মূর্দ্ধ্না নিধিরাট্ কেশবস্য হ।
নিধীনাজ্ঞাপয়ামাস দ্বারবত্যাং গৃহে গৃহে ॥ ৬৪
ধনৌঘৈরভিবর্ষধ্বং চক্রুঃ সর্ব্বং যথা চ তে।
নাধনো বিদ্যতে তত্র ক্ষীণভাগ্যোঽপি বা নরঃ ॥ ৬৫
কৃশো বা মলিনো বাপি দ্বারবত্যাং কথঞ্চন
দ্বারবত্যাং পুরি পুরা কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৬
চকার বাসোরাহ্বানং ভূয়শ্চ পুরুষোত্তমঃ।
তত্রস্থ এব ভগবান্ যাদবানাং প্রিয়ঙ্করঃ ॥ ৬৭

প্রাণযোনিস্তু ভূতানামুপতস্থে গদাধরম্
একমাসীনমেকান্তে দেবগুহ্যধরং প্রভুম্ ॥ ৬৮
কিং ময়া দেব কর্ত্তব্যং সর্ব্বগেনাশুগামিনা
যথৈব দূতো দেবানাং তথৈবাস্মি তবানঘ ॥ ৬৯
তমুবাচ ততঃ কৃষ্ণো রহস্যং পুরুষো হরিঃ।
মারুতং জগতঃ প্রাণং রূপিণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৭০
গচ্ছ মারুত দেবেশমনুজ্ঞাপ্য সহামরৈঃ।
সভাং সুধর্ম্মামাদায় দেবেভ্যস্ত্বমিহানয় ॥ ৭১
যাদবা ধার্ম্মিকা যেতে বিক্রান্তাশ্চ সহস্রশঃ।
তস্যাং বিশেষুরেতে বৈ ন তু যা কৃত্রিমা ভবেৎ ॥ ৭২
যা হ্যক্ষয়া সভা রম্যা কামগা কামরূপিণী।
সা যদূন্ ধারয়েৎ সর্ব্বান্ যথৈব ত্রিদশাংস্তথা ॥ ৭৩
সংগৃহ্য বচনং তস্য কৃষ্ণস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বায়ুরাস্থোপমগতির্জগাম ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৭৪

ভগবন্! আমি দেবগণের ধনরক্ষক। মহাবাহু যদুনন্দন! আমাকে কি করিতে হইবে? যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন ॥ ৬১

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই শঙ্খনামক উত্তম গুহ্যককে বলিলেন—এই নগরে যে সব নির্ধন ও অল্পধন মানুষ আছে, তুমি তাহাদিগকে ধনে পূর্ণ করিয়া দাও ॥ ৬২

আমি এই নগরীতে এরূপ কোনও মানুষকে দেখিতে ইচ্ছা করি না, যে ভোজন না পাইয়া উপবাস করে, যে দুর্ব্বল ও এবং 'দাও' বলিয়া কাহারও সম্মুখে ভিক্ষা করে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিধিপতি শঙ্খ সমস্ত নিধিদিগকে আদেশ করিলেন—তোমরা সকলে দ্বারকার প্রতি গৃহে যাইয়া ধনরাশি বর্ষণ কর। তখন সেই নিধিরা তাহাই করিল ॥ ৬৪

এইভাবে পুরাকালে মহাত্মা কেশবের পুরী দ্বারকায় কোনও মানুষ কোন রূপেই নির্ধন কিংবা ভাগ্যহীন ছিল না। কেহ দুর্ব্বল বা মলিনও ছিল না ॥ ৬৫-৬৬

তাহার পর যাদবগণের প্রিয়কারী পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় অবস্থান করিয়াই পুনরায় বায়ুদেবকে আহ্বান করিলেন ॥ ৬৭

সমস্ত ভূতগণের প্রাণের যোনিস্বরূপ বায়ুদেব একান্তে একাকী উপবিষ্ট এবং দেবগণের গুপ্ত প্রয়োজনকে যিনি নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮

তিনি বলিলেন,—দেব! আমি শীঘ্রগামী এবং সর্ব্বগ (সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ)। আমাকে আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে? অনঘ! আমি যেরূপ দেবগণের দূত, সেইরূপ আপনারও দূত ॥ ৬৯

জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া অন্তর্য্যামী পাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই রহস্যপূর্ণ বাক্য বলিলেন ॥ ৭০

মারুত! তুমি যাও। দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রকে সমাদর করত তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবগণের নিকট হইতে সুধর্ম্মানামক দেবসভাকে এস্থানে আনয়ন কর ॥ ৭১

এই সহস্র সহস্র ধর্ম্মাত্মা ও পরাক্রমশালী যাদব সেই সভায় উপবেশন করিবে, যাহা কৃত্রিম (ক্ষণভঙ্গুর) নহে ॥ ৭২

যে সভা অক্ষয়, রমণীয়, ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ এবং সভাসদ্গণের ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করে, সেই সুধর্ম্মা সভা নিজের মধ্যে এই সমস্ত যদুবংশীয়গণকে সেইভাবে ধারণ করিবে, যেরূপ সে দেবতাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৭৩

অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণের এই সংবাদ গ্রহণ করিয়া নিজেরই তুল্য গতি অবলম্বন করত বায়ুদেব স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৭৪

সোঽনুমান্য সুরান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণবাক্যাৎ নিবেদ্য চ।
সভাং সুধর্ম্মামাদায় পুনরায়াদ্মহীতলম্ ॥ ৭৫
সুধর্ম্মাথ সুধর্ম্মাং তাং কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
দেবো দেবসভাং দত্ত্বা বাসুদেবস্তরোঽধীয়ত ॥ ৭৬
দ্বারবত্যাস্তু সা মধ্যে কেশবেন নিবেশিতা।
সুধর্ম্মা যত্নমুখ্যানাং দেবানাং ত্রিদিবে যথা ॥ ৭৭
এবং নিবৈশ্চ ভোগৈশ্চ জলজৈশ্চ হরিঃ
দ্রবৈরলঙ্করোত্তি স্ম পুরীং স্বাং প্রমদামিব ॥ ৭৮
মর্য্যাদাশ্চৈব সঙ্ক্রে শ্রেণীশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
বলাধ্যক্ষাংশ্চ যুক্তাংশ্চ প্রকৃতীশ্চাস্তথৈব চ ॥ ৭৯
উগ্রসেনং নরপতিং কাশ্যং চাপি পুরোহিতম্।
সেনাপতিমনাধৃষ্টিং বিকল্পং মন্ত্রিপুঙ্গবম্ ॥ ৮০
যাদবানাং কুলকরান্ স্থবিরান্ দশ তত্র বৈ।
মতিমান্ স্থাপয়ামাস সর্ব্বকার্য্যেষনন্তরান্ ॥ ৮১
রথেষ্বতিরথো দান্তা দারুকঃ কেশবস্য বৈ
যোধমুখ্যশ্চ যোধানাং প্রবরঃ সাত্যকিঃ কৃতঃ ॥ ৮২
বিধানমেবং কৃত্বাথ কৃষ্ণঃ পূর্য্যামনিন্দিতঃ।
মুমুদে যদুভিঃ সার্দ্ধং লোকস্রষ্টা মহীতলে ॥ ৮৩
রেবতস্যাথ কন্যাঞ্চ রেবতীং শীলসম্মতাম্
প্রাপ্তবান্ বলদেবস্তু কৃষ্ণস্যানুমতে তদা ॥ ৮৪
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
দ্বারবতীনির্ম্মাণেঽষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

তিনি সমস্ত দেবগণকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য নিবেদন করত তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে সুধর্ম্মা সভাকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় ভূতলে আসিলেন। ৭৫

অনায়াসে মহৎ কর্মকারী সুধর্ম্মাতা শ্রীকৃষ্ণকে সেই সুধর্ম্মা-নামক দেবসভা প্রদান করত বাসুদেব অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৭৬

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর মধ্যভাগে সেই সুধর্ম্মা সভাকে স্থাপিত করিলেন। যেরূপ স্বর্গলোকে দেবগণের সভা ছিল, সেইরূপ ভূতলে দ্বারকাপুরীতে যদুশ্রেষ্ঠগণের এই সভা বর্ত্তমান রহিল। ৭৭

এইভাবে অবিনাশী শ্রীহরি দিব্য ভোগসমূহের দ্বারা এবং সমুদ্রের জলে উৎপন্ন দ্রব্য (রত্ন)-সমূহের দ্বারা নিজের পুরীকে যুবতী স্ত্রীর ন্যায় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৭৮

তিনি সকলেরই জন্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা বাঁধিয়া দিলেন। বন্দিগণ, প্রজাজন, সেনাপতি এবং প্রধানবর্গের শাসকগণের জন্যও সমুচিত মর্য্যাদা স্থাপিত করিলেন। ৭৯

উগ্রসেনকে দ্বারকার রাজা করিলেন, কাশীর বিদ্বান সান্দীপনি মুনিকে পুরোহিত করিলেন, অনাধৃষ্টিকে সেনাপতি এবং বিকল্পকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ৮০

বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের বংশধর দশ জন বৃদ্ধ পুরুষকে (উদ্ধব, বসুদেব, কঙ্ক, বিপৃথু, শ্বফল্ক, চিত্রক, গদ, সত্যক, বলভদ্র ও পৃথু—এই দশ বৃদ্ধ পুরুষকে) সকল কার্য্যে পরামর্শদানের জন্য অব্যবহিত মন্ত্রীর পদে স্থাপিত করিলেন। ৮১

রথী বীরগণের মধ্যে অতিরথ বীর দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সারথি হইলেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিই সমস্ত যাদবগণের মধ্যে প্রধানরূপে স্থিরীকৃত হইলেন। ৮২

সমস্ত লোকসমূহের স্রষ্টা অনিন্দ্য কীর্ত্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বৈধানিক ব্যবস্থা করিয়া দ্বারকা পুরীতে যাদবগণের সহিত আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। ৮৩

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিতে বলদেব রাজা রেবতের সুশীলা কন্যা রেবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ৮৪

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে দ্বারবতীর নির্ম্মাণবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণ্যা অপহরণম্, জরাসন্ধ-শিশুপালাদিভিঃ সহ যাদবানাং ভীষণং যুদ্ধঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এতস্মিন্নেব কালে তু জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
নৃপানুদযোজয়ামাস চেদিরাজপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ১
সুতায়া ভীষ্মকস্যাথ রুক্মিণ্যা রুক্মভূষণঃ
শিশুপালস্য নৃপতের্বিবাহো ভবিতা কিল ॥ ২
বসুদেবস্য তনয়ং সুবক্ত্রমমিতৌজসম্
সহস্রাক্ষসমং যুদ্ধে মায়াশতবিশারদম্ ॥ ৩
পৌণ্ড্রস্য বাসুদেবস্য তথা পুত্রং মহাবলম্
সুদেবং বীর্যসম্পন্নং পৃথগক্ষৌহিণীপতিম্ ॥ ৪
একলব্যস্য পুত্রঞ্চ বীর্যবন্তং মহাবলম্ :
পুত্রঞ্চ পাণ্ডুরাজস্য কলিঙ্গাধিপতিং তথা ॥ ৫
কৃতাপ্রিয়ঞ্চ কৃষ্ণেন বেণুদারিং নরাধিপম্
অংশুমন্তং তথা ক্রাথং ক্রতুধর্মাণমেব চ ॥ ৬
নিরস্তশত্রুং কালিঙ্গং গান্ধারাধিপতিং তথা।
প্রসহ্য চ মহাবীর্যং কৌশাম্বীধিপমেব চ ॥ ৭
ভগদত্তো মহাসেনঃ শলঃ শাল্বো মহাবলঃ।
ভূরিশ্রবা মহাসেনঃ কৃতিবীর্যশ্চ বীর্যবান্।
স্বয়ং বরার্থং সম্প্রাপ্তা ভোজরাজনিবেশনে ॥ ৮

জনমেজয় উবাচ

কস্মিন্ দেশে নৃপো জজ্ঞে রুক্মী বেদবিদাং বরঃ
কস্যান্বয়ে দ্বাতিমান্ সম্ভূতো দ্বিজসত্তম ॥ ৯

বৈশম্পায়ন উবাচ

রাজর্ষের্যাদবস্যাসীদ্ বিদর্ভো নাম বৈ সুতঃ।
বিন্ধ্যস্য দক্ষিণে পার্শ্বে বিদর্ভাং যো ন্যবেশয়ৎ ॥ ১০
ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাস্তু পুত্রাস্তস্য মহাবলাঃ
বভূবুর্বীর্যসম্পন্নাঃ পৃথগ্ বংশকরা নৃপাঃ ॥ ১১
তস্যান্বয়ে ভীমস্য জজ্ঞিরে বৃষ্ণয়ো নৃপাঃ।
ক্রথস্য ত্বংশুমান্ বংশে ভীষ্মকঃ কৈশিকস্য তু ॥ ১২

একোনষষ্টিতম অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে অপহরণ এবং জরাসন্ধ-শিশুপালাদির সহিত যাদবগণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সময় প্রতাপশালী জরাসন্ধ চেদিরাজ শিশুপালের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় রাজাদিগকে একত্র করিবার উদ্যোগ করিলেন। ১

তিনি সর্বত্র এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী এবং শিশুপালের বিবাহ হইবে। ইহাতে কেবল সুবর্ণই আভূষণরূপে ব্যবহৃত হইবে। ২

বসুদেবের পুত্র অমিততেজস্বী সুবক্ত্র। ইনি শত মায়ার পারদর্শী ছিলেন এবং যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। (জরাসন্ধ ইঁহাকে আহ্বান করিলেন।) ৩

পৌণ্ড্রক বাসুদেবের মহাবল ও পরাক্রমসম্পন্ন পুত্র সুদেবকেও জরাসন্ধ আহ্বান করিলেন। এই সুদেব পৃথক্ এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। ৪

একলব্যের মহাবল ও পরাক্রমশালী পুত্রকে, পাণ্ডুরাজের পুত্রকে, কলিঙ্গদেশের অধিপতিকে, শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রিয় করিয়াছিলেন, সেই রাজা বেণুদারিকে, ক্রথপুত্র অংশুমান্ ও ক্রতুধর্মাকে, শত্রুগণকে পরাজিতকারী কলিঙ্গরাজকে এবং মহাপরাক্রমী কৌশাম্বীপতিকে জরাসন্ধ বলপূর্বক আহ্বান করিলেন। ৫-৭

বিশাল সৈন্যসহ রাজা ভগদত্ত, শল, মহাবল শাল্ব, বিশাল সৈন্যযুক্ত ভূরিশ্রবা এবং পরাক্রমশালী কৃতিবীর্য—ইঁহারা সকলে স্বয়ংই বর শিশুপালের জন্য ভোজরাজ ভীষ্মকের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৮

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্যুতিমান্ রাজা রুক্মী কোন্ দেশে ও কোন্ কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! রাজর্ষি যাদবের বিদর্ভ নামে এক পুত্র ছিল। এই বিদর্ভ বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ পার্শ্বে বিদর্ভা নগরীতে বাস করিতেন। ১০

বিদর্ভের ক্রথ, কৈশিকাদি বহু মহাবল পুত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরাক্রমসম্পন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ বংশের প্রবর্তক নরপতি ছিলেন। ১১

রাজর্ষি যাদবেরই বংশে ভীম হইতে বৃষ্ণিবংশের রাজাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রথের বংশে এবং কৈশিকের বংশজ পুত্র হইলেন ভীষ্মক। ১২

হিরণ্যরোমেত্যাহুর্যং দাক্ষিণাত্যেশ্বরং নৃপাঃ।
অগস্ত্যগুপ্তামাশাং যঃ কৃত্তিনগরোঽধশাৎ পঃ ॥ ১৩
রুক্মী তস্যাভবৎ পুত্রো রুক্মিণী চ বিশাম্পতে।
রুক্মী চাস্ত্রাণি দিব্যানি ক্রমাৎ প্রাপ মহাবলঃ ॥ ১৪
জামদগ্ন্যাত্তথা রামাদ্ ব্রাহ্মমস্ত্রমবাপ্তবান্।
প্রাম্পর্দ্ধত স কৃষ্ণেন নিত্যমদ্ভুতকর্মণা ॥ ১৫
রুক্মিণী স্বভবদ্ রাজন্ রূপেণাসদৃশী ভুবি।
চকমে বাসুদেবস্তাং শ্রবাদেব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৬
স তয়া চাভিলষিতঃ শ্রবাদেব জনার্দ্দনঃ।
তেজোবীর্য্যবলোপেতঃ স মে ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥ ১৭
তাং দদৌ ন চ কৃষ্ণায় দ্বেষাদ্ রুক্মী মহাবলঃ।
কংসস্য বধসন্তাপাৎ কৃষ্ণায়ামিততেজসে ॥ ১৮
যাচমানায় কংসস্য দ্বেষ্যোঽয়মিতি চিন্তয়ন্।
চৈদ্যস্যার্থে সুনীথস্য জরাসন্ধস্য ভূমিপঃ।

নৃপগণ ভীষ্মককেই হিরণ্যরোমা ও দাক্ষিণাত্যেশ্বর বলেন। এই নৃপ ভীষ্মক কৃত্তিনপুরে থাকিয়া অগস্ত্যমুনির দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিক্ শাসন করেন। ১৩

প্রজানাথ! এই রাজা ভীষ্মকেরই পুত্র রুক্মী এবং কন্যা রুক্মিণী। মহাবল রুক্মী কিম্পুরুষরাজ দ্রুমের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের নিকট হইতে ইনি ব্রহ্মাস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। রুক্মী অদ্ভুত কর্ম্মকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করেন। ১৪-১৫

রাজন্! ভূতলে রুক্মিণীর ন্যায় রূপবতী রমণী আর কেহ ছিলেন না। মহাতেজস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়াই তাহাকে কামনা করিতে লাগিলেন। ১৬

এইরূপ রুক্মিণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াই তাঁহাকে অভিলাষ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তেজ, বীর্য্য ও বলসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হউন। ১৭

মহাবল রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষবশতঃ সেই রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন না। কংসের বধ শ্রবণ করিয়া ইনি অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়াছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই কৃষ্ণ কংসদ্রোহী, সেইজন্য তিনি যাচ্ঞা করিলেও রুক্মী অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের হস্তে রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন না। ১৮।

ভূপতি রাজা জরাসন্ধ চেদিরাজ সুনীথের (দমঘোষের) পুত্র শিশুপালের জন্য ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীষ্মকের নিকট হইতে

বরয়ামাস তাং রাজা ভীষ্মকং ভীমবিক্রমম্ ॥ ১৯
চেদিরাজস্য তু বসোরাসীৎ পুত্রো বৃহদ্রথঃ
মগধেষু পুরা যেন নির্ম্মিতোঽসৌ গিরিব্রজঃ ॥ ২০
তস্যাত্মবায়ে জজ্ঞেঽসৌ জরাসন্ধো মহাবলঃ।
বসোরেব তদা বংশে দমঘোষোঽপি চেদিরাট্ ॥ ২১
দমঘোষস্য পুত্রাস্তু পঞ্চ ভীমপরাক্রমাঃ
ভগিন্যাং বসুদেবস্য শ্রুতশ্রবসি জজ্ঞিরে ॥ ২২
শিশুপালো দশগ্রীবো বৈরোচাঽথোপদিশ্যো বলী।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলা বীরা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৩
জ্ঞাতেঃ সমানবংশস্য সুনীথঃ প্রদদৌ সুতম্।
জরাসন্ধস্তু সুতবদ্ধর্ম্মৈনং জুগোপ চ ॥ ২৪
জরাসন্ধঃ পুরস্কৃত্য বৃষ্ণিশত্রূন্ মহাবলম্
কৃতাত্যাগাংসি চৈদ্যেন কৃষ্ণীনাং চাপ্রিয়ৈষিণা ॥ ২৫
জামাতা স্বভবত্তস্য কংসস্তস্মিন্ হতে যুধি
কৃষ্ণার্থং বৈরমভবজ্জরাসন্ধস্য বৃষ্ণিভিঃ ॥ ২৬

তাহার কন্যা রুক্মিণীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৯

চেদিরাজ উপরিচর বসুর এক পুত্রের নাম ছিল বৃহদ্রথ। তিনি পূর্ব্বকালে মগধদেশের মধ্যে গিরিব্রজনামক নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ২০

তাঁহার বংশে মহাবল জরাসন্ধ জন্মগ্রহণ করেন। উপরিচর বসুরই বংশে সেই সময় দমঘোষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি চেদিদেশের রাজা ছিলেন। ২১

দমঘোষের ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাঁচ পুত্র হয়। ইহারা বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। ২২

তাঁহাদের নাম হইল শিশুপাল, দশগ্রীব, বৈরোচ, উপদিশ ও বলী। ইহারা সকলে সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ, বীর, পরাক্রমশালী ও মহাবল ছিলেন। ২৩

জরাসন্ধ জ্ঞাতি ছিলেন এবং সমান বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেইজন্য সুনীথ (দমঘোষ) নিজের পুত্র শিশুপালকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ শিশুপালকে জরাসন্ধের সহযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। জরাসন্ধও শিশুপালকে নিজের পুত্রতুল্য মনে করিতেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। ২৪

বৃষ্ণিবংশের শত্রু মহাবল জরাসন্ধকে অগ্রে করিয়া চেদিরাজ শিশুপাল বৃষ্ণিবংশীয়গণের অপ্রিয় কামনা করিতে করিতে তাহাদের অনেক অপরাধ করিয়াছিলেন। ২৫

কংস জরাসন্ধের জামাতা ছিল। যখন সে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতা উৎপন্ন হইল। ২৬

ভীষ্মকং বরয়ামাস সুনীথার্থে চ রুক্মিণীম্
তাং দদৌ ভীষ্মকশ্চাপি শিশুপালায় বীর্যবান্ ॥ ২৭
ততশ্চৈদ্যমুপাদায় জরাসন্ধো নরাধিপঃ।
যযৌ বিদর্ভান্ সহিতো দন্তবক্রেণ বাহিনা ॥ ২৮
অনুজ্ঞাতশ্চ পৌণ্ড্রেণ বাসুদেবেন ধীমতা।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গানামীশ্বরঃ স মহাবলঃ ॥ ২৯
নানয়িত্বাশ্চ তাং রুক্মী প্রত্যুদ্গম্য নরাধিপান্
বরয়া পূজয়োপেতাংস্তাভিনায় পুরীং প্রতি ॥ ৩০
পিতৃঘস্রঃ প্রিয়ার্থঞ্চ রামকৃষ্ণাবুভাবপি।
প্রযযুর্ঋষভস্কন্ধে রথৈস্তত্র বলান্বিতাঃ ॥ ৩১
ক্রথ-কৈশিকভর্তা তান্ প্রতিগৃহ্য যথাবিধি।
পূজয়ামাস পূজার্হান্ বহিশ্চৈব ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩২
ঘোষায়াং বিবাহে চ রুক্মিণী নির্যযৌ বহিঃ।
চতুর্ভুজা রথেনৈন্দ্রে দেবতায়তনে শুভে ॥ ৩৩

ইন্দ্রাণীমর্চয়িষ্যন্তী কৃতকৌতুকমঙ্গলা
দীপ্যমানেন বপুষা বলেন মহতা বৃতা ॥ ৩৪
তাং দদর্শ তদা কৃষ্ণো লক্ষ্মীং সাক্ষাদিব স্থিতাম্।
রূপেণাগ্র্যেণ সম্পন্নাং দেবতায়তনান্তিকে ॥ ৩৫
বহ্নেরিব শিখাং দীপ্তাং মায়াং ভূমিগতামিব।
পৃথিব্যামিব গম্ভীরামুত্থিতাং পৃথিবীতলাৎ ॥ ৩৬
মরীচিমিব সোমস্য সৌম্যাং স্ত্রীবিগ্রহাং ভুবি
শ্রীমিবাগ্র্যাং বিনা পদ্মাং ভবিষ্যাং শ্রীসহায়িনীম্।
কৃষ্ণেন মনসা দৃষ্টাং দৃষ্টিরৌক্ষ্যাৎ সুরৈরপি ॥ ৩৭
শ্যামাবদাতা সা হ্যাসীৎ পৃথুচার্বায়তেক্ষণা
তাম্রোষ্ঠনয়নাপাঙ্গী পীনোরুজঘনস্তনী ॥ ৩৮
বৃহতী চারুসর্বাঙ্গী তন্বী শশিসিতাননা।
তাম্রতুঙ্গনখী সুভ্রূনীলকুঞ্চিতমূর্ধজা ॥ ৩৯

জরাসন্ধ সুনীথপুত্র শিশুপালের জন্য ভীষ্মকের নিকট হইতে রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং পরাক্রমশালী ভীষ্মক শিশুপালের জন্য তাঁহাকে বাগ্‌দানও করিয়াছিলেন। ২৭

তখন রাজা জরাসন্ধ নিজের সহায়ক দন্তবক্রের (দন্তবক্রের) সহিত চেদিরাজ শিশুপালকে লইয়া বিদর্ভদেশে গমন করিলেন। ২৮

বুদ্ধিমান্ পৌণ্ড্রক বাসুদেবও এই কার্যে জরাসন্ধকে অনুমোদন করিয়াছিলেন। মহাবল জরাসন্ধ অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশেরও সম্রাট্ ছিলেন। ২৯

রুক্মী এই নরপতিগণকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কিছুদূর অগ্রগমন করিয়া লইয়া আসিলেন এবং উত্তম রীতিতে তাঁহাদের স্বাগত-সৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ পুরীতে লইয়া আসিলেন। ৩০

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুই ভ্রাতাও নিজের পিসিমাতার প্রসন্নতার জন্য সেস্থানে যাইলেন। অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণও রথসমূহের দ্বারা সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। ৩১

ক্রথ-কৈশিকদেশের অধিপতি ভীষ্মক সেই পূজনীয় পুরুষ-গণের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং তাঁহাদিগের জন্য বাহিরেই বাস করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ৩২

যখন আগামী কাল বিবাহ হইবে স্থির হইয়া গেল, তখন রাজকুমারী রুক্মিণী তৎকালোচিত মঙ্গলাচারসম্পন্ন হইয়া নিজের দীপ্তিমান্ শরীরে সুশোভিতা হইতে হইতে সুন্দর দেবালয়ে ইন্দ্রাণীকে পূজা করিবার জন্য চার অশ্ববাহিত রথে উপবেশন করত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে রাজভবন হইতে বাহির হইলেন। সেই সময় তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিতা ছিলেন। ৩৩-৩৪

তাঁহার যাত্রার সময় দেবমন্দিরের নিকট উত্তম রূপসম্পন্না সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অবস্থিতা রুক্মিণীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন। ৩৫

তখন তিনি প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা, স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ দেবমায়া এবং পৃথিবীতল হইতে উত্থিতা গম্ভীর স্বভাবা মূর্তিমতী ভূদেবীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৩৬

তাঁহাকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছিল, যেন চন্দ্রের সৌম্য কিরণাবলি সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করত পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে, পদ্মরহিতা শ্রেষ্ঠা লক্ষ্মী অথবা ভবিষ্যতে লক্ষ্মীর সহায়িকা কেহ হইবেন। দেবগণের পক্ষেও যাঁহাকে দর্শন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, সেই রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ ছলনা করিয়া দর্শন করিলেন। ৩৭

তাঁহার ষোল বৎসর বয়স ছিল। অঙ্গের কান্তি গৌরবর্ণ ছিল। তাঁহার নেত্রদ্বয় অতিশয় মনোহর ও বিশাল ছিল। ওষ্ঠ এবং নয়নের প্রান্তভাগ তাম্রতুল্য রক্তবর্ণ ছিল। জঙ্ঘা, নিতম্ব ও স্তন স্থূল (মোটা) এবং মাংসল ছিল। ৩৮

ইনি তন্বী (পাতলা) ও বৃহদাকৃতির স্ত্রী ছিলেন। ইঁহার সর্বাঙ্গ অতিশয় মনোহর ছিল। ইঁহার মুখ চন্দ্রসদৃশ গৌর-কান্তিতে সুশোভিত ছিল। নখ রক্তবর্ণ ও উচ্চ ছিল। এই সুন্দর এবং মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত ছিল। ৩৯

অত্যর্থং রূপতঃ কান্তা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
তীক্ষ্ণতুণ্ডৈঃ সমৈর্দন্তৈঃ প্রভাসন্তিরলঙ্কৃতা ॥ ৪০

অনন্যা প্রমদা লোকে রূপেণ যশসা শ্রিয়া
রুক্মিণী রূপিণী দেবী পাণ্ডুরকৌষবাসিনী ॥ ৪১

তাং দৃষ্ট্বা ববৃধে কামঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়দর্শনম্।
হবিষেবানলস্যার্চির্নন্তস্যাঃ সমাপদৎ ॥ ৪২

রামেণ সহ নিশ্চিত্য কেশবস্তু মহাবলঃ।
তৎপ্রমাণেঽকরোদ্ বুদ্ধিং বৃষ্ণিভিঃ প্রবিধায় চ ॥ ৪৩

কৃতে তু দেবতাকার্যে নিষ্ক্রান্তাং সুরালয়াৎ।
উন্মথ্য সহসা কৃষ্ণঃ স্বং নিনায় রথোত্তমম্ ॥ ৪৪

বৃক্ষমুৎপাট্য রামোঽপি জঘানাপততঃ পরান্
সমনন্তস্তু দাশার্হাস্তদাজগ্মুশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৫

তে রথৈর্বিবিধাকারৈঃ সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজৈঃ
বাজিভির্বারণৈশ্চৈব পরিবব্রুর্হলায়ুধম্ ॥ ৪৬

আদায় রুক্মিণীং কৃষ্ণো জগামাশু পুরীং প্রতি।
রামে ভারং তমাসজ্য যুযুধানে চ বীর্যবান্ ॥ ৪৭

অক্রূরে বিপৃথৌ চৈব গদে চ কৃতবর্মণি।
চক্রদেবে সুদেবে চ সারণে চ মহাবলে ॥ ৪৮

নিষূদনশত্রৌ বিক্রান্তে ভঙ্গকারে বিদূরথে।
উগ্রসেনাত্মজে কঙ্কে শতদ্যুম্নে চ কেশবঃ ॥ ৪৯

রাজাধিদেবে মৃদুরে প্রসেনে চিত্রকে তথা।
অভিদাস্তে বৃহদ্ভূর্গে শ্বফল্কে সত্যকে পৃথৌ ॥ ৫০

বৃষ্ণ্যন্ধকেষু চান্যেষু মুখ্যেষু মধুসূদনঃ।
গুরুমাসজ্য তং ভারং যযৌ দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৫১

দন্তবক্রো জরাসন্ধঃ শিশুপালশ্চ বীর্যবান্।
সন্নদ্ধা নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা জিঘাংসন্তো জনার্দনম্ ॥ ৫২

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গৈশ্চ সার্ধং পৌণ্ড্রৈশ্চ বীর্যবান্।
নির্যযৌ চেদিরাজস্তু ভ্রাতৃভিঃ স মহারথৈঃ ॥ ৫৩

ইনি রূপের সৃষ্টিতে অত্যন্ত কমনীয়া ছিলেন। ইঁহার নিতম্ব ও স্তন পীন (মোটা ও মাংসল) ছিল। ইনি তীক্ষ্ণ, শুভ্র, সমভাবে উৎপন্ন এবং উদ্দীপ্ত দন্তসমূহে সুশোভিতা ছিলেন ॥ ৪০

রূপ, যশ ও সৌন্দর্যে জগতে ইঁহার সমান অন্য কোনও যুবতী রমণী ছিলেন না। উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রপরিহিতা রাজকুমারী রুক্মিণী রূপবতী দেবীর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৪১

যেরূপ ঘৃতাহুতিতে অগ্নির শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এই প্রিয়দর্শনা রাজকন্যাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে উঁহাকে লাভ করিবার কামনা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি নিজের মনকে রুক্মিণীর মধ্যে সমাহিত করিয়া দিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত পরামর্শ ও বলরামের সহিত কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিবারই স্থির করিলেন ॥ ৪৩

এই সময়ে দেবপূজাকার্য সম্পন্ন করিয়া রুক্মিণী দেবালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নিজের উত্তম রথে লইয়া যাইলেন ॥ ৪৪

অন্যদিকে বলরামও একটি বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া তাহার দ্বারা আক্রমণকারী শত্রুদিগকে সংহার করিলেন। সেই সময় বলরামের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত যদুবংশীয় বীরগণ যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে কবচধারণ করত সজ্জিত হইলেন ॥ ৪৫

তখন তাঁহারা উচ্চ ও বিশাল ধ্বজযুক্ত নানাবিধ রথ, অশ্ব ও হস্তিসকলের দ্বারা বলরামকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সমস্ত ভার বলরাম ও সাত্যকির উপর প্রদান করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করত সত্বর দ্বারকাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪৭

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সেই গুরুতর ভার (বলরাম ও সাত্যকি ব্যতীত) অক্রূর, বিপৃথু, গদ, কৃতবর্মা, চক্রদেব, সুদেব, মহাবল সারণ, নিষূদনশত্রু, পরাক্রমশালী ভঙ্গকার, বিদূরথ, উগ্রসেনপুত্র কঙ্ক, শতদ্যুম্ন, রাজাধিদেব, মৃদুর, প্রসেন, চিত্রক, অভিদাস্ত, বৃহদ্ভূর্গ, শ্বফল্ক, সত্যক, পৃথু এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের প্রধান বীরগণের উপর সমর্পণ করিয়া দ্বারকাপুরী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৮-৫১

অন্যদিকে দন্তবক্র, জরাসন্ধ ও পরাক্রমশালী শিশুপাল কবচবন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া নির্গত হইলেন ॥ ৫২

পরাক্রমশালী চেদিরাজ শিশুপাল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং পৌণ্ড্রদেশীয় যোদ্ধাগণ ও নিজের মহারথ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৫৩

তান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ সংরব্ধা বৃষ্ণিবীরা মহারথাঃ
সঙ্কর্ষণং পুরস্কৃত্য বাসবং মারুতো যথা ॥ ৫৪
আপতন্তং হি বেগেন জরাসন্ধং মহাবলম্
ষড়্ভিরিবিব্যাধ নারাচৈর্যুধ্যন্যো মহামৃধে
অক্রূরো দন্তবক্রস্তু বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ
তং প্রত্যবিধ্যৎ কারূষো বাণৈর্দশভিরাশুগৈঃ ॥ ৫৬
বিপৃথুঃ শিশুপালস্তু শরৈর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ
অষ্টভিঃ প্রত্যবিধ্যত্তং শিশুপালঃ প্রতাপবান্
গবেষণস্তু চৈদ্যস্য ষড়্ভির্বিব্যাধ মার্গণৈঃ।
অভিদাস্যন্তথাষ্টাভির্বৃহদ্ধর্মা চ পঞ্চভিঃ ৫৮
প্রতিবিব্যাধ তাংশ্চৈদ্যঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ
জঘান চাশ্বাংশ্চতুরশ্চতুর্ভির্বিপৃথোঃ শরৈঃ ॥ ৫৯
বৃহদ্ধর্মাণমল্পেন শিরশ্চিচ্ছেদ চারিহা
গবেষণস্য সূতস্তু প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৬০
হতাশ্বস্তু রথং ত্যক্ত্বা বিপৃথুস্তু মহাবলঃ
আরুরোহ রথং শীঘ্রং বৃহদ্ধর্মস্য বীর্যবান্ ॥ ৬১
বিপৃথোঃ সারথিশ্চাপি গবেষণরথং দ্রুতম্।
আরুহ্য ভবনাদ্বাহ্যিরস্তমুপচক্রমে ॥ ৬২
তে ক্রুদ্ধাঃ শরবর্ষেণ সুনীথং সমবাকিরন্
নৃত্যন্তঃ রথমার্গেষু চাপহস্তাঃ কলাপিনঃ ॥ ৬৩
চক্রদেবো দন্তবক্রং বিভেদোরসি পত্রিণা
ষড়্ভিরশ্বং পঞ্চভিশ্চৈব বিব্যাধ মৃধি মার্গণৈঃ ॥ ৬৪
তাভ্যাং স বিদ্ধো দশভির্বাণৈর্মর্মাতিগৈঃ শিতৈঃ।
ততো বলী চক্রদেবং বিভেদ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৫
পঞ্চভিশ্চাপি বিব্যাধ সোঽপি দূরাদ্ বিপৃথুকম্
বিপৃথোঽপি ষড়্ভিরিবিব্যাধ তৌ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬৬
ত্রিংশতা প্রত্যবিধ্যত্তং বলী বাণৈর্মহাবলম্
কৃতবর্মা বিভেদাশু রাজপুত্রং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৬৭
স্যূতং সারথিং চাস্য ধ্বজং চিচ্ছেদ সোঽচ্যুতম্
প্রতিবিব্যাধ তং ক্রুদ্ধঃ পৌণ্ড্রঃ ষড়্ভিঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ৬৮

তখন রোষাবিষ্ট বৃষ্ণিবংশের মহারথী বীরগণ যেরূপ দেবতারা ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া রাখেন, সেইরূপ বলরামকে অগ্রে রাখিয়া সেই সমস্ত শত্রুবর্গের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৫৪

সেই মহাসমরে সবেগে আক্রমণকারী মহাবল জরাসন্ধকে সাত্যকি ছয়টি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৫৫

অক্রূর দন্তবক্রকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন করূষরাজ দন্তবক্রও দশটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা অক্রূরকে বিদ্ধ করিয়া তাহার প্রতিযোধ গ্রহণ করিলেন। ৫৬

বিপৃথু সাতটি বাণের দ্বারা শিশুপালকে বিদ্ধ করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে প্রতাপশালী শিশুপাল আটটি বাণে বিপৃথুকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৭

তখন গবেষণ ছয়, অভিদাস্য আট ও বৃহদ্ধর্মা পাঁচ বাণের দ্বারা চেদিরাজ শিশুপালকে বিদ্ধ করিলেন। ৫৮

শিশুপালও ইঁহাদের সকলকে পাঁচটি পাঁচটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রতিযোধ গ্রহণ করিলেন এবং বাণের দ্বারা বিপৃথুর চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন। ৫৯

কেবল ইহাই নহে, শত্রুহন্তা শিশুপাল এক ভল্লের দ্বারা বৃহদ্ধর্মার শিরশ্ছেদ করিলেন এবং গবেষণের সারথিকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তখন মহাবল ও পরাক্রমশালী বিপৃথু নিজের অশ্বহীন রথকে ত্যাগ করিয়া সত্বর বৃহদ্ধর্মার রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। ৬০-৬১

বিপৃথুর সারথিও দ্রুত গবেষণের রথে যাইয়া উপবিষ্ট হইল এবং তাহার বেগশালী অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ৬২

তারপর তাঁহারা সকলে কুপিত হইয়া ধনু ও বাণ গ্রহণ করত রথ সঞ্চারণের পথসমূহে যেন নৃত্য করিতে করিতে সুনীথপুত্র শিশুপালের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬৩

চক্রদেব পঞ্চদন্ত এক বাণ নিক্ষেপ করিয়া দন্তবক্ত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। তারপর পাঁচটি বাণের দ্বারা যুদ্ধে ষড়্বেগকে বিদ্ধ করিলেন। ৬৪

তখন দন্তবক্ত্র ও ষড়্বেগ উভয়ে মর্মভেদী দশটি বাণের দ্বারা সেই চক্রদেবকে বিদ্ধ করিলেন এবং শিশুপালের ভ্রাতা বলীও চক্রদেবকে দশটি বাণ প্রহার করিলেন। ৬৫

তাহার পর বলী দূর হইতেই পাঁচটি বাণের দ্বারা বিপৃথুকে বিদ্ধ করিলেন। তখন বিপৃথুও ছয়টি তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধে বলীকে আহত করিলেন। ৬৬

ইহাতে বলী প্রতিযোধ লইবার জন্য বিপৃথুকে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। অন্যদিকে কৃতবর্মা যুদ্ধে পৌণ্ড্রক বাসুদেবের পুত্রকে তিনটি বাণে আহত করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন ও উচ্চ ধ্বজকে ছেদন করিয়াছিলেন। ৬৭

তখন পৌণ্ড্র ক্রুদ্ধ হইয়া ছয়টি বাণে কৃতবর্মাকে বিদ্ধ করত প্রতিযোধ গ্রহণ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ প্রহার করিয়া কৃতবর্মার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৬৮

ধনুশ্চিচ্ছেদ চাপাস্য ভল্লেন কৃতবর্ম্মণঃ।
নিবৃত্তসত্ত্বঃ কালিঙ্গঃ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তোমরেণাংসদেশে তং নিবিভেদ কলিঙ্গরাট্ ॥ ৬৯
গজেনাপাস্য কক্ষস্থং গজমঙ্গস্য বীর্য্যবান্
তোমরেণ বিভেদাস্যং বিব্যাধাঙ্গঞ্চ তং শরৈঃ ॥ ৭০
চিত্রকশ্চ ধ্বজশ্চ সত্যকশ্চ মহারথঃ।
কলিঙ্গস্য তথানীকং নারাচৈর্বিবিভিদুঃ শরৈঃ ॥ ৭১
তং নিবৃত্তস্তরেণাজৌ বঙ্গরাজস্য কুঞ্জরম্
জঘান রামঃ সংক্রুদ্ধো বঙ্গরাজঞ্চ সংযুগে ॥ ৭২
তং হত্বা রথমারুহ্য ধনুরাদায় বীর্য্যবান্।
সঙ্কর্ষণো জঘানোগ্রৈর্নারাচৈঃ কৈশিকান্ বহূন্ ॥ ৭৩
ষড়্ভির্নিহত্য কারূষান্ মহেষ্বাসান্ স বীর্য্যবান্।
শতং জঘান সংক্রুদ্ধো মাগধানাং মহাবলে ॥ ৭৪
নিহত্য তান্ মহাবাহুর্জরাসন্ধং ততোঽভ্যয়াৎ
তমাপতন্তং বিব্যাধ নারাচৈর্মাগধস্ত্রিভিঃ ॥ ৭৫
তং বিভেদাষ্টভিঃ ক্রুদ্ধো নারাচৈর্মুসলায়ুধঃ।
চিচ্ছেদ চাস্য ভল্লেন ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৭৬
তদ্যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তেষাং দেবাসুরোপমম্
সৃজতাং শরবর্ষাণি নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৭৭
গজৈর্গজা হি সংক্রুদ্ধাঃ সন্নিপেতুঃ সহস্রশঃ।
রথৈ রথাশ্চ সংরব্ধাঃ সাদিনশ্চাপি সাদিভিঃ ॥ ৭৮
পরাত্তয়ঃ পরাভীতাশ্চ শক্তিচর্ম্মাসিপাণয়ঃ।
ছিন্দন্তশ্চোত্তমাঙ্গানি বিচেরুর্যুধি তে পৃথক্ ॥ ৭৯
অসীনাং পাত্যমানানাং কবচেষু মহাস্বনঃ।
শরাণাং পততাং শব্দঃ পক্ষিণামিব শুশ্রুবে ॥ ৮০
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং বেণূনাঞ্চ মৃধে ধ্বনিম্
জুগুহু র্যোধাঃ শস্ত্রাণাং জ্যাঘোষাংশ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৮১

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীহরণং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

নিবৃত্তসত্ত্ব বহু তীক্ষ্ণধার বাণ নিক্ষেপ করিয়া কলিঙ্গরাজকে বিদ্ধ করিলেন। তখন কলিঙ্গরাজ একটি তোমর নিক্ষেপ করত তাঁহার স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন ॥ ৬৯

পরাক্রমশালী কক্ষ হস্তীর দ্বারা আক্রমণ করত অঙ্গরাজের হস্তীকে ও অঙ্গরাজকেও তোমরের দ্বারা আহত করিলেন। তখন অঙ্গরাজও অনেক বাণ নিক্ষেপ করিয়া কক্ষকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭০

অন্যদিকে চিত্রক, ধ্বজ ও মহারথী সত্যক কলিঙ্গরাজের সৈন্যবাহিনীর উপর শত নারাচ নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৭১

তদনন্তর ক্রুদ্ধ বলরাম এক পত্রহীন বৃক্ষের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বঙ্গরাজের হস্তীকে এবং বঙ্গরাজকেও বধ করিলেন ॥ ৭২

বঙ্গরাজকে বধ করিয়া পরাক্রমশালী বলরাম হস্তে ধনু গ্রহণ করত রথে আরোহণ করিয়া ভয়ঙ্কর নারাচসমূহের দ্বারা বহু কৈশিকগণকে সংহার করিলেন ॥ ৭৩

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমশালী বলরাম ছয়টি বাণের দ্বারা কারূষদেশের বহু মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বধ করিয়া মাগধগণের বিশাল সৈন্যের মধ্যে শত বীরকে সংহার করিলেন ॥ ৭৪

ইঁহাদের সকলকে সংহার করিয়া মহাবাহু বলরাম তারপর জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন। নিজের দিকে ধাবিত হইয়া আক্রমণকারী বলরামকে মগধরাজ তিনটি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৭৫

তখন মুসলধারী বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া আটটি নারাচের দ্বারা জরাসন্ধকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সুবর্ণখচিত ধ্বজকে একটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৭৬

বাণসমূহ বর্ষণকারী ও পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতকারী এই বীরগণের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৭৭

অতিশয় ক্রুদ্ধ সহস্র সহস্র হস্তী হস্তিগণের সহিত, রথ সমূহের সহিত এবং রোষাবিষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের সহিত মিলিত হইল ॥ ৭৮

হস্তে শক্তি, ঢাল ও তরবারি লইয়া পদাতি যোদ্ধরা পদাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মস্তক ছেদন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯

কবচসমূহের উপর পতিত তরবারিসমূহ ও পতিত বাণসমূহের শব্দ পক্ষিগণের শব্দের সমান শুনা যাইতেছিল ॥ ৮০

যুদ্ধস্থলে মহাত্মা বীরগণের গুণাকর্ষণ শব্দ ও অস্ত্রসমূহের আঘাতশব্দ ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও বেণুসকলের ধ্বনিকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিল ॥ ৮১

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীহরণ-বিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণঃ পরাজয়ঃ, রুক্মিণীপ্রভৃতিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বিবাহঃ, তেষাং সন্তানানাং সমাসেন পরিচয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

কৃষ্ণেন ত্রিয়মাণাং তাং রুক্মী শ্রুত্বা তু রুক্মিণীম্
প্রতিজ্ঞামকরোৎ ক্রুদ্ধঃ সমক্ষং ভীষ্মকস্য হ ॥ ১

রুক্ম্যুবাচ

অহত্বা যুধি গোবিন্দমনানীয় চ রুক্মিণীম্।
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২
আস্থায় স রথং বীরঃ সমুদগ্রায়ুধধ্বজম্।
জবেন প্রযযৌ ক্রুদ্ধো বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩
তমন্বযুর্নৃপাশ্চৈব দক্ষিণাপথবর্ত্তিনঃ।
ক্রাথোঽংশুমান্ শ্রুতর্ব্বা চ বেণুদারিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৪
ভীষ্মকস্য সুতাশ্চান্যে রথেন রথিনাং বরাঃ।
ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৫
তে গত্বা দূরমধ্বানং সরিতং নর্ম্মদামনু।
গোবিন্দং দদৃশুঃ ক্রুদ্ধাঃ সহৈব প্রিয়য়া স্থিতম্ ॥ ৬

অবস্থাপ্য চ তৎ সৈন্যং রুক্মী মদবলান্বিতঃ
চিকীর্ষুর্দ্বৈরথং যুদ্ধমভ্যায়াদ্ধরিসূদনম্ ॥ ৭
স বিব্যাধ চতুঃষষ্ট্যা গোবিন্দং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তং প্রত্যবিধ্যৎ সপ্তত্যা বাণৈর্ব্বি জনার্দ্দনঃ ॥ ৮
যতমানস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং চাস্য মহাবলঃ।
জহার চ শিরঃ কায়াৎ সারথেস্তস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৯
তং কৃচ্ছ্রগতমাজ্ঞায় পরিবব্রুর্জনার্দ্দনম্
দাক্ষিণাত্যা জিঘাংসন্তো রাজানঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১০
তমংশুমান্ মহাবাহুর্বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
শ্রুতর্ব্বা পঞ্চভিঃ ক্রুদ্ধো বেণুদারিশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ১১
ততোঽংশুমন্তং গোবিন্দো বিভেদোরসি বীর্য্যবান্।
নিষসাদ রথোপস্থে ব্যথিতঃ স নরাধিপঃ ॥ ১২
শ্রুতর্ব্বণো জঘানাশ্বাংশ্চতুর্ভিশ্চতুরঃ শরৈঃ।
বেণুদারের্ধ্বজং ছিত্ত্বা ভুজং বিব্যাধ দক্ষিণম্ ॥ ১৩

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মীর পরাজয় এবং রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ ও তাঁহাদের সন্তানগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রুক্মী যখন শুনিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা ভীষ্মকের সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১

রুক্মী বলিলেন— আমি যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে বধ না করিয়া এবং রুক্মিণীকে ফিরাইয়া না আনিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিব না, আমি এই সত্য কথা বলিলাম ॥ ২

এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রুদ্ধ বীর রুক্মী শুভ অস্ত্রসমূহে ও ধ্বজে সুশোভিত রথে আরোহণ করত বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সবেগে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৩

তাঁহার পশ্চাতে দক্ষিণ ভারতের বহু নরপতি, ক্রথপুত্র অংশুমান্, শ্রুতর্ব্বা ও পরাক্রমশালী বেণুদারিও গমন করিলেন। রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্মকের অন্য পুত্রগণও রথে করিয়া রুক্মীর সহিত গমন করিলেন ॥ ৪-৫

তাঁহারা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নর্ম্মদা নদীর তীরে নিজের প্রিয়তমা রুক্মিণীর সহিত রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৬

রুক্মীর নিজের বলে অতিশয় গর্ব্ব ছিল। তিনি নিজের সহিত আগত সৈন্যবাহিনীকে এক স্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনায় স্বয়ংই ভগবান্ মধুসূদনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

তিনি চৌষট্টি তীক্ষ্ণ বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন, তখন জনার্দ্দনও সেই যুদ্ধে সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ৮

মহাবল ও পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ রুক্মীর ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৯

সেই রুক্মীকে এইরূপে সঙ্কটাপন্ন জানিতে পারিয়া দক্ষিণদিকের সমস্ত রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ১০

মহাবাহু অংশুমান্ প্রথম, শ্রুতর্ব্বা পাঁচ এবং ক্রুদ্ধ বেণুদারি সাতটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

তখন পরাক্রমশালী গোবিন্দ একটি বাণে অংশুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে ব্যথিত হইয়া রাজা অংশুমান্ রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ১২

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ চারিটি বাণে শ্রুতর্ব্বার চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন এবং বেণুদারির ধ্বজ ছেদন করত ও তাঁহার দক্ষিণ বাহুতে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

তথৈব চ শ্রুতর্ব্বাণং শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
শিক্ষিয়ে স ধনুঃ শ্রান্তো গ্লানীচ্ছ বাপ্যবিন্দত ॥ ১৪

মুঞ্চন্তঃ শরবর্ষাণি বাসুদেবং ততোঽভ্যয়ুঃ।
ক্রথ-কৈশিকমুখ্যাশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ১৫

বাণৈর্বাণাংশ্চ চিচ্ছেদ তেষাং মূর্ধি জনার্দ্দনঃ।
জঘান চৈষাং সংরব্ধঃ পতমানাংশ্চ তাঞ্ছরান্ ॥ ১৬

পুনরন্যাংশ্চতুঃষষ্ট্যা জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ক্রুদ্ধানাপততো বীরানদ্রিবৎ স মহাবলঃ ॥ ১৭

বিদ্রুতং স্ববলং দৃষ্ট্বা রুক্মী ক্রোধবশঙ্গতঃ।
পঞ্চভির্নিশিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধোরসি কেশবম্ ॥ ১৮

সারথিং চাস্য বিব্যাধ সায়কৈর্নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
আজঘান শরেণাস্য ধ্বজঞ্চ নতপর্ব্বণা ॥ ১৯

কেশবস্ত্বরিতং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধো বিব্যাধ মার্গণৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চাপাস্য যতমানস্য রুক্মিণঃ ॥ ২০

অথান্যদ্ ধনুরাদায় রুক্মী কৃষ্ণচিকীর্ষয়া
প্রাদুশ্চকার চাস্ত্রাণি দিব্যান্যস্ত্রাণি বীর্য্যবান্ ॥ ২১

অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তস্য কৃষ্ণো মহাবলঃ।
পুনশ্চিচ্ছেদ তচ্চাপং রাঘবাণাঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২২

স ছিন্নধনুর্বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম্ম চ
উৎপপাত রথাদ্ বীরো গরুত্মানিব বীর্য্যবান্ ॥ ২৩

তস্যাভিপততঃ খড়্গং চিচ্ছেদ মুষি কেশবঃ
নারাচৈশ্চ ত্রিভিঃ ক্রুদ্ধো বিভেদৈনমথোরসি ॥ ২৪

স পপাত মহাবাহুর্বসুধামনুনাদয়ন্।
বিসংজ্ঞো মূর্চ্ছিতো রাজা বজ্রেণেব মহাসুরঃ ॥ ২৫

তাংশ্চ রাজ্ঞঃ শরৈঃ সর্ব্বান্ পুনর্বিব্যাধ মাধবঃ।
রুক্মিণং পতিতং দৃষ্ট্বা ব্যদ্রবন্ত নরাধিপাঃ ॥ ২৬

বিচেষ্টমানং তং ভূমৌ ভ্রাতরং বীক্ষ্য রুক্মিণী
পাদয়োর্ন্যপতদ্ বিষ্ণোর্ভ্রাতুর্জীবিতকাঙ্ক্ষিণী ॥ ২৭

এইরূপে শ্রুতর্ব্বাকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন শ্রুতর্ব্বা বাধায় পীড়িত হইয়া খড়্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪

তাহার পর ক্রথ-কৈশিক দেশের সমস্ত মুখ্য মহারথী ষোদ্ধারা বাণ বর্ষণ করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাহাদের সমস্ত বাণকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুদের সেই সব পতনোন্মুখ বাণকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৬

পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত মহাবলশালী শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় চৌষট্টিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী শত্রুপক্ষের অন্যান্য বীরগণকে বধ করিলেন ॥ ১৭

নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রুক্মী ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তারপর তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। এবং একটি আনতপর্ব্ব বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজেও আঘাত করিলেন ॥ ১৯

রুক্মীকে ত্বরিত গতিতে বাণ প্রহার করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজের বাণসমূহে রুক্মীকে বিদ্ধ করিলেন এবং অনুলাভের জন্য যত্নবান্ রুক্মীর ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥২০

তারপর পরাক্রমশালী রুক্মী অন্য ধনু গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় বহু দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রকটিত করিলেন ॥ ২১

মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের অস্ত্রসমূহে তাঁহার সমস্ত অস্ত্রকে নিবারণ করত পুনরায় তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ও রথের ঈষা (চক্রসংযোগকারী কাষ্ঠবিশেষ) ছেদন করিলেন ॥২২

ধনু ছিন্ন হইলে পর রথহীন পরাক্রমশালী রুক্মী হস্তে ঢাল ও তরবারি লইয়া গরুড়ের ন্যায় রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ॥ ২৩

যুদ্ধে নিজের সম্মুখভাগে আক্রমণকারী রুক্মীকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার তরবারিকে ছেদন করিয়া দিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনটি নারাচের দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন ॥ ২৪

তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া মহাবাহু রাজা রুক্মী বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত মহাসুরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৫

তদনন্তর মাধব পুনরায় নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেই সব নরপতিগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রুক্মীকে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত নরপতিগণ পলায়ন করিলেন ॥ ২৬

নিজের ভ্রাতা রুক্মীকে ভূমিতে পতিত হইয়া ছটফট করিতে দেখিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষিণী রুক্মিণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বয়ে পতিত হইলেন ॥ ২৭

তামুবাপা পরিষ্বজ্য সান্ত্বয়ামাস কেশবঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্য দয়িতাং প্রবিবেশ স্বপুরীং ততঃ ॥ ২৮

রুক্মযোঽপি জরাসন্ধং ভগ্নোৎসাহং তথৈব পার্থিবান্।
প্রযযৌ দ্বারকাং হৃষ্টঃ পুরস্কৃত্য হলায়ুধম্ ॥ ২৯

প্রয়াতে পুণ্ডরীকাক্ষে স্বতন্ত্রাং ভোজ্য সঙ্গরে
রুক্মিণং রথমারোপ্য প্রবিবেশ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ৩০

অনাদায় স্বসারন্তু রুক্মী মানমদান্বিতঃ
হীনপ্রতিজ্ঞো নৈচ্ছৎ স প্রবেষ্টুং কুণ্ডিনং পুরম্ ॥ ৩১

বিদর্ভেষু নিবাসার্থং নির্ম্মমেঽন্যৎ পুরং মহৎ।
ভোজকটনিভোব বভূব ভুবি বিশ্রুতম্ ॥ ৩২

তত্রৌজসা মহাতেজা দক্ষিণাং দিশমন্বশাৎ।
ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে চৈব রাজ্যোবাস মহাভুজঃ ॥ ৩৩

দ্বারকাং চাপি সম্প্রাপ্তে রামে বৃষ্ণিবলান্বিতে।
রুক্মিণ্যাঃ কেশবঃ পাণিং জগ্রাহ বিধিবৎ প্রভুঃ ॥ ৩৪

তত: সহ তয়া রেমে প্রিয়য়া শ্রীরমাপরা।
সীতয়েব পুরা রামঃ পৌলোম্যেব পুরন্দরঃ ॥ ৩৫

সা হি তস্যাভবজ্জ্যেষ্ঠা পত্নী কৃষ্ণস্য ভামিনী।
পতিব্রতা গুণোপেতা রূপশীলগুণান্বিতা ॥ ৩৬

তস্যামুৎপাদয়ামাস পুত্রান্ বৈ মহারথান্।
চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩৭

সুষেণং চারুগুপ্তঞ্চ চারুবাহুঞ্চ বীর্য্যবান্।
চারুবিন্দং সুচারুঞ্চ ভদ্রচারুং তথৈব চ ॥ ৩৮

চারুঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং সুতাং চারুমতীং তথা।
ধর্ম্মার্থকুশলাস্তে তু কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ৩৯

মহিষীরষ্ট কল্যাণীস্ততোঽন্যা মধুসূদনঃ
উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্ভবাঃ ॥ ৪০

কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীমপি।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্ ॥ ৪১

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্বক সান্ত্বনাদান করিলেন। তারপর রুক্মীকে অভয়দান করত তিনি নিজের পুরী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২৮

বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণও জরাসন্ধ এবং সেই সব ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া বলরামকে অগ্রে লইয়া হৃষ্টচিত্তে দ্বারকাপুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ২৯

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলে পর ভোজরা রণভূমিতে আসিলেন এবং রুক্মীকে রথে বসাইয়া নিজ পুরী অভিমুখে গমন করিলেন। ৩০

অভিমান ও মদে উন্মত্ত রুক্মী নিজের ভগিনীকে ফিরাইয়া আনিতে না পারায় নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত হইলেন, সেইজন্য তিনি কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩১

তিনি বিদর্ভদেশে নিজের বাসের জন্য অন্য এক বিশাল নগর নির্মাণ করাইলেন। এই নগর ভূতলে 'ভোজকট' নামে বিখ্যাত হইল। ৩২

সেই মহাতেজস্বী বীর সে স্থানে থাকিয়া বল পূর্বক দক্ষিণদিক্ শাসন করিতে লাগিলেন এবং মহাবাহু রাজা ভীষ্মক কুণ্ডিনপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৩

বৃষ্ণিবংশীয় সৈন্যগণের সহিত যখন বলরাম দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি অনুসারে রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৪

পুরাকালে যেরূপ শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত এবং দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমনন্দিনী শচীর সহিত সানন্দে রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া প্রিয় পত্নী রুক্মিণীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ৩৫

ইনিই শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পত্নী ছিলেন। ভামিনী (কান্তিমতী অথবা অনুরাগবতী) রুক্মিণী পতিব্রতা, সদ্‌গুণবতী, রূপবতী, সুশীলা ও অন্যান্য উত্তম গুণসমূহে সম্পন্না ছিলেন। ৩৬

বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর গর্ভে দশ পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহাদের নাম হইল—চারুদেষ্ণ, সুদেষ্ণ, মহাবল প্রদ্যুম্ন, সুষেণ, চারুগুপ্ত, চারুবাহু, চারুবিন্দ, সুচারু, ভদ্রচারু এবং বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চারু। এই পুত্রগণ ব্যতীত চারুমতী নামে এক কন্যার জন্মদান করেন। এই সকল পুত্রই ধর্ম ও অর্থবিষয়ে নিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী ছিলেন। ৩৭-৩৯

তদনন্তর মহাবাহু মধুসূদন কল্যাণস্বরূপা, সদ্‌গুণবতী ও উত্তম কুলে উৎপন্না অন্য আট মহিষীকে বিবাহ করেন। ইঁহাদের নাম হইল যথা—(১) (সূর্য্যকন্যা) কালিন্দী, (২) (শ্রীকৃষ্ণের পিসি-মাতা রাজাধিদেবীর গর্ভে অবন্তীদেশে উৎপন্না) মিত্রবিন্দা, (৩) অযোধ্যাপতি নগ্নজিতের কন্যা সত্যা। (৪) জাম্ববানের পুত্রী জাম্ববতী, (৫) ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে সমর্থা রোহিণী (ইঁহার অপর নাম ছিল ভদ্রা। কেকয়রাজের কন্যা বলিয়া

মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং শুভলোচনাম্ ।
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৪১

শৈব্যাস্তু চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসোপমাম্ ।
স্ত্রীসহস্রাণি চান্যানি ষোড়শাতুলবিক্রমঃ ॥ ৪২

উপযেমে হৃষীকেশঃ সর্ব্বা ভেজে স তাঃ সমম্ ।
পরার্দ্ধ্যবস্ত্রাভরণাঃ কামৈঃ সর্ব্বৈঃ সুখোচিতাঃ ॥
জজ্ঞিরে তাসু পুত্রাশ্চ তস্য বীরাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪
শাস্ত্রার্থকুশলাঃ সর্ব্বে বলবন্তো মহারথাঃ
যমানঃ পুণ্যকর্ম্মাণো মহাভাগা মহাবলাঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিণীহরণং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

ইহাকে কৈকেয়ী বলা হয় এবং ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষসা ভদ্র-কীর্ত্তির কন্যা ছিলেন।) (৬) মদ্ররাজের সুশীলা ও শুভলোচনা কন্যা পবিত্র হাস্যময়ী লক্ষ্মণা। (৭) সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা (৮) রাজা শৈব্যের কৃষ্ণজীপুত্রী শৈব্যা। ইনি রূপে অপ্সরা তুল্যা ছিলেন। ইহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আরও ষোল হাজার স্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত অতুল পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে তত্তৎসংখ্যক রূপ ধারণ করত বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪০-৪৩)

ইঁহাদের সকলেরই বস্ত্র ও আভরণ বহুমূল্য ছিল। ইঁহারা সকলে সর্ব্বপ্রকার মনোরঞ্জিত ভোগসম্ভারে সম্পন্ন ছিলেন এবং সুখভোগের যোগ্যা ছিলেন। ইঁহাদের সকলের গর্ভ হইতে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র সহস্র বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ৪৪

এই সব পুত্রই শাস্ত্রার্থকুশল, বলবান্, মহারথ, যজ্ঞকর্ত্তা, পুণ্য-কর্ম্মা, মহাভাগ্যশালী ও বলবান্ ছিলেন। ৪৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে রুক্মিণীহরণনামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রুক্মিণঃ পুত্রা শুভাঙ্গ্যা স্বয়ংবরে প্রদ্যুম্নস্য বরণম্, প্রদ্যুম্নপুত্রস্যানিরুদ্ধস্য রুক্মিপৌত্র্যা রুক্মবত্যা সহ বিবাহঃ, বলরামেণ রুক্মিণো বধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কালে বার্ষ্ণেয়ে তু রুক্মী মহতি বীর্য্যবান্ ।
দুহিতুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমরিন্দম ॥ ১

তত্রাহূতা হি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ রুক্মিণা
সমাজগ্মুর্মহাবীর্য্যা নানাদিগ্ভ্যঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥ ২

তত্রাজগাম প্রদ্যুম্নঃ কুমারৈরপরৈর্বৃতঃ ।
সা হি তং চকমে কন্যা স চ তাং শুভলোচনাম্ ॥ ৩

শুভাঙ্গী নাম বৈদর্ভী কান্তিদ্যুতিসমন্বিতা ।
পৃথিব্যামভবৎ খ্যাতা রুক্মিণস্তনয়া তদা ॥ ৪
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু পার্থিবেষু মহাত্মসু ।
বৈদর্ভী বরয়ামাস প্রদ্যুম্নমরিসূদনম্ ॥ ৫
স হি সর্ব্বাস্ত্রকুশলঃ সিংহসংহননো যুবা
রূপেণাপ্রতিমো লোকে কেশবস্যাত্মজোঽভবৎ ॥ ৬
বয়োরূপগুণোপেতা রাজপুত্রী চ সাভবৎ
নারায়ণীবেন্দ্রসেনা জাতকামা চ তং প্রতি ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[রুক্মীর পুত্রী শুভাঙ্গী কর্ত্তৃক স্বয়ংবরে প্রদ্যুম্নকে বরণ, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের রুক্মিপৌত্রী রুক্মবতীর সহিত বিবাহ এবং বলরাম কর্ত্তৃক রুক্মিবধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হইলে শত্রুবিমর্দ্দক পরাক্রমী রুক্মী কন্যার স্বয়ংবর-সভা করিয়াছিলেন।১

সেখানে রুক্মীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া নানাদিক্ হইতে পরাক্রম-শালী রূপবান্ রাজা এবং রাজপুত্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন। ২

সেখানে প্রদ্যুম্ন অপর কুমারগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। রুক্মীর সেই কন্যা তাঁহাকে কামনা করিতেন এবং তিনি (প্রদ্যুম্ন) শুভলোচনা তাঁহাকে কামনা করিতেন। ৩

এই প্রভূত রূপ-লাবণ্যবতী বিদর্ভরাজকন্যা শুভাঙ্গী নাম্নী রুক্মীর কন্যা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। ৪

স্বয়ংবর-সভায় উপবিষ্ট মহাত্মা রাজগণের মধ্যে বিদর্ভ-রাজকন্যা শুভাঙ্গী শত্রুনাশন প্রদ্যুম্নকে বরণ করিয়াছিলেন। ৫

সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী সিংহদেহতুল্য সুদৃঢ় দেহধারী যুবক, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন পৃথিবীতে রূপলাবণ্যে অতুলনীয় ছিলেন। ৬

নবীন বয়স, অপরূপ রূপ এবং উত্তম গুণে সমাযুক্তা সেই রাজকন্যা শুভাঙ্গী যেরূপ নারায়ণী ইন্দ্রসেনা নিজের পতি মহর্ষি মুদ্গলের প্রতি অনুরক্তচিত্তা ছিলেন, সেইরূপ প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। ৭

বৃত্তে স্বয়ংবরে ভূপ রাজানঃ স্বপুরাণি তে
উপাদায় চ বৈদর্ভীং প্রদ্যুম্নো দ্বারকাং যযৌ ॥ ৮
রেমে সহ তয়া বীরো দময়ন্ত্যা নলো যথা।
স তস্যাং জনয়ামাস দেবগর্ভোপমং সুতম্ ॥ ৯
অনিরুদ্ধমিতি খ্যাতং কর্ম্মণাপ্রতিমং ভুবি।
ধনুর্ব্বেদে চ বেদে চ নীতিশাস্ত্রে চ পারগম্ ॥ ১০
অভবৎ স যদা রাজন্নিরুদ্ধো বয়োঽন্বিতঃ
তদাস্য রুক্মিণঃ পৌত্রীং রুক্মিণীং রুক্মসন্নিভাম্।
পত্ন্যর্থে বরয়ামাস নাম্না রুক্মবতীতি সা ॥ ১১
অনিরুদ্ধং গুণৈর্দাতুং কৃতবুদ্ধির্নৃপস্ততঃ।
প্রীত্যা হি রৌক্মিণেয়স্য রুক্মিণ্যাশ্চাপ্যপগ্রহাৎ ॥ ১২
বিস্পর্দ্ধন্নপি কৃষ্ণেন বৈরং ত্যক্ত্বা মহাযশাঃ।
দদানীত্যব্রবীদ্ রাজা প্রীতিমান্ জনমেজয় ॥ ১৩
কেশবঃ সহ রুক্মিণ্যা পুত্রৈঃ সঙ্কর্ষণেন চ।
অন্যৈশ্চ বৃষ্ণিভিঃ সার্দ্ধং বিদর্ভান্ সবলো যযৌ ॥ ১৪

স্বয়ংবর-সভা শেষ হইলে পর অপর রাজগণ নিজ নিজ পুরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রদ্যুম্ন বিদর্ভরাজকন্যা ভানুমতীকে গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। ৮

রাজা নল যেরূপ দময়ন্তীর সহিত সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বীর প্রদ্যুম্ন ভানুমতীর সহিত রমণীয় কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ভে দেবসদৃশ এক পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। ৯

পৃথিবীতে অনিরুদ্ধ নামে খ্যাত কর্ম্মক্ষমতায় অতুলনীয় এবং ধনুর্বেদ, বেদ এবং নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুত্রকে বলবান করিয়াছিলেন। ১০

হে রাজন্! যখন সেই অনিরুদ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন রুক্মিণী রুক্মীর সুধর্ম্মসদ নাম্নী পৌত্রীকে ইঁহার (অনিরুদ্ধের) পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি রুক্মবতী নামে পরিচিত হইলেন। ১১

তখন রাজা রুক্মী অনিরুদ্ধের গুণে মুগ্ধ হইয়া পৌত্রীকে দান করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন এবং রুক্মীর প্রতি প্রীতিবশতঃ রুক্মিণী তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২

হে জনমেজয়! তখন মহাযশস্বী রাজা রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধাভাব পোষণ করিলেও শত্রুতা ত্যাগ করিয়া 'আমি পৌত্রী রুক্মবতীকে অনিরুদ্ধের জন্য দান করিলাম' এই কথা বলিয়াছিলেন। ১৩

সংযুক্তা জ্ঞাতয়শ্চৈব রুক্মিণঃ সুহৃদশ্চ যে
আহূতা রুক্মিণা তেঽপি তত্রাজগ্মুর্নরাধিপাঃ ॥ ১৫
শুভে তিথৌ মহারাজ নক্ষত্রে চাভিপূজিতে।
বিবাহঃ সোঽনিরুদ্ধস্য বভূব পরমোৎসবঃ ॥ ১৬
পাণৌ গৃহীতে বৈদর্ভ্যাস্ত্বনিরুদ্ধেন তত্র বৈ
বৈদর্ভযাদবানাঞ্চ বভূব পরমোৎসবঃ ॥ ১৭
রেমিরে বৃষ্ণয়স্তত্র পূজ্যমানা যথামরাঃ।
অথাশ্মকানামধিপো বেণুদারিরুদারধীঃ ॥ ১৮
অঙ্কঃ শ্রুতর্ব্বা চাণূরঃ ক্রাথশ্চৈবাংশুমানপি।
জয়ৎসেনঃ কলিঙ্গানামধিপশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৯
পাণ্ড্যশ্চ নৃপতিঃ শ্রীমান্দ্রবীকাধিপতিস্তথা।
এতে সম্ভূয় রাজানো দাক্ষিণাত্যা মহর্দ্ধয়ঃ ॥ ২০
অভিগম্যাব্রুবন্ সর্ব্বে রুক্মিণং রহসি প্রভুম্
ভবানক্ষেষু কুশলো বয়ং চাপি বিরাগবঃ ॥ ২১
প্রিয়দ্যূতশ্চ রামোঽসাবক্ষেষ্বনিপুণোঽপি চ।

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর পুত্রগণ, বলরাম এবং বৃষ্ণিবংশীয় অন্য যোদ্ধাগণের সহিত সদৈন্যে বিদর্ভদেশে গমন করিলেন। ১৪

রুক্মীর সুহৃদ্ এবং আত্মীয়স্থানীয় যে নৃপতিগণ রুক্মীকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন। ১৫

হে মহারাজ! শুভ তিথিতে এবং উত্তম নক্ষত্রে অনিরুদ্ধের সেই মহোৎসবময় বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইল। ১৬

সেখানে অনিরুদ্ধ বিদর্ভরাজকুমারী রুক্মবতীর পাণিগ্রহণ করিলে পর বিদর্ভদেশীয়গণের ও যাদবগণের মধ্যে এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। ১৭

বৈদর্ভবিবাহের দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয়গণ পূজিত হইয়া দেবগণের ন্যায় আনন্দে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই সময় অশ্মকদেশের অধিপতি উদারবুদ্ধি বেণুদারি, অঙ্ক, শ্রুতর্ব্বা, চাণূর, ক্রথপুত্র অংশুমান্, কলিঙ্গদেশের রাজা বলবান্ জয়ৎসেন, রাজা পাণ্ড্য এবং শ্রীমান্ দ্রবীকরাজ, এই সব দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধিশালী রাজারা সকলে নির্জ্জনে প্রভুসম নৃপতি রুক্মীর সমীপে সমাগত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১৮-২০।

আপনি দ্যূতক্রীড়ায় দক্ষ এবং আমরাও দ্যূতক্রীড়াপ্রিয় এবং বলরাম দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ না হইলেও দ্যূতক্রীড়াপ্রিয়। ২১।

তে ভবন্তঃ পুরস্কৃত্য জেতুমিচ্ছাম তং বয়ম্ ।
ইত্যুক্তো রোচয়ামাস রুক্মী দ্যূতঃ মহারথঃ ॥ ২২

তে শুভাং কাঞ্চনস্তম্ভাং কুসুমৈরুপশোভিতাম্
সভামাবিবিশুর্হৃষ্টাঃ সিক্তাঃ চন্দনবারিণা ॥ ২৩

তাং প্রবিশ্য ততঃ সর্বে শুভ্রস্রগনুলেপনাঃ
সৌবর্ণেষ্বাসনেষাসাংচক্রিরে বিজিগীষবঃ ॥ ২৪

আহূতো বলদেবস্তু কিতবৈরক্ষকোবিদৈঃ ।
বাঢ়মিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টঃ সহ দীব্যাম পণাতাম্ ॥ ২৫

নিকৃত্যা বিজিগীষন্তো দাক্ষিণাত্যা নরাধিপাঃ
মণিমুক্তাঃ সুবর্ণঞ্চ তত্রানিন্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত দ্যূতং তেষাং রতিবিনাশনম্ ।
কলহস্যাস্পদং ঘোরং দুর্মতীনাং ক্ষয়াবহম্ ॥ ২৭

নিষ্কাণাঞ্চ সহস্রাণি সুবর্ণস্য দশাপিতঃ
রুক্মিনা সহ সম্পাতে বলদেবো গ্রহং দদৌ ॥ ২৮

তং জিগায় ততো রুক্মী যতমানং মহাবলম্ ।
তাদদেবাপরং ভূয়ো বলদেবঃ জিগায় সঃ ॥ ২৯

অনক্ষজ্ঞৈয়মানস্তু রুক্মিণা কেশবাগ্রজঃ ।
সুবর্ণকোটীর্জগ্রাহ গ্রহং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩০

জিতনিভোব হৃষ্টোঽথ তমাহ্বতিরভাষত
শ্লাঘমানশ্চ চিক্ষেপ প্রহসন মুসলায়ুধম্ ॥ ৩১

অবিদ্বো দুর্বলঃ শ্রীমান্ হিরণ্যমিতং ময়া ।
অজেয়ো বলদেবোঽয়মক্ষদ্যূতে পরাজিতঃ ॥ ৩২

কলিঙ্গরাজস্তচ্ছ্রুত্বা প্রজহাস ভৃশং তদা ।
দন্তান্ সম্দর্শয়ন্ হৃষ্টস্তত্রাক্রুধ্যল্লাঙ্গলায়ুধঃ ॥ ৩৩

রুক্মিণস্তস্বচঃ শ্রুত্বা পরাজয়নিমিত্তজম্ ।
নিগৃহ্যমাণস্তীক্ষ্ণাভির্বাগ্ভির্ভীষ্মকসূনুনা ॥ ৩৪

রোষমাহারয়ামাস জিতরোষোঽপি ধর্মবিৎ
সংক্রুদ্ধো ধর্ষণাং প্রাপ্য রৌহিণেয়ো মহাবলঃ ॥৩৫

সেইহেতু আমরা আপনাকে অগ্রবর্তী করিয়া তাঁহাকে (বলরামকে) জয় করিতে ইচ্ছা করি। এইভাবে কথিত হইয়া মহারথী রুক্মী দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২২

তারপর ঐ সকল নৃপতিগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত স্বর্ণস্তম্ভ-বিশিষ্ট, পুষ্পসজ্জিত এবং চন্দন-বারিসিক্ত সভায় প্রবেশ করিলেন। ২৩

তারপর সভায় প্রবেশ করিয়া সুন্দর মালা এবং চন্দনে চর্চিত এবং বিজয় অভিলাষী সকল রাজারা সুবর্ণনির্মিত আসনে উপবেশন করিলেন। ২৪

তারপর দ্যূতক্রীড়ায় দক্ষ ক্রীড়াবিদ্‌গণের দ্বারা আমন্ত্রিত বলদেব হৃষ্টমনে বলিলেন—আচ্ছা, আমি আপনাদের সহিত খেলিব, আপনারা পণ রাখুন। ২৫

ছল পূর্বক জয়ে অভিলাষী দাক্ষিণাত্যের অধিপতিগণ সেখানে সহস্র সহস্র মণিমুক্তা এবং সুবর্ণ আনয়ন করিলেন। ২৬

তদনন্তর পারস্পরিক প্রেমবিনাশক, কলহের পরম স্থল এবং দুর্মতি পুরুষগণের সংহারকারক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ২৭

বলদেব রুক্মীর সহিত খেলিবার জন্য দ্যূতক্রীড়ার প্রথমে দশ হাজার মোহর পণ রাখিলেন। ২৮

তারপর রুক্মী মহাবলবান্ প্রযত্নশীল তাঁহাকে (বলদেবকে) জয় করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনরায় তিনি বলদেবকে অনুরূপ ভাবে জয় করিলেন। ২৯

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম রুক্মীকর্তৃক বার বার বিজিত হইয়া মহাত্মা রুক্মীর জন্য এক কোটি সুবর্ণমুদ্রা পণ রাখিলেন। ৩০

অনন্তর অতীব কুটিলপ্রকৃতি রুক্মী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—আমি ছলনাও করিয়াছি। এবং তিনি অপর রাজাগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে মুসলধারী বলরামের নিন্দা করিতে লাগিলেন। ৩১

শ্রীমান্ বলদেব বিদ্যাহীন এবং দুর্বল ; কারণ, তিনি অজেয় হইলেও আজ তিনি আমার দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় প্রকৃত সুবর্ণে পরাজিত হইয়াছেন। ৩২

তখন কলিঙ্গরাজ জয়সেন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। হৃষ্টচিত্তে হাস্য করিবার সময় তিনি দন্তসকল প্রদর্শন করিতে থাকিলে বলরাম কুপিত হইয়া উঠিলেন। ৩৩

ভীষ্মকপুত্র রুক্মীকর্তৃক কঠোর বাক্যের দ্বারা নিপীড়িত হইতে হইতে বলদেবের পরাজয়কে নিমিত্ত করিয়া কথিত রুক্মীর সেই বাক্যসকল শুনিয়া জিতক্রোধ হইয়াও ধর্মজ্ঞ মহাপরাক্রমী রোহিণীকুমার বলরাম মনে পীড়া পাইয়া সবিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৩৪-৩৫

ধৈর্য্যমনঃ সন্নিধায় ততো বচনমব্রবীৎ
দশকোটিসহস্রাণি দ্বয় একো মমাপরঃ ॥ ৩৬
এনং সম্পরিগৃহ্যৈষ পাতয়াক্ষান্নরাধিপ
কৃষ্ণাঙ্গৈর্লোহিতাক্ষাংশ্চ দেশেঽস্মিংস্ত্বধিপাং
ইত্যেবমাহ্বয়ামাস রুক্মিণং রোহিণীসুতঃ
অনুক্ত্বা বচনং কিঞ্চিদ্বাঢ়মিত্যব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৩৮
অক্ষান্ রুক্মী ততো হৃষ্টঃ পাতয়ামাস পার্থিবঃ।
চাতুরক্ষে তু নির্বৃত্তে নিজিতঃ স নরাধিপঃ ॥ ৩৯
বলদেবেন ধর্ম্মেণ নেত্যুবাচ ততো বলঃ
ধৈর্য্যমনঃ সমাধায় স ন কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৪০
বলদেবং ততো রুক্মী ময়া জিতমিতি ক্ষয়ন্
বলদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা ক্ষিপ্তং বাক্যং নরাধিপ ॥ ৪১
ভূয়ঃ ক্রোধসমাবিষ্টো নোত্তরং ব্যাজহার হ
ততো গম্ভীরনির্ঘোষা বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৪২
বলদেবস্য তং ক্রোধং বর্দ্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ।
সত্যাহ বলঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মেণৈষ পরাজিতঃ ॥ ৪৩

তারপর ধৈর্য্যসহকারে মনকে সংযত করিয়া বলরাম এই কথা বলিলেন, দশ সহস্র কোটি গবাশ্বযুক্ত আমার অপর এক (পাশার) পণ ॥ ৩৬

হে বিদর্ভরাজ। ইহা গ্রহণ কর, অক্ষ নিক্ষেপ কর। অধিক রজোগুণযুক্ত এবং দেশ ও কালের উপযুক্ত লোহিতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ অক্ষ নিক্ষেপ কর। এইভাবে রুক্মীকে রোহিণীপুত্র বলরাম (পাশাখেলায়) আহ্বান করিলেন ॥ ৩৭॥

কিন্তু বাক্য না বলিয়া 'ঠিক আছে' এইরূপ বলিয়া হৃষ্টচিত্ত রাজা রুক্মী অক্ষগুলি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৮॥

তারপর বলদেব ধর্ম্মানুসারে চারিজয়যুক্ত অক্ষ নিক্ষেপ করিলে তদনুসারে বলরাম ধর্ম্মতঃ তাঁহাকে পরাজিত করিলেও রাজা রুক্মী বল পূর্ব্বক না, অর্থাৎ আপনি বিজয়ী নন এই কথা বলিলেন ॥৩৯॥

তখন পুনরায় তিনি (বলদেব) ধৈর্য্যসহকারে মনকে স্থির করিয়া কোন কথা বলিলেন না। তখন রুক্মী হাস্যসহকারে বলদেবকে বলিলেন—আমার দ্বারা আপনি পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৪০॥

রাজা বলদেব সেই কুটিলতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোনপ্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না ॥ ৪১॥

তখন মহাত্মা বলদেবের সেই ক্রোধের বর্দ্ধনকারী গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত আকাশবাণী উচ্চারিত হইল ॥ ৪২॥

শ্রীমান্ বলদেব সত্য বাক্য বলিয়াছেন। এই (রাজা রুক্মী) ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইয়াছেন। কোন প্রকার বাক্য না বলিলেও

অনুক্ত্বা বচনং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তো ভবতি কর্ম্মণা
মনসা সমনুজ্ঞাতঃ তৎ স্যাদিত্যবগমাত্তাম্ ॥ ৪৪
ইতি শ্রুত্বা বচস্তথ্যমন্তরিক্ষাৎ সুভাষিতম্
সঙ্কর্ষণস্তদোবায় সৌবর্ণেনোরুণা বলী ॥
রুক্মিণং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং নিজঘান মহীতলে ৪৫
বিবাদে কুপিতো রামঃ ক্ষেপ্তারং কিল রুক্মিণম্
কৃষ্ণানাষ্টাপদেনৈব প্রমথ্য মধুসূদনঃ ॥ ৪৬
ততোঽপসৃত্য সংক্রুদ্ধঃ কলিঙ্গাধিপতেরপি।
দন্তান্ বভঞ্জ সংরম্ভাদ্বিনদন্ ঽ সিংহবৎ ॥ ৪৭
খড়্গমুদ্যম্য তান্ সর্ব্বাংস্ত্রাসয়ামাস পার্থিবান্
স্তম্ভং সভায়াঃ সৌবর্ণমুৎপাট্য বলিনাং বরঃ ॥
গজেন্দ্র ইব তং স্তম্ভং কর্ষন্ সঙ্কর্ষণস্ততঃ।
নির্জগাম সভাদ্বারাদ্ত্রাসয়ামাস কৈশিকান্ ॥ ৪৯
রুক্মিণং নিকৃতিপ্রজ্ঞং স হত্বা যাদবর্ষভঃ
বিত্রাস্য বিবিধৈঃ সর্ব্বান্ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫০

তিনি (পূর্বকৃত অক্ষনিক্ষেপাদি) কর্মদ্বারা এই ফলের সহযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি মনের দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪৩-৪৪

আকাশবাণীর তথ্যপূর্ণ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া বলবান্ বলদেব উত্থিত হইয়া সুবর্ণনির্মিত অষ্টাপদ (পাশাখেলার ছক) দ্বারা রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্মীকে পৃথিবীতে নিধন করিলেন ॥ ৪৫

বিবাদকালে কুপিত হইয়া মধুসূদন বলরাম উপেক্ষাকারী রুক্মীকে মোহিত করিয়া অষ্টাপদের দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

তারপর (মৃত রুক্মীকে) অপসারিত করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বলরাম কলিঙ্গাধিপতির দন্তগুলি ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং সিংহের ন্যায় উচ্চ নাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

(তদনন্তর) দ্যূতসভার সুবর্ণনির্মিত স্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলরাম খড়্গ উত্তোলিত করিয়া সেই সকল রাজগণকে ত্রাসযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

তারপর শ্রেষ্ঠ গজতুল্য সেই স্তম্ভকে টানিতে টানিতে বলরাম সভার দ্বারপথ হইতে বাহিরে আনয়ন করিলে কেশিকবাসীরা ত্রাসযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৪৯

কুটিলশ্রেষ্ঠ রুক্মীকে হত্যা করিয়া যাদবশ্রেষ্ঠ বলরাম, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুগণকে ভীত করে, তদ্রূপ সকল শত্রুকে ভীত করিয়াছিলেন ॥ ৫০

জগাম শিবিরং রামঃ স্বয়মেব জনাবৃতঃ
স্তবেরয়ৎ স কৃষ্ণায় তত্র সর্ব্বং যথাভবৎ ॥ ৫১

নোবাচ স তদা কৃষ্ণঃ কিঞ্চিদ্রামং মহাদ্যুতিঃ।
নিগৃহ্য চ তদাত্মানং কৃচ্ছ্রাদজ্ঞাপয়ৎ ॥ ৫২

ন হতো বাসুদেবেন যঃ পূর্বং পরবীরহা
রুক্মিণ্যা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাথ রুক্মিণীস্নেহকারণাৎ ॥ ৫৩

স রামকরমুক্তেন নিহতো দ্যূতমণ্ডলে।
অষ্টাপদেন বলবান্ রাজা বজ্রধরোপমঃ ॥ ৫৪

তস্মিন্ হতে মহাবীর্য্যে নৃপতৌ ভীষ্মকাত্মজে
ক্রমভার্গবতুল্যে বৈ ক্রমভার্গবশিক্ষিতে ॥ ৫৫

কৃতৌ চ যুদ্ধকুশলে নিত্যযাজিনি পাতিতে।
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চৈব সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥ ৫৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রুক্মিণী চ মহাভাগা বিলপন্ত্যার্ত্তয়া গিরা।
বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা সান্ত্বয়ামাস কেশবঃ ॥ ৫৭

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং রুক্মিণো নিধনং যথা।
বৈরস্য চ সমুত্থানং বৃষ্ণিভির্ভরতর্ষভ ॥ ৫৮

বৃষ্ণয়োঽপি মহারাজ ধনান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
রাম-কৃষ্ণৌ সমাশ্রিত্য যযুর্দ্বারবতীং প্রতি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
রুক্মিবধে নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

(তখন) জনপরিবৃত বলরাম নিজ শিবিরে গমন করিলেন এবং সেস্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন ॥ ৫১

তখন মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে কোন কথা বলিলেন না। তখন নিজেকে কোনপ্রকারে উপশমিত করিয়া কষ্টপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

ভগবান্ বাসুদেব রুক্মিণীর প্রতি স্নেহবশতঃ রুক্মিণীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রথম হত্যা করেন নি। বজ্রধারী ইন্দ্রের সমান বলবান্ এবং শ্রেষ্ঠ শস্ত্রবিমর্দক রাজা রুক্মী বলরামের হস্তনিক্ষিপ্ত অষ্টপদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৫৩-৫৪

মহাপরাক্রমশালী পরশুরামের নিকট অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়া পরশুরামতুল্য বীর্য্যশালী, বিদ্বান্, যুদ্ধকুশলী, নিত্য যজ্ঞকারী সেই ভীষ্মকপুত্র রাজা রুক্মী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বৃষ্ণিবংশীয় এবং অন্ধকবংশীয় রাজগণ বিমনা হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৫৫-৫৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দভাগা রুক্মিণীকে আর্ত্ত বাক্যে বিলাপরতা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৫৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! (আমাকর্তৃক) এই সকল বৃত্তান্ত এবং রুক্মীর নিধন যেভাবে ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে বৃষ্ণিবংশীয়-গণের সহিত বৈরীভাবের সমুত্থান (ব্যক্ত) হইতেছে ॥ ৫৮

হে মহারাজ! বৃষ্ণিবংশীয়গণ রাজাদের সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণের সমাশ্রিত হইয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ৫৯

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে রুক্মিবধনামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামস্য মাহাত্ম্যকথনম্, তেন হস্তিনাপুরং গঙ্গায়াং নিক্ষেপ্তুমদ্ভুতপ্রযত্নস্য বর্ণনঞ্চ।]

রাজোবাচ।

ভূয় এব তু বিপ্রর্ষে বলদেবস্য ধীমতঃ।
মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥ ১
অতীব বলদেবং তং তেজোরাশিমনির্জিতম্
কথয়ন্তি মহাত্মানং যে পুরাণবিদো জনাঃ ॥ ২
তস্য কর্ম্মাণ্যহং বিপ্র শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ
অনন্তং যং বিদুর্যোগাদিদেবং নগেশ্বরম্ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ

পুরাণে নাগরাজোঽসৌ পঠ্যতে ধরণীধরঃ
শেষস্তেজোনিধিঃ শ্রীমানকম্পাঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
যোগাচার্য্যো মহাবীর্য্যো দেবসঙ্ঘমুখো বলী।
জরাসন্ধং গদাযুদ্ধে জিতবান্ যো ন চাবধীৎ ॥ ৫
বহবশ্চৈব রাজানঃ প্রথিতাঃ পৃথিবীতলে
অন্বয়ুর্যমাগতং সর্ব্বে তে চাপি বিজিতা রণে ॥ ৬
নাগাযুতবলপ্রাণো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অসকৃদ্বলদেবেন বাহুযুদ্ধে পরাজিতঃ ॥ ৭
দুর্য্যোধনস্য কন্যাং তু হরমাণো সুদুর্হৃদ।
সাম্বো জাম্ববতীপুত্রো নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥ ৮
রাজভিঃ সর্ব্বতো রুদ্ধো হরমাণো বলাৎ কিল
তত্তপশ্রুত্য সংরব্ধ আজগ্মে মহাবলঃ ॥ ৯
রামস্তস্য তু মোক্ষার্থমাগতো নলভচ্চ তম্।
ততশ্চুক্রোধ বলবানসুতং চাকরোন্মহৎ ॥ ১০
অনিবার্য্যমভেদ্যঞ্চ দিব্যমপ্রতিমং বলে।
লাঙ্গলাস্ত্রং সমুদ্যম্য ব্রহ্মমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ১১
প্রাকারবপ্রে বিদ্যাস্য পুরস্য চ মহাদ্যুতিঃ।
প্রক্ষেপ্তুমৈচ্ছদ্গঙ্গায়াং নগরং কৌরবস্য তৎ ॥ ১২
তদ্বিঘূর্ণিতমালক্ষ্য পুরং দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
সাম্বং নির্য্যাতয়ামাস সভার্য্যং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[বলরামের মহাত্মাকথন এবং তাঁহার দ্বারা হস্তিনাপুরকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার অদ্ভুত প্রযত্ন বর্ণন।]

রাজা জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ধরণীধর শেষ-অবতার বুদ্ধিমান্ বলরামের মাহাত্ম্য আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

যাঁহারা পুরাণবিদ্ পুরুষ, তাঁহারা মহাত্মা বলরামকে অত্যন্ত তেজের রাশি ও অপরাজিত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২

বিপ্রবর! আমি তাঁহার কর্ম্মসমূহ পুনরায় যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাঁহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ মহাবল-পরাক্রমসম্পন্ন ও আদিদেব অনন্ত-নাগরূপে জানেন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! পুরাণে বলরামকে সাক্ষাৎ নাগরাজ ধরণীধর শেষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি তেজের নিধি, দিব্য শোভাসম্পন্ন, অকম্পনীয় মহাবীর ও পুরুষোত্তম। তিনি যোগের আচার্য্য, মহাপরাক্রমশালী, বলবান্ ও দেবগণের গুরু মন্ত্রণা প্রদান এবং বিচারকগণের মধ্যে প্রধান। তিনি গদাযুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বধ করেন নাই ॥ ৪-৫

ভূতলে বিখ্যাত বহু রাজা, যাঁহারা সকলে মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগামী ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে যুদ্ধে বলরাম জয় করিয়াছিলেন ॥ ৬

যাঁহার মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, সেই ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীমসেন বাহুযুদ্ধে বলদেব কর্ত্তৃক বহুবার পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৭

এক সময় দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে অপহরণকারী জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে হস্তিনাপুরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই সময় সর্ব্বদিকে রাজগণের দ্বারা পরিবৃত ছিল। কৌরবেরা বলিয়াছিলেন—সাম্ব বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে ॥ ৮

সাম্বকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাবল বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য হস্তিনাপুরে আসেন; কিন্তু তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মুক্তিদানের কথা বলিলেও সাম্বকে প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৯

তখন বলবান্ বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি এক অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। মহাতেজস্বী বলরাম যাহা কাহারও দ্বারা নিবারণ বা ভেদ করিবার যোগ্য ছিল না, সেই অপ্রতিম শক্তিশালী দিব্য হল নামক অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত কৌরবনগর হস্তিনাপুরের প্রাচীরের দেওয়ালের ভিত্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া সম্পূর্ণ নগরকে গঙ্গায় নিপক্ষে করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১০-১২

নিজের নগরকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রুত আসিয়া বুদ্ধিমান্ বলরামের নিকট পত্নী লক্ষ্মণাসহ সাম্বকে প্রত্যর্পণ করেন ॥ ১৩

ততো শিষ্যং তদাত্মানং রামস্য সুমহাত্মনঃ।
গদাযুদ্ধে কুরুপতিং শিষ্যং জগ্রাহ তত্ত্ব সঃ ॥ ১৪
ততঃ প্রভৃতি রাজেন্দ্র পুরমেতদ্বিঘূর্ণিতম্।
আবর্জিতমিবাভাতি গঙ্গাভিমুখং নৃপ ॥ ১৫
ইদমত্যদ্ভুতং কর্ম্ম রামস্য কথিতং ভুবি।
ভাণ্ডীরে কথিতং রাজন্ যৎ কৃতং গৌরিণা পুরা ॥ ১৬
প্রলম্বং মুষ্টিনৈকেন যজ্ঞযান হলায়ুধঃ।
ধেনুকং তু মহাবীর্য্যং চিক্ষেপ নগমূর্দ্ধনি।
স গতায়ুঃ পপাতোর্ব্যাং দৈত্যো গর্দ্দভরূপধৃক্ ॥ ১৭
লবণজলগমা মহানদী
ক্রতজলবেগতরঙ্গমালিনী।
নগরমভিমুখং যদা হৃতা
হলবিধৃতা যমুনা যমস্বসা ॥ ১৮
বলদেবস্য মাহাত্ম্যমেতত্তে কথিতং ময়া
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য শেষস্য ধরণীকৃতঃ ॥ ১৯
ইতি পুরুষবরস্য লাঙ্গলে-
র্বহুবিধমুত্তমমদ্ভুতং চ।
যদকথিতমিহাদ্য কর্ম্ম তে
তদুপলভস্ব পুরাণবিস্তরাৎ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি বলদেবমাহাত্ম্যং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

সেই সময় দুর্যোধন নিজেকে মহাত্মা বলরামের সমীপে শিষ্যরূপে সমর্পণ করেন। তখন তিনি কুরুরাজ দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধের শিক্ষাদানের জন্য নিজের শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন ॥ ১৪

রাজেন্দ্র! সেই সময় হইতে এই নগর (হস্তিনাপুর) ঈষৎ ঘূর্ণিত ও গঙ্গার দিকে যেন অবনত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ১৫

রাজন্! এই ভূতলে বলরামের ইহা এক অত্যন্ত অদ্ভুত কার্য্য কথিত আছে। পূর্ব্বে ভাণ্ডীরবটের নিকট তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি ॥ ১৬

সেই সময় হলধর প্রলম্বকে এক মুষ্টির আঘাতে বধ করিয়াছিলেন এবং মহাপরাক্রমশালী ধেনুকাসুরকে তালবৃক্ষের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উহাতে সেই গর্দ্দভরূপধারী দৈত্য সেখানেই প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল ॥ ১৭

লবণজলপূর্ণ সমুদ্রে গমনকারিণী, যমভগিনী, প্রবহমান জলের বেগ ও তরঙ্গমালায় অলঙ্কৃতা এবং মহানদী যমুনাকে তিনি হলের দ্বারা নগরের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ১৮

যিনি অনন্ত, অপ্রমেয় ও ধরণীধর শেষের অবতার, সেই বলরামের মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ১৯

এইরূপ পুরুষোত্তম হলধর বলরামের অদ্ভুত ও উত্তম চরিত্র রহিয়াছে, তাঁহার যে সব কর্ম্মের আলোচনা এই স্থলে করা হইল না, তৎসমস্তই তুমি অন্য বিস্তৃত পুরাণসকল হইতে জানিয়া লইও ॥ ২০

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে বলরামের মাহাত্ম্যবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নরকাসুরস্য পরিচয়ঃ, দ্বারকায়াম্ ইন্দ্রস্যাগমনম্, নরকাসুরবধায় শ্রীকৃষ্ণং প্রতি তস্যানুরোধঃ, সত্যভামায়া সহ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমনম্, তেন মুর-নিসুম্ভ-হয়গ্রীব-বিরূপাক্ষ-পঞ্চনদাদীনামন্যেষামসুরাণাং নরকাসুরস্য চ বধঃ

জনমেজয় উবাচ

প্রভোতা দ্বারকাং বিষ্ণুর্হতে কৃষ্ণিনি বীর্য্যবান্।
অকরোদ্ যদ্মহাবাহুস্তন্মে বদ মহামুনে ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ

স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ পুরাং যাদবনন্দন।
দ্বারকাং ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যাবৈক্ষত বীর্য্যবান্ ॥ ২
প্রত্যাপন্নত রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ
বর্ষাহঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নৈর্ঋতান্ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৩
তত্র বিঘ্নং চরন্তি স্ম দৈত্যেয়াঃ সহ দানবৈঃ
তান্ জঘান মহাবাহুর্বরদৃপ্তান্ মহাসুরান্ ॥ ৪
বিঘ্নং চাস্যাকরোত্তত্র নরকো নাম দানবঃ।
ত্রাসনঃ সর্ব্বদেবানাং দেবরাজরিপুর্মহান্ ॥ ৫

স ভূমের্মূর্ত্তিলিঙ্গস্তু সর্ব্বদেবাধিবাধিতা।
দেবতানা-(মাসুষাণাং-) মুদীর্ণাঞ্চ প্রতীপমকরোত্তদা ॥ ৬
দৃষ্ট্বৈ হিতরং ভৌমঃ কশেরুমগমত্তদা
গজরূপেণ জগ্রাহ রুচিরাঙ্গীং চতুর্দ্দশীম্ ॥ ৭
প্রমদা তাং বলাদ্রোহাৎ নরকো বাক্যমব্রবীৎ
নষ্টশোকভয়ো মোহাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিস্তদা ॥ ৮
যানি দেব-মনুষ্যেষু রত্নানি বিবিধানি চ।
বিভর্ত্তি চ মহী কৃৎস্না সাগরেষু চ যদ্বসু ॥ ৯
ছত্রপ্রভৃতি তানীহ সহিতাঃ সর্ব্বনৈর্ঋতাঃ।
তবৈবোপহরিষ্যন্তি দৈত্যাশ্চ সহ দানবৈঃ ॥ ১০
এবমুক্তমরত্নানি রত্নানি বিবিধানি চ
স জহার তদা ভৌমস্তচ্চ নাধিচকার সঃ ॥ ১১

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[নরকাসুরের পরিচয়, দ্বারকায় ইন্দ্রের আগমন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুর বধের জন্য অনুরোধ, সত্যভামা-সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন এবং তাঁহার দ্বারা মুর, নিসুম্ভ, হয়গ্রীব, বিরূপাক্ষ, পঞ্চনাদ ও অন্যান্য অসুরগণ এবং নরকাসুর বধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহামুনে! কৃষ্ণী নিহত হইলে পর যখন শক্তিশালী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি কি করিলেন? ইহা আমাকে বলুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীমান্ যাদবনন্দন পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যাদবগণে পরিবৃত দ্বারকায় যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সেই দ্বারকাপুরীকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ২

কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ যে নানাপ্রকার ধন ও রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদেমস্তই তিনি দ্বারকায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই সব হরণ করিতে ইচ্ছুক রাক্ষসদিগকে তিনি নিবারণ করত দূর করিয়া দিলেন। ৩

সেস্থানে দানবগণ সহ দৈত্যেরা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল, কিন্তু মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বরপ্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত সেই সব মহাসুরকে বধ করিলেন। ৪

তাহার পর নরকনামক দানব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিল। নরকাসুর সমস্ত দেবতাগণের ত্রাসপ্রদ ও দেবরাজ ইন্দ্রের মহাশত্রু ছিল। ৫

সমস্ত দেবতাদিগকে বাধাপ্রদানকারী নরকাসুর ভূমির 'মূর্ত্তিলিঙ্গে' অবস্থান করত দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রতিকূল আচরণ করিতে লাগিল। (এই মূর্ত্তিলিঙ্গ—মূর্ত্তি বা শিবলিঙ্গের আকারের কোন দুর্ভেদ্য গৃহ, যাহা পৃথিবীর মধ্যে নির্ম্মিত ছিল। শত্রুদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য নরকাসুর এতাদৃশ বাস-নির্ম্মাণ করাইয়াছিল)। ৬

ভূমির পুত্র বলিয়া এই নরকাসুর ভৌমাসুর নামেও কথিত হইত। নরকাসুর হস্তীর রূপ ধারণ করত প্রজাপতি ত্বষ্টার কন্যা চৌদ্দ বৎসরবয়স্কা ও সুন্দর অঙ্গশোভিতা কশেরুর নিকট গমন করে। ৭

নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিল। তাহার শোক ও ভয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে মোহবশতঃ সুন্দরী কশেরুকে নিজের দুই বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া এই কথা বলিল। ৮

দেবি! দেবতা ও মনুষ্যগণের নিকট যে নানাবিধ ধনরত্ন আছে, সমস্ত পৃথিবী যে সব রত্ন ধারণ করে এবং সমুদ্রে যে সব রত্ন সঞ্চিত আছে, সেই সব ধন-রত্নই আজ হইতে সমস্ত রাক্ষস, দৈত্য ও দানবগণ তোমার জন্য হরণ করিয়া আনিবে। ৯-১০

এইরূপে ভৌমাসুর নানাপ্রকার উত্তম রত্নরাজি ও নানাবিধ বস্তুরাশি সেই সময় অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু সেই সব অধিকার অর্থাৎ উপভোগ করে নাই। ১১

গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ যাঃ কন্যা জহার নরকো বলী।
যাশ্চ দেব-মনুষ্যাণাং সপ্ত চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১২
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি একনিংশচ্ছতানি চ।
একবেণীধরাঃ সর্ব্বাঃ সতীনার্গমব্রতাঃ ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাসাং পুরবরং ভৌমোঽকারয়ন্মণিপর্ব্বতম্।
অলকায়ামধীনাস্থা মুরোঃ স্থবিষয়ং প্রতি ॥ ১৪
তাশ্চ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং মুরোশ্চৈব সুতাত্মজাঃ।
নৈর্ঋতাশ্চ যথা মুখ্যাঃ পালয়ন্ত উপাসতে
স এষ তমসঃ পারে বরদত্তো মহাসুরঃ ॥ ১৫
ন চাসুরগণৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ কর্ম্ম তৎ পুরা।
কৃতপূর্ব্বং তদা ঘোরং যদকার্ষীন্মহাসুরঃ ॥ ১৬
অদিতিং ধর্ষয়ামাস কুণ্ডলার্থে মহাসুরঃ
যং মহী সুষুবে দেবী যস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ॥ ১৭

গন্ধর্ব্বগণের যে সব কন্যা ছিল, তাহাদিগকেও বলবান্ নরকাসুর হরণ করিয়া আনিল। দেবতা ও মনুষ্যগণের কন্যা-সকলকে এবং অপ্সরাদিগের সপ্ত গণকেও হরণ করিয়া (নিজ পুরীতে) লইয়া আসিল ॥ ১২

এইভাবে ষোল হাজার এক শত সুন্দরী স্ত্রী তাহার গৃহে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু এই সব স্ত্রীই সতীত্ব পথ অবলম্বন করত ব্রত ও নিয়ম পালনে রত থাকিয়া এক বেণী ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! উদারচরিত ভৌমাসুর (নরকাসুর) তাহাদের বাস করিবার জন্য মণিপর্ব্বতের উপরে এক শ্রেষ্ঠ নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। যে স্থানে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থান অলকানামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং তাহা মুর নামক দৈত্যের অধিকৃত রাজ্যে অবস্থিত ছিল ॥ ১৪

মুর বা মুরুনামক দৈত্যের দশ পুত্র ও প্রধান রাক্ষসগণ সেই কুমারীদিগকে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভৌমকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার উপাসনা করিতেছিল। এই মহাসুর নরক তপস্যার শেষে বরপ্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৫

পূরাকালে সমস্ত অসুরগণ একত্রে মিলিত হইয়াও যেরূপ অত্যন্ত ঘোর পাপকর্ম্ম করিতে পারে নাই, তাহা এই মহাসুর নরক একাকীই করিয়াছিল ॥ ১৬

এই মহাসুর কুণ্ডলের জন্য দেবমাতা অদিতিকে তিরস্কার করিয়াছিল। পৃথিবীদেবী যাহাকে জন্মদান করিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যাহার অধিকারে ছিল, সেই নরকাসুরের চার মুখোদ্যত দৈত্য দ্বারপাল ছিল ॥ ১৭

তাহাদের নাম ছিল—হয়গ্রীব, নিসুম্ভ, বীর পঞ্চজন এবং সহস্র পুত্র সহ মহাসুর মুরু। এই মুরু বরদান লাভ করিয়াছিল ॥ ১৮

এই নরকাসুর সমুদয় দেবযান-মার্গ পরিবৃত করিয়া যেখানে উপস্থিত হইত এবং ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসগণের সহিত সেখানে অবস্থান করত সেই দিক্ দিয়া গমনকারী পুণ্যাত্মাগণকে সন্ত্রাসিত করিত ॥ ১৯

তাহার বধের জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধারী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে দেবকীর গর্ভে বসুদেব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২০

তাঁহার তেজ বিশ্বে বিখ্যাত। এই পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণের নিবাস স্থান ছিল দ্বারকা। যাঁহাকে দেবতাগণ উপযুক্ত উপায়ে উপলব্ধ করিয়াছেন ॥ ২১

দ্বারকাপুরী ইন্দ্রের বাসস্থান অমরাবতী পুরী হইতেও রমণীয় ছিল। ইহা সাগরে পরিবেষ্টিত ও শঙ্খ পর্ব্বতের দ্বারা সুশোভিত ছিল ॥ ২২

দেবপুরীর ন্যায় সুশোভিতা দ্বারকায় এক সভা ছিল, যাহা স্বর্ণের তোরণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সভা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক যোজন ছিল এবং ধর্ম্মাহী সভা নামে বিখ্যাত ছিল ॥ ২৩

তত্র বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ সর্বে রামকৃষ্ণপুরোগমাঃ।
লোকযাত্রামিমাং কৃৎস্নাং পরিরক্ষন্ত আসতে ॥ ২৪
তত্রাসীনেষু সর্বেষু কদাচিদ্ভরতর্ষভ।
দিবাগন্ধো ববৌ বায়ুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত হ ॥ ২৫
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রভাজালাভিসংবৃতঃ।
মুহূর্তমন্তরিক্ষেঽভূত্ততো ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৬
মধ্যে তু তেজসস্তস্য পাণ্ডুরং গজমাস্থিতঃ।
বৃতো দেবগণৈঃ সর্বৈর্বাসবঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৭
রামকৃষ্ণৌ চ রাজা স বৃষ্ণ্যন্ধকগণৈঃ সহ।
প্রত্যুদ্যযুর্মহাত্মানং পূজয়ন্তঃ সুরেশ্বরম্ ॥ ২৮
সোঽবতীর্য্য গজাত্তূর্ণং পরিষ্বজ্য জনার্দ্দনম্
সম্বন্ধে বলদেবঞ্চ তথা রাজানমাহুকম্ ॥ ২৯
বৃষ্ণীনন্যান্ সম্বন্ধে চ যথাকালং যথাবয়ঃ।
পূজিতো রামকৃষ্ণাভ্যামাবিবেশ স তাং সভাম্ ॥ ৩০

তত্রাসীনোঽভ্যনুজ্ঞায় সভাং তাঞ্চমরেশ্বরঃ।
অর্ঘ্যাদিসমুদাচারং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথাবিধি ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথোবাচ মহাতেজা বাসবো বাসবানুজম্।
সান্ত্বপূর্ব্বং করেণাস্য সংস্পৃশ্য বদনং শুভম্ ॥ ৩২
দেবকীনন্দন বচঃ শৃণু মে মধুসূদন
যেন ত্বাভিগতোঽস্মাস্তু কার্য্যেণাদিত্যকর্শন ॥ ৩৩
নৈর্ঋতো নরকো নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে মোহাজ্জহার দিতিনন্দনঃ ॥ ৩৪
দেবানাং বিপ্রিয়ে নিত্যমুদ্যুক্তশ্চ স বর্ত্ততে।
তঞ্চ দেবাসুরঃ প্রেক্ষ্য ভূমিং ত্বং পাপপূরুষম্ ॥ ৩৫
অয়ং ত্বাং গরুড়স্তত্র প্রাপয়িষ্যতি কামগঃ।
কামবীর্য্যোঽভিতেজস্বী বৈনতেয়োঽন্তরিক্ষগঃ ॥ ৩৬
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ভৌমঃ স নরকোঽসুরঃ।
নিষূদয়িত্বা তং পাপং ক্ষিপ্রমাগন্তুমর্হসি ॥ ৩৭

এই সভায় বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণাদি বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের সকলেই উপবেশন করেন এবং সমস্ত লোকজীবনের রক্ষায় তৎপর ছিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! একদিনের কথা, সমস্ত যদুবংশীয়গণ সেই সভায় বসিয়াছিলেন, সেই সময় দিব্য সুগন্ধে পূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

তারপর মুহূর্তকালের মধ্যে আকাশে কিল-কিলাশব্দ হইতে লাগিল এবং তেজোরাশি পরিবৃত এক দিব্য আকৃতি প্রকটিত হইয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীতে নামিয়া অবস্থিত হইল ॥ ২৬

সেই তেজঃপুঞ্জের মধ্যে শ্বেতবর্ণ হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ইন্দ্র সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ২৭

সেই সময় মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বাগত জানাইবার জন্য বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও রাজা উগ্রসেন বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৮

ইন্দ্র হস্তী হইতে নামিয়া সত্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলরাম ও রাজা উগ্রসেনকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৯

তাহার পর তিনি বয়সানুসারে যথাকালে অন্য বৃষ্ণিবীরগণকেও আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূজিত হইয়া তিনি সেই ধর্মশালী সভায় গমন করিলেন ॥ ৩০

সেখানে উপবিষ্ট হইয়া সেই সভার শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যাদি পূজার উপচার গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অনন্তর মহাতেজস্বী ইন্দ্র নিজের অনুজ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনাদান করত তাঁহার সুন্দর মুখারবিন্দে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত বলিলেন ॥ ৩২

দেবকীনন্দন! মধুসূদন! পদ্মনাভন! আজ আমি যে কার্য্যের জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, সেই বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ৩৩

নরকনামে এক রাক্ষস আছে, সে ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দৈত্য মোহবশতঃ দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪

দেব! সে প্রতিদিন দেবগণ ও ঋষিগণের অপ্রিয় করিতেছে, অতএব তুমি সুযোগ বুঝিয়া সেই পাপাত্মা পুরুষকে বধ কর ॥ ৩৫

ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ এই গরুড় তোমাকে সেখানে উপস্থিত করিবে; কারণ, এই বিনতানন্দন গরুড় অন্তরিক্ষচারী ও মহাতেজস্বী ॥ ৩৬

ভূমিপুত্র নরকাসুর সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই অবধ্য, অতএব তুমি সেই পাপীকে সংহার করত শীঘ্র প্রত্যাগমন কর ॥ ৩৭

ইত্যুক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো দেবরাজেন কেশবঃ
প্রতিজজ্ঞে তথাবাহ্যনরকস্য নিবর্হণে ॥ ৩৮
ততঃ সহৈব শক্রেণ শঙ্খচক্রগদাধিভৃৎ
প্রতস্থে গরুড়েনাথ সত্যাভামাসহায়বান্ ॥ ৩৯
ক্রমেণ সপ্তরক্ষাংসি স মরুতাং সহবাসবঃ
পশ্যতাং সহসিংহানামূর্দ্ধমাচক্রমে বলী ॥ ৪০
বারণেন্দ্রগতঃ শক্রো গরুড়স্থো জনার্দ্দনঃ
বিদ্যুদ্বন্তৌ প্রকাশেতে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৪১
অন্তরিক্ষে চ গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ কেশবঃ।
স্তূয়মানোঽথ শক্রশ্চ ক্রমেণাস্তরমীয়তুঃ ॥ ৪২
সমাধায়েতিকর্ত্তব্যং বাসবো বিবুধাধিপঃ।
স্বমেব ভবনং প্রায়াৎ কৃষ্ণঃ প্রাগ্জ্যোতিষং প্রতি ॥ ৪৩
পক্ষানিলহতো বায়ুঃ প্রতিলোমং ববৌ তদা।
ততো ভীমরবা মেঘা বভ্রমুর্গগনেচরাঃ ॥ ৪৪

ক্ষণেন সমদৃশ্যন্ত দ্বিজেনাকাশগেন বৈ।
দূরাদেব চ তান্ দৃষ্ট্বা প্রযযৌ যত্র তে স্থিতাঃ ॥ ৪৫
অপশ্যন্ বারি তত্রস্থাং হস্ত্যশ্বরথবাহিনীম্।
ক্ষুরান্তান্ মৌরবান্ পাশান্ ষট্ সহস্রান্ দদর্শ হ ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ

গরুড়স্যোপরি শ্রীমাঞ্ছঙ্খচক্রগদাধরঃ
বিভ্রল্লীলাম্বুদাকারঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৪৭
বনমালাকুলোরস্কঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতভূষণঃ।
কিরীটমূর্দ্ধা সূর্য্যাভঃ সবিদ্যুদিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪৮
জ্যাং বিকৃষ্যমহাশব্দঃ শ্রূয়তেঽশনিনিঃস্বনঃ।
জ্ঞাত্বা চ দানবঃ সর্ব্বং স্বয়ং বিষ্ণুরিহাগতঃ ॥ ৪৯
ক্রোধাদ্বিগুণরক্তাক্ষো মুরুঃ কালান্তকোপমঃ।
অভ্যধাবত বেগেন শক্তিং গৃহ্য মহাসুরঃ ॥ ৫০

দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মহাবাহু কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে নরকাসুরকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ৩৮

অনন্তর শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ গরুড়ে উপবেশন করত ইন্দ্রের সহিতই গমন করিলেন ॥ ৩৯

যদুকুলের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণের সাক্ষাতেই ইন্দ্রসহ বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ বায়ুর সপ্ত স্কন্ধ (স্তর) অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪০

গজরাজ ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্র এবং গরুড়ে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাওয়ায় সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১

অন্তরিক্ষে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের দ্বারা স্তুত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাইলেন ॥ ৪২

নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজ ভবনেই গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

গরুড়ের পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া বায়ু বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারপর আকাশে বিচরণকারী মেঘসমূহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সেখানে ঘুরিতে লাগিল ॥ ৪৪

আকাশচারী পক্ষী গরুড় কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অল্পকালের মধ্যেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দূর হইতেই সেই রাক্ষসদলকে দেখিয়া যেখানে তাহারা ছিল, সেই স্থানের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের দ্বারে হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের বিশাল সৈন্যবাহিনী অবস্থান করিতেছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মুরুনামক দৈত্যের দ্বারা নির্ম্মিত ছয় হাজার পাশ রহিয়াছে, যাহাদের প্রান্তভাগে ক্ষুর সংযুক্ত আছে ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় সুন্দর বিগ্রহ ধারণ করত গরুড়ে আরূঢ় ছিলেন. তিনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় সুশোভিত ছিলেন ॥ ৪৭

তাঁহার বক্ষঃস্থল বনমালায় ব্যাপ্ত ছিল। তিনি শ্রীবৎসচিহ্নে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছিল, যাহার দ্বারা তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান ও বিদ্যুৎসহ চন্দ্রসদৃশ শোভায়মান বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৪৮

তিনি ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া যখন টঙ্কার ধ্বনি করিলেন, সেই সময় বজ্রপাতের ন্যায় মহাভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইল। তখন দানব মুর ইহা জানিয়া বুঝিতে পারিল যে স্বয়ং বিষ্ণুই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪৯

ইহাতে মুরের ক্রোধ হইল। তাহার চক্ষু তখন ক্রোধে দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কাল ও অন্তকতুল্য ভয়ঙ্কর মহাসুর মুর হস্তে শক্তি লইয়া সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ৫০

চিক্ষেপ পুনরশক্তিং বজ্রকাঞ্চনভূষিতাম্
তামাপতন্তীং শক্তিং তু মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৫১
সনাবৃত্ত শরং চৈকং কৃষ্ণপুঙ্খং জনার্দনঃ
দ্বিধাচ্ছিনৎ ক্ষুরপ্রেণ বাসুদেবঃ স বীর্যবান্ ॥ ৫২
শক্তিং চিচ্ছেদ তত্রাসৌ বিদ্যুৎপুঞ্জ ইব জ্বলন্
পুনশ্চ ক্রোধরক্তাক্ষো মুরুর্গৃহ্য মহাস্ত্রকম্ ॥ ৫৩
ইন্দ্রাশনিবিবেগেন বিসৃষ্ট ইব নিঃস্বনঃ।
আকর্ণমুক্তঃ চিক্ষেপ অর্ধচন্দ্রং সুরোত্তমঃ ॥ ॥ ৫৪
মধ্যদেশে তু চিচ্ছেদ গদাং তাং কৃষ্ণভূষিত ম।
পুনশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন দানবস্য শিরো রণে ॥ ৫৫
সংছিন্ন পাশান সর্বাংস্তান মুক্ত্বা তথা সবান্ধবম্
সোঽগ্র্যান্ রক্ষোগণান্ হত্বা নরকস্য মহাবলান্ ॥ ৫৬
বিলাসমুল্লঙ্ঘ্যতিক্রম্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ
অপশ্যদ্দানবং সৈন্যং নিশুম্ভস্য মহাবলম্ ॥ ৫৭
হয়গ্রীবস্য দিবিজং তথান্যাংশ্চিত্রযোধিনঃ

প্রোদয়ামাস তন্মধ্যং স্বসৈন্যেন মহাবলঃ ॥ ৫৮
নিশুম্ভো বলিনাং শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সমরম্।
গৃহ্যাদায় কার্মুকং দিব্যং হেমপৃষ্ঠং দৃঢ়াসনম্ ॥ ৫৯
বিব্যাধ দশভির্বাণৈরিশুম্ভো মধুসূদনম্
কেশবস্তু পি সপ্তত্যা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬০
অস্ত্রাণ্যস্যাস্যবিদ্যে তাঞ্জঘান্যশ্চিচ্ছেদ চ ধ্বজম্
তে সর্বে সৈনিকাঃ কৃষ্ণং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬১
শরজালেন মহতা ছাদ্যমানঃ সুরোত্তমঃ
দৃষ্ট্বা তান্ দানবান্ সর্বান্ সক্রোধো মধুসূদনঃ ॥ ৬২
ততো দিব্যেন চাস্ত্রেণ পার্জন্যেন জনার্দনঃ
মহতা শরবর্ষেণ বারয়ামাস তদ্বলম্ ॥ ৬৩
পঞ্চপঞ্চশরৈস্তেষু একৈকেন চ তান্ বহূন্ ;
পার্জন্যস্য প্রভাবেণ সর্বান্ মর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৬৪
ভুক্রুবুর্ভয়সন্তপ্তা ভগ্নাস্তে দানবা রণে।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতং দৃষ্ট্বা নিশ্চক্রাম পুনর্মুধে ॥ ৬৫

সে বজ্র মণি ও সুবর্ণভূষিতা সেই মহাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। প্রজ্বলিত বিশাল উল্কার ন্যায় সেই শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া পরাক্রমশালী বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এক সুবর্ণপঙ্খযুক্ত বাণ ধনুতে যোজনা করিলেন। সেই ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তিনি মৃত্যুর শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৫১-৫২

যখন তিনি শক্তিকে ছেদন করিলেন, তখন বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সেস্থানে অবস্থিত মুর পুনরায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত এক বিশাল গদা হস্তে গ্রহণ করিল ॥ ৫৩

এই সময় যুদ্ধশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অর্ধচন্দ্রনামক বাণ হস্তে ধারণ করিলেন, ইহাতে মনে হইল ইন্দ্র বজ্র ধারণ করিলেন। সেই সময় ধনু আকর্ষণ করিলে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্ধচন্দ্র বাণ কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। এই বাণে তিনি সেই সুবর্ণভূষিতা গদাকে মধ্যভাগে ছেদন করিয়া দিলেন। তারপর এক ভল্লের দ্বারা রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ সেই দানবের শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

মুরুর সমস্ত পাশকে ছেদন করত তাহাকে সবান্ধবে বধ করিয়া নরকাসুরের মহাবল অগ্রগামী রাক্ষসগণকে সংহার করিবার পর শিলাসমূহ অতিক্রম করত ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দানবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে, মহাবল নিশুম্ভ দৈত্য, হয়গ্রীব ও বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধকারী অন্যান্য সৈন্যাধিপতিকেও বধ করিলেন ॥ ৫১-৫৭

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল নিশুম্ভ নিক্ষেপ নৈপুণ্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পথকে রুদ্ধ করিল এবং দ্রুত রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ণপৃষ্ঠ দিব্য সুদৃঢ় ধনু ধারণ করিল ॥ ৫৮-৫৯

ইহার পর নিশুম্ভ দশটি বাণে মধুসূদনকে বিদ্ধ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে তীক্ষ্ণ সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬০

সেই দানবের বাণসমূহ নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই আকাশেই শ্রীকৃষ্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। তখন তাহার সৈন্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিক্ দিয়া পরিবেষ্টিত করিল এবং বিশাল বাণজালের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিতে লাগিল। তখন সেই সব দানবগণকে দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬১-৬২

জনার্দন পার্জন্যনামক দিব্য অস্ত্রের দ্বারা বাণসমূহের প্রকৃত বর্ষণে সেই সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ৬৩

সেই পার্জন্য অস্ত্রের প্রভাবে এক এক করিয়া সেই সব যুদ্ধসংবাদক দানবগণের মর্মস্থানসমূহে পাঁচ পাঁচটি করিয়া বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৬৪

তখন সেই সব দানব ভয়ে সন্তপ্ত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইয়া যাইল। নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিশুম্ভ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইল ॥ ৬৫

বিসৃজন্নরবর্ষাণি ছাদয়ামাস কেশবম্ ।
ন বিভাতি রণে সূর্য্যো নাপি ব্যোম দিশো দশ ॥ ৬৬
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস নিভগ্নো গরুড়ধ্বজম্
সাবিত্রং নাম দিব্যাস্ত্রং জগ্রাহ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৭
তেন বাণেন তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ সমরে হরিঃ
বাণৈর্বাণাংশ্চ সঞ্ছিন্ন তস্য কৃষ্ণো মহাবলঃ ॥ ৬৮
ছত্রমেকেন বাণেন রথেষাঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
পুনশ্চিচ্ছেদ তানশ্বাংশ্চতুর্ভিশ্চতুরঃ শরৈঃ ॥ ৬৯
সারথিং পঞ্চভির্বাণৈর্ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে
শরৈকেন বপুঃ কৃষ্ণঃ সুতীক্ষ্ণেন শিতেন বৈ ॥ ৭০
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন নিশুম্ভস্য সুরোত্তমঃ ।
সঃ সহস্রসমাখ্যেকঃ সর্ব্বান্ দেবানযোধয়ৎ ॥ ৭১
নিশুম্ভং পতিতং দৃষ্ট্বা হয়গ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
শিলাং প্রগৃহ্য মহতীং ডোলয়ামাস দানবঃ ॥ ৭২
আবিধ্য সহসামুঞ্চচ্ছিলাং শৈলসমাং প্রভুঃ ।
গৃহীত্বা দিব্যপার্জ্জন্যমন্ত্রমন্ত্রবিদাং বরঃ ॥ ৭৩
দিব্যাস্ত্রেণ শিলাং বিষ্ণুঃ সপ্তধাকৃত তেজসা ।
তদ্বিদার্য্য মহচ্ছাস্ত্র পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৭৪
ততস্তৈঃ শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈর্নানাবর্ণৈর্মহাশরৈঃ ।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধমভবদ্ভরতর্ষভ ।
নানাপ্রহরণাকীর্ণং তথা ঘোরমবর্ত্তত ॥ ৭৫
ততঃ শার্ঙ্গবিনির্ম্মুক্তৈর্নানাবর্ণৈর্মহাশরৈঃ ।
গরুড়স্থো মহাবাহুর্নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৭৬
মহালাঙ্গলনির্ভিন্নাঃ শঙ্খশক্তিনিপাতিতাঃ ।
বিনেদুর্দানবাঃ সর্ব্বে সমাসাদ্য জনার্দ্দনম্ ॥ ৭৭
কেচিচ্চক্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধা দানবাঃ পেতুরম্বরাৎ
সন্নিকর্ষগতাঃ কেচিদ্গতাসুবিকৃতাননাঃ ॥ ৭৮
অসৃজন্নরবর্ষাণি বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ ।
বিকৃতাঙ্গাসুরাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৭৯

সে বাণবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিল। সেই সময় যুদ্ধে না সূর্য্যের প্রকাশ দেখা যাইল এবং না আকাশ ও না দশদিক্ দেখা যাইতে লাগিল। ৬৬

নিশুম্ভ নিজের বাণসমূহের দ্বারা গরুড়-ধ্বজকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রনামক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ৬৭

সেই অস্ত্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণে সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ নিশুম্ভের সমস্ত বাণ ছেদন করিলেন। মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাহার সমস্ত বাণকে ছেদন করত অন্য এক বাণে তাহার ছত্র এবং তিন বাণে তাহার রথের ঈষা (রথের চক্রসংযোগকারী কাষ্ঠবিশেষ) ছেদন করিলেন। তারপর পুনরায় চারিটি বাণে তাহার চারিটি অশ্বকে ও পাঁচবাণে তাহার সারথিকে বিনাশ করত এক বাণে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৬৮-৬৯।

তারপর সুরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তাহার দেহকে এবং এক ভল্লের দ্বারা নিশুম্ভের শিরশ্ছেদ করিলেন। ৭০।

যে একাকীই ক্রমান্বয়ে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই নিশুম্ভকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী হয়গ্রীব এক বিশাল শিলাখণ্ড ধারণ করত উপরে উত্তোলিত করিল। ৭১-৭২

তারপর সহসা ঘুরাইয়া সেই পর্ব্বততুল্য শিলাকে হয়গ্রীব শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু অসুরিদলনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য পার্জ্জন্য গ্রহণ করত তাহার দ্বারা নীয় তেজে সেই শিলাকে সাত খণ্ড করিয়া দিলেন। সেই বিশাল শিলাকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ৭৩-৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর শার্ঙ্গধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানা প্রকার মহাবাণসমূহে দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সংগ্রামে নানা অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ইহাতে সেই যুদ্ধস্থল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ৭৫

তাহার পর গরুড়ের উপর উপবিষ্ট মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানা বর্ণের মহাবাণসমূহের দ্বারা মহাসুরগণকে বধ করিলেন। ৭৬

এই সমস্ত দানব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত মহাহলে বিদীর্ণ এবং তাঁহার শঙ্খের শক্তিতে ধরাশায়ী হইয়া নিহত হইল। ৭৭

কত দানব তাঁহার নিকটে আসিয়া চক্রাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই সমস্ত তাহারা প্রাণশূন্য হওয়ায় তাহাদের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৭৮

এই অসুরগণ বর্ষণরত মেঘের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের উপর বাণবর্ষণ করিতেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ইহাদের সকলের অঙ্গসকল ভগ্ন হইয়া যাইল এবং রক্তে আপ্লুত থাকায় বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় দেখা যাইতে

শোণিতার্দ্রাঃ স দদৃশে পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ
বাহবস্তস্য সুবিত্রস্তা ভগ্নাস্ত্রাশ্চিত্রযোধিনঃ ॥ ৮০
পুনশ্চ ক্রোধরক্তাক্ষো বায়ুবেগেন দানবঃ।
দশব্যামোচ্ছ্রিতং বৃক্ষং সমাকৃষ্য বনস্পতিম্ ॥ ৮১
বৃক্ষানুৎপাট্য বেগেন প্রতিগৃহ্যাভ্যধাবত।
চিক্ষেপ সুমহাবৃক্ষং শিক্ষয়া সুষমাকৃতিঃ ॥ ৮২
বৃক্ষবেগানিলোদ্ধূতঃ শুশ্রুবে সুমহাস্বনঃ
ততঃ শরসহস্রেণ যতমানো জনার্দ্দনঃ ॥ ৮৩
নৈকধা তং প্রচিচ্ছেদ চিত্রভক্তিনিভাকৃতিম্।
পুনশ্চৈকেন বাণেন হয়গ্রীবস্য চোরসি ॥ ৮৪
বিব্যাধ স্তনয়োর্মধ্যে সায়কো জলনপ্রভঃ।
বিবেশ সোঽপি বেগেন হৃদয়ং ভিত্ত্বা বিনির্গতঃ ॥ ৮৫
তং জঘান মহাঘোরং হয়গ্রীবং মহাবলম্
অপারমেয়ো দুর্দ্ধর্ষঃ স বৈ যাদবনন্দনঃ ॥ ৮৬

নহো লোহিতগঙ্গস্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ
ঔরকায়াং বিরূপাক্ষং পাপমানং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮৭
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দানবানাং পরন্তপঃ।
নিহত্য পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥ ৮৮
হত্বা পঞ্চজনং নাম নরকস্য মহাসুরম্
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম দীপ্যমানমিব শ্রিয়া ॥ ৮৯
পুরমাসাদয়ামাস যুদ্ধং তত্রাভবন্মহৎ
ততঃ প্রাধ্মাপয়চ্ছঙ্খং পাঞ্চজন্যং মহাবলঃ ॥ ৯০
শুশ্রুবে সুমহাশব্দঃ সংবর্ত্তনিনদো যথা
শ্রূয়তে ত্রিষু লোকেষু ভীমগম্ভীরনিঃস্বনঃ
তং শ্রুত্বা নরকশ্চাথ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৯১
লোহচক্রাষ্টসংযুক্তং ত্রিনহপ্রতিমং রথম্।
রক্তকাঞ্চনচিত্রাঢ্যং বেদিকাভোগবিস্তরম্ ॥ ৯২

লাগিল। বিচিত্র রূপে যুদ্ধকারী এই দানবগণ নিজেদের অস্ত্র-সমূহ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৭৯-৮০

তখন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দানব হয়গ্রীব পুনরায় বায়ুবেগে আক্রমণ করিল। সে দশ ব্যাম উচ্চ (দুই হাত দুই দিকে বিস্তৃত করিলে এক হাতের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্য হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মাপকে—ব্যাম বলে।) এক বনস্পতিকে উৎপাটিত করিয়া সেই বৃক্ষকে ধারণ করত তীব্র বেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৮১।

কাল মেঘের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়গ্রীব সেই বিশাল বৃক্ষকে শিক্ষার যোগ্যতানুসারে সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। সেই বৃক্ষের বেগ হইতে উদ্ভূত বায়ুর দ্বারা উত্থিত অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৮২।

তখন ভয়লাভের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক সহস্র বাণ নিক্ষেপ করত সেই বৃক্ষকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। সেই সময় এই বৃক্ষের আকৃতি চিত্রলিখিত সূর্য্যের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ৮৩।

তারপর তিনি এক বাণে হয়গ্রীবের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। অগ্নিতুল্য প্রভাসম্পন্ন এই বাণ দুই স্তনের মধ্যভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিতে করিতে সবেগে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল এবং হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গেল ॥ ৮৪-৮৫

এইভাবে অপারমেয়তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ বীর যাদবনন্দন ভগবান্ দেবকীপুত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গ-র দৌহিত্র নরকাসুরের প্রধান যোদ্ধা মহাসুর পঞ্চজনকে (পঞ্চজনকে) বধ করিয়া তিনি সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে নগর স্বীয় শোভায় দেদীপ্যমান ছিল। সেখানে অসুরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৮৬-৮৯।

তারপর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজেও পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ বাদ্য করিলেন। এই শঙ্খের অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে শুনা যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তক মেঘের ভয়ানক গম্ভীর গর্জ্জন তিন লোকেই শুনা যায়। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া নরকাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯০-৯১

সে তখন এক এরূপ রথে আরোহণ করিল, যাহার মধ্যে লৌহের আটটি চক্র সংযোজিত ছিল। ইহা লম্বায় তিন নহু (প্রাচীন কালের মাপের পরিমাণ। কাহারও মতে এক শত

প্রদেশবিশেষ) নামক প্রদেশের মহাভাগে ঔরকায়াং (বা অলকায়াং) সমীপে বিরূপাক্ষ, মহাভয়ঙ্কর ও মহাবল পাপী হয়গ্রীবকে বধ করিলেন ॥ ৮৫-৮৭

তাহার পর আট লক্ষ দানবকে সংহার করিয়া শত্রুতাপন পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮

নরকাসুরের প্রধান যোদ্ধা মহাসুর পঞ্চজনকে (পঞ্চজনকে) বধ করিয়া তিনি সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে নগর স্বীয় শোভায় দেদীপ্যমান ছিল। সেখানে অসুরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৮৯।

তারপর মহাবল শ্রীকৃষ্ণ নিজেও পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ বাদ্য করিলেন। এই শঙ্খের অতিশয় প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে শুনা যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে সংবর্ত্তক মেঘের ভয়ানক গম্ভীর গর্জ্জন তিন লোকেই শুনা যায়। সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া নরকাসুরের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯০-৯১

সে তখন এক এরূপ রথে আরোহণ করিল, যাহার মধ্যে লৌহের আটটি চক্র সংযোজিত ছিল। ইহা লম্বায় তিন নহু (প্রাচীন কালের মাপের পরিমাণ। কাহারও মতে এক শত

---

* এখানে জলের প্রাচুর্য্য ছিল কিংবা জলপূর্ণ পরিখা ছিল, সেইজন্য এই স্থানের নাম ঔদকা রাখা হইয়াছিল। মহাভারত সভাপর্ব্বে ইহার বর্ণনা আছে। হরিবংশের এই অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকে ইহার নাম 'অলকা' উল্লেখ করা হইয়াছে।

বজ্রধ্বজেন মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতম্
হেমদণ্ডপতাকাঢ্যঃ বৈদূর্য-মণিকূবরম্
যুক্তমশ্বসহস্রেণ রথং পরমবারুজম্
লোহজালৈশ্চ সঞ্ছন্নং চিত্রভক্তিবিরাজিতম্ ॥ ৯৪
প্রথমধ্যগতো বীরঃ সসন্ধ্য ইব ভাস্করঃ
নানাপ্রহরণাকীর্ণং রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৯৫
বক্ষঃ তস্যোরচ্ছদস্তিস্মুবর্ণং
ব্যানদ্ধমুক্তানলচুলাতেজাঃ।
কিরীটমূর্দ্ধার্কহুতাশনাভঃ
কর্ণৌ তথা কুণ্ডলবোর্জ্জলন্তৌ ॥ ৯৬
ধূম্রবর্ণা মহাকায়া রক্তাক্ষা বিকৃতাননাঃ।
নানাকবচিনঃ সর্ব্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ॥ ৯৭
খড়্গচর্ম্মধরাঃ কেচিৎ কেচিৎ তূণধনুর্ভৃতঃ।
শক্তিহস্তাস্তথা কেচিচ্ছূলহস্তাস্তথাপরে ॥ ৯৮

হাত এবং কাহারও মতে চার শত হাতে এক নখ হয়। পরিমাণ ছিল। রত্ন ও সুবর্ণসমূহে সংযুক্ত থাকায় ইহার বিচিত্র শোভা হইতেছিল। ইহার বসিবার স্থান অতি বিস্তৃত ছিল। এই রথ সুবর্ণনির্ম্মিত ও হীরকভূষিত বিশাল অক্ষে সুশোভিত ছিল। ইহার পতাকাশ্রেণীতে রথের দণ্ড শোভিত ছিল। এই রথের কূবর বৈদূর্য্যমণির দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। ইহাতে এক হাজার অশ্ব যোজিত ছিল এবং শত্রুপক্ষের রথকে বিদীর্ণ করিতে ইহা সমর্থ ছিল। এই রথের উপর লৌহ-নির্ম্মিত জালে আচ্ছাদিত ছিল এবং এই রথ বিচিত্র সূর্য্যাদির আকৃতিতে সুশোভিত ছিল। ১২-১৪

এই রথের মধ্যভাগে উপবিষ্ট বীর নরকাসুর সন্ধ্যাকালযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার এই সুবর্ণভূষিত রথ নানাবিধ অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। ১৫

তাহার হীরকের দ্বারা নির্ম্মিত বক্ষঃস্থল-আবৃতকারী কবচ চন্দ্রতুল্য শ্বেতকান্তিতে প্রকাশিত হইতেছিল। মুক্তামালা ধারণ করত নরকাসুর অগ্নিতুল্য তেজস্বী প্রতীত হইতেছিল। মস্তকের উপর দেদীপ্যমান কিরীট ধারণ করিয়া সে সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ প্রভায় প্রকাশিত হইতেছিল এবং তাহার দুই কর্ণ দুই কুণ্ডলের দ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইতেছিল। ১৬

তাহার সহিত ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট, বিশালদেহ, রক্তনয়ন ও বিকরালবদন যে সমস্ত দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই নানাপ্রকার কবচ ধারণ করিয়াছিল। ১৭

বহু দানব ঢাল ও তরবারি ধারণ করিয়াছিল, কেহ কেহ

গদাভিন্দিপালৈশ্চ কালয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
নির্য্যযুর্নগরাৎ সর্ব্বে সুসন্নদ্ধাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৯৯
বৃতো দৈত্যগণৈঃ সার্দ্ধং নরকঃ কালসন্নিভঃ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং পণবানাং মহাস্বনঃ ॥ ১০০
শুশ্রাব বাদ্যমানানাং জীমূতনিনদোপম।
ততঃ কৃষ্ণস্ততো গত্বা সর্ব্বে তে বিকৃতাননাঃ ॥ ১০১
পরিবার্য্য গরুত্মন্তং সর্ব্বেঽযুধ্যন্ত সঙ্গতাঃ।
মহতা ছাদয়ামাসুঃ শরবর্ষেণ সৈনিকাঃ ॥ ১০২
শক্তি-শূল-গদা-প্রাসাংস্তোমরান্ সায়কান্ বহূন্।
আকাশং ছাদয়ামাসুর্বিমুক্তাস্তঃ সহস্রশঃ ॥ ১০৩
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাম্বুদাকারঃ শার্ঙ্গং গৃহ্য মহদ্ধনুস্ততঃ
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং ধনুর্জ্জলদনিস্বনম্ ॥
বাসুদেবশ্ছরবর্ষাণি দানবানাং জনার্দ্দনঃ
শরবর্ষেণ তৎসৈন্যং বারয়ন্ মঘবানিব ॥ ১০৫

বাণ ও তূণীর ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। তখন কাহাদের হস্তে শূল ও কাহাদের হস্তে শক্তি ছিল। ১৮

ইহারা সকলে ভালভাবে কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া ও প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইয়া গদা, অস্ত্র ও রথসকলের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে নগর হইতে বহির্গত হইল। ১৯

দৈত্যগণে পরিবৃত কালসদৃশ নরকাসুর বাদিত শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবাদি সহস্র বাদ্যের মেঘধ্বনিতুল্য গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিল। ১০০।

এই সব বিকরাল মুখবিশিষ্ট দৈত্যগণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সেখানে গমন করত গরুড়কে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দৈত্যগণ এই সময় প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ১০১-১০২

তাহারা সহস্র সহস্র শক্তি, শূল, গদা, প্রাস, তোমর ও বহু বাণ বর্ষণ করিয়া আকাশকেও আচ্ছাদিত করিয়া দিল ॥ ১০৩

কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দরবিগ্রহ জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ মেঘ-গর্জ্জনতুল্য গম্ভীর ধ্বনিকারী শার্ঙ্গনামক সুবিশাল ধনু গ্রহণ করত তাহাকে বিস্ফারিত করিয়া দানবগণের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই বাণবর্ষণে ভীত হইয়া সেই দানবসৈন্যগণ মহারণ হইতে পলায়ন করিল ॥ ১০৪-১০৫

তত্র যুদ্ধমভবদ্ঘোরং ঘোররূপেণ রক্ষসা
তদ্বভূবাস্ত্র তে সর্বে কৃষ্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ১০৬
কেচিচ্ছিন্নভুজাশ্চৈব ছিন্নগ্রীবাশিরাননাঃ
কেচিচ্চক্রবিধাচ্ছিন্নাঃ কেচিদ্বাণাদ্দিতোরসঃ ॥ ১০৭
কেচিদ্বিধাকৃতাঃ শক্রা গজাশ্বরথবাহনাঃ ।
কেচিৎ কৌমোদকীভিন্নাঃ কেচিচ্চক্রবিদারিতাঃ ॥১০৮
এবং বিমথিতা সর্বা নরাস্ত্ররথবাহিনী
তত্রাসীন্নরকেণাস্য যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ১০৯
যৎ সমাসেন বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু
ত্রাসনঃ সুরসঙ্ঘানাং নরকঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১১০
যোধয়ামাস তেজস্বী মধুবন্মধুসূদনম্
ক্রোধরক্তান্তনয়নো নরকো ঘনসন্নিভঃ ॥ ১১১
জগ্রাহ কার্ষ্মুকং বীরঃ শক্রচাপমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
তথার্ককিরণপ্রখ্যং বাণং জগ্রাহ কেশবঃ ॥ ১১২

এই ভয়ঙ্কর রূপধারী রাক্ষসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ হইল। সেই সব দানবগণ শ্রীকৃষ্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নিজেদের সৈন্যবৃহ ভঙ্গ করত পলাইয়া যাইল। ১০৬

এই সময় কাহারও বাহু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কাহারও কণ্ঠ, মস্তক ও মুখ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অনেকে চক্রের দ্বারা দুই খণ্ড হইয়াছিল এবং কাহারও বক্ষঃস্থল বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়াছিল। ১০৭

হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধকারী কত যোদ্ধা শক্তিপ্রহারে দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। কত যোদ্ধা কৌমদকী গদার আঘাতে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং কত যোদ্ধা আবার চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছিল। ১০৮

এইভাবে মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হস্তিসমেত যুক্ত সেই সম্পূর্ণ সৈন্য-বাহিনী মথিত হইয়া গিয়াছিল। এখানে নরকাসুরের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল। ১০৯

এখন আমি সংক্ষেপে যাহা কিছু বলিব, তাহা সমস্তই তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। দেবগণের সন্ত্রাসকারী তেজস্বী নরকাসুর মধুর ন্যায় মধুসূদন ভগবান্ পুরুষোত্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে লাল হইয়া গিয়াছিল এবং নরক মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ১১০-১১১

বীরবর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রধনুতুল্য উচ্চ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং সূর্যকিরণসদৃশ তেজস্বী একটি বাণ তুলিয়া লইলেন। ১১২

দিব্যেনাস্ত্রেণ সমরে পূরয়ামাস তং রথম্ ।
উত্তমাস্ত্রং মহাপাতং মুমোচ নরকো বলী ॥ ১১৩
বজ্রবিস্ফূর্জিতাকারমায়ান্তং বীক্ষ্য কেশবঃ ।
চিচ্ছেদাস্ত্রং মহাভাগশ্চক্রেণ মধুসূদনঃ ॥ ১১৪
বাহনং সারথিং চাস্য শরৈরেকেন জনার্দ্দনঃ
স রথং সহসূতং সাশ্বং জঘান দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১১৫
তমুদ্যতঞ্চৈব চিচ্ছেদ শরেণ মধুসূদনঃ ।
ততো বিমুক্তকবচঃ সর্পশ্চেব ততূর্যথা ॥ ১১৬
হতাশ্বোঽপি রথে বীরো বিতথুত্রশ্চ দানবঃ ।
জগ্রাহ বিমলজ্বালং লোহভারার্পিতং দৃঢ়ম্ ॥ ১১৭
আবিধ্য সহসা মুক্তং শূলমিন্দ্রাশনিপ্রভম্ ।
তদাপতৎ স সম্প্রেক্ষ্য শূলং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১১৮
দ্বিধা ছিন্নং ক্ষুরপ্রেণ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ঘোরং ঘোররূপেণ রক্ষসা ॥ ১১৯

তিনি সমরাঙ্গণে নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা নরকাসুরের সেই রথকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই সময় বলবান্ নরকাসুরও তীব্রবেগে আঘাতকারী এক উত্তম অস্ত্র প্রহার করিল। ১১৩

বজ্রতুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে সেই অস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া মহাভাগ মধুসূদন কেশব চক্রের দ্বারা সেই অস্ত্রকে ছেদন করিলেন। ১১৪

তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক বাণে তাহার সারথিকে সংহার করিলেন এবং দশ বাণে অশ্ব ও অশ্বগণ সহ সেই রথকেও বিধ্বস্ত করিলেন। ১১৫

ইহার পর মধুসূদন একবাণে তাহার কবচ ছিন্ন করিলেন। কবচ ছিন্ন হওয়ায় তাহার দেহ খোলসমুক্ত সর্পের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। ১১৬

অশ্বগণ নিহত হইলে ও কবচ ছিন্ন হইলে পরও রণাঙ্গনে অবস্থিত বীর দানব নরক এক নির্মল জ্বালাযুক্ত, লোহভার-সম্পন্ন, সুদৃঢ় ও ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশিত শূল হস্তে গ্রহণ করিল। নরকাসুর এই শূলকে সহসা ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিল। ১১৭।

সেই সুবর্ণভূষিত শূলকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণ এক ক্ষুরপ্র বাণে সেই শূলকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ১১৮।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের ভয়ানক রূপধারী এবং বিশালদেহ রাক্ষস নরকের সহিত অস্ত্রসমূহের সম্পাত ও মহাঘাতযুক্ত ঘোর যুদ্ধ হইল। ১১৯।

শস্ত্রপাতমহাঘাতং নরকেণ মহাত্মনা
মুহূর্তং যোধয়ামাস নরকং মধুসূদনঃ ॥ ১১৯
তথোগ্রচক্রশ্চক্রেণ প্রদীপ্তেনাকরোদ্দ্বিধা ।
চক্রদ্বিধাকৃতং তস্য শরীরমপতদ্ভুবি ॥ ১২১
বিভক্তং কুলিশেনেব গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাকৃতম্
কৃষ্ণনামাঙ্কদেবেশং গুপ্তানাপ্তমিবাংশুমান্ ॥ ১২১
চক্রোৎকৃত্তিতগাত্রোঽসৌ দানবঃ পতিতো রণে ।
বজ্রপ্রহারনির্ভিন্নং যথা গৈরিকপর্বতম্ ॥ ১২৩

ভূমিস্থ পতিতং পুত্রং নিরীক্ষ্যাদায় কুণ্ডলে ।
উপাতিষ্ঠত গোবিন্দং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ১২৪
দত্তস্ত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ।
যথেচ্ছসি তথা ক্রীড় বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥ ১২৫
ইমে তে কুণ্ডলে দেব প্রজাস্তস্যাপালয় ॥ ১২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি
নরকবধে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

উগ্র চক্রধারী মধুসূদন মুহূর্তকাল ধরিয়া নরকাসুরের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহার পর প্রজ্বলিত চক্রের দ্বারা তাহার শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিলেন। ১২০।

চক্রের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নরকাসুরের দেহ ভূতলে পতিত হইল ; ইহাতে মনে হইল—কোনও পর্বতশিখর বজ্রের আঘাতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। ১২২।

দেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়া নরকাসুর সূর্যের ন্যায় অস্তমিত হইয়া যাইল। চক্রের দ্বারা শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ায় এই দানব রণাঙ্গনে পতিত হইল। সেই সময় এই নরকাসুর বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ গৈরিক পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ১২২-১২৩

নিজের পুত্র নরককে পতিত হইতে দেখিয়া দুঃখিতা ভূদেবী অদিতির দুই কুণ্ডল গ্রহণ করত গোবিন্দের সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১২৪

গোবিন্দ ! আপনিই আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং আপনিই ইহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছেন। হে ! আপনি নিজের ইচ্ছানুসারে যেরূপ বালক খেলার দ্রব্যের দ্বারা খেলা করে, সেইরূপ লীলাখেলা করেন। দেব। এই সেই দুই কুণ্ডল, আপনি ইহা গ্রহণ করুন এবং নরকাসুরের সন্তানকে পালন করুন। ১২৫-১২৬

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে নরকাসুরবধ-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নরকাসুরস্য ভবনে প্রবেশপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণেন তস্য ধন-বৈভব-ষোড়শসহস্রকুমারীণাং দ্বারকায়াং প্রেরণম্, স্বয়ং দেবলোকং গত্বাদিতয়ে কুণ্ডলদ্বয়ং প্রদায় ততঃ পারিজাতং গৃহীত্বা প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিহত্য নরকং ভৌমং বাসবোপনবিক্রমম্।
বাসবাবরজো বিষ্ণুর্দদর্শ নরকালয়ম্ ॥ ১
অর্থার্থগৃহমাসাদ্য নরকস্য জনার্দ্দনঃ
দদর্শ ধনসঙ্ঘাংশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২
মণিমুক্তাপ্রবালানি বৈদূর্য্যাণ্ড চ সঙ্কুলান্
মাসারগন্ধকূটানি তথা বস্ত্রস্য সঙ্কয়ান্ ॥ ৩
ক্ষৌমনদনদাক্ষস্য শাতকুম্ভময়ানি চ
প্রদীপ্তজ্বলনাভানি শীতরশ্মিনিভানি চ ॥ ৪
শয়নানি মহার্হাণি তথা সিংহাসনানি চ।
হিরণ্যপাদশুক্লচিরং শীতরশ্মিসমপ্রভম্ ॥ ৫
দদর্শ তত্রাচ্ছত্রং বর্ষমাণমিবাম্বুদম্
জাতরূপস্য শুভ্রস্য ধারাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৬
বরুণাদাহৃতং পূর্ব্বং নরকেণেতি নঃ শ্রুতম্।
যাবদ্রত্নং গৃহে দৃষ্টং নরকস্য ধনং বহু ॥ ৭
নৈব রাজ্ঞঃ কুবেরস্য ন শক্রস্য যমস্য চ।
রত্নসন্নিচয়স্তাদৃগ্ দৃষ্টপূর্ব্বো ন চ শ্রুতঃ ॥ ৮
হতে ভৌমে নিশুম্ভে চ হয়গ্রীবে চ দানবে
উপানিন্যুস্তত্তানি রত্নান্যন্তঃপুরাণি চ ॥ ৯
দানবা হতশিষ্টাঃ যে কোষসঙ্ঘস্য রক্ষিণঃ।
কেশবায় মহার্হাণি যযুর্হর্ত্তি জনার্দ্দনঃ ॥ ১০

দৈত্যা উচুঃ।

ইমানি নরিরত্নানি বিবিধানি বসূনি চ
ভৌমস্তুপাহরদ্ যাতঃ প্রবালবিকৃতাঃ কুথাঃ ॥ ১১
হেমসূত্রা মহাকক্ষাশ্চাপতোমরশালিনঃ।
রুচিরাভিঃ পতাকাভিঃ শবলা রুচিরাঙ্কুশাঃ ॥ ১২
তে চ বিংশতিসাহস্রা দ্বিপাস্তাবতাঃ করেণবঃ।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোত্তমা হয়াঃ ॥ ১৩
গোষু চাপি ভবেৎ কালো যাবত্তব জনার্দ্দন।
তাবতীঃ প্রাপয়িষ্যামো বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্ ॥ ১৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নরকাসুরের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার ধন বৈভব ও ষোল হাজার কুমারীকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং স্বয়ং দেবলোকে যাইয়া অদিতিকে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করত সেখান হইতে পারিজাত লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভবন পরিদর্শন করিলেন। ১

তদনন্তর নরকাসুরের ধনাগারে গমন করত ভগবান্ জনার্দ্দন অক্ষয় ধন ও নানাবিধ রত্ন অবলোকন করিলেন। ২

মণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্যমণির পর্ব্বতোপম রাশি ও চীরকের সংগ্রহ দর্শন করিলেন। ক্ষৌমনদ ও শাতকুম্ভনামক সুবর্ণনির্ম্মিত এরূপ বহু বস্ত্র সেখানে দেখিলেন, যে সব বস্ত্র প্রজ্বলিত অগ্নি ও শীতরশ্মি চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ৩-৪

বহুমূল্য অনেক শয্যা ও সিংহাসনও তিনি দেখিতে পাইলেন। সেখানে তিনি বিশাল ছত্রও দেখিলেন, যাহা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণের লক্ষ লক্ষ ধারা বর্ষণ করিতেছিল, তাহার সুন্দর দণ্ড সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং তাহার কান্তি চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণ ছিল। ৫-৬

আমরা শুনিয়াছি, এই ছত্র পূর্ব্বে নরকাসুর বরুণের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিল। নরকাসুরের ভবনে যত রত্ন ও অসংখ্য ধন দেখা যাইল, তত রত্নাদি রাজা কুবের, ইন্দ্র ও যমের নিকটও নাই। রত্নসমূহের এরূপ সংগ্রহ কুবেরাদির ভবনেও দেখা যায় নাই এবং শুনাও যায় নাই। ৭-৮

ভৌমাসুর, নিশুম্ভ ও দানব হয়গ্রীব নিহত হইলে পর হতাবশিষ্ট যে সব দানব ও কোষরক্ষক ছিল, তাহারা সকলে সেই বহুমূল্য রত্নরাশি এবং অন্তঃপুরের বস্তুসকল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া আসিল, যে সকল লাভ করিবার ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আছে। ৯-১০

দৈত্যগণ বলিল,—জনার্দ্দন! এই যে নানাপ্রকার অসংখ্য মণি রত্ন আছে, এই যে শুভ্রকরপরিধারী গজরাজগণ, যাহাদের উপর পাতিবার জন্য মুক্তাবিভূষিত বহু কুথা (হস্তীর পৃষ্ঠে বিছাইবার জন্য আস্তরণবিশেষ) রহিয়াছে, যাহাদিগকে স্বর্ণের সূত্রের দ্বারা বন্ধন করা হয়, যাহাদের কক্ষ অতি বৃহৎ, যাহারা ধনু ও তোমরাদি অস্ত্রসমূহে সুশোভিত আছে, যাহাদের অঙ্গুশ অতিশয় সুন্দর এবং যাহারা নানাপ্রকার সুন্দর পতাকাসমূহে চিত্রিত রহিয়াছে, সেই গজরাজগণের সংখ্যা বিশ হাজার। ইহার দ্বিগুণ হস্তিনী আছে। আট লক্ষ দেশজ অশ্ব রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত বহু ঘোটক আছে। ইহাদের মধ্যে আপনার যাহার যত পরিমাণ আবশ্যকতা আছে, তৎপরিমাণই আমরা বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণের নিবাস স্থান দ্বারকায় লইয়া যাইব। ১১-১৪

আবিকানি চ সূক্ষ্মাণি শয়নাস্যাসনানি চ।
কামবাহারিণশ্চৈব পক্ষিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৫
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি তথা কালীয়কান্যপি।
বসু যৎ ত্রিষু লোকেষু ধর্ম্মেণাধিগতং তব ॥
প্রাপয়িষ্যাম তৎ সর্ব্বং বৃষ্ণ্যন্ধকনিবেশনম্ ॥ ১৬
দেবগন্ধর্ব্বরত্নানি পরগানাঞ্চ যদ্বসু।
তানি সর্ব্বাণি সম্ভীহ নরকস্য নিবেশনে ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্চ সর্ব্বং হৃষীকেশঃ পরিগৃহ্য পরীক্ষ্য চ।
সর্ব্বমাহারয়ামাস দানবৈর্দ্বারকাং পুরীম্ ॥ ১৮
ততস্তদ্ বারুণং ছত্রং স্বয়মুৎক্ষিপ্য মাধবঃ
হিরণ্যবর্ষং বর্ষন্তমারুরোহ বিহঙ্গমম্ ॥ ১৯
গরুড়ঃ পতগশ্রেষ্ঠঃ মূর্ত্তিমন্তমিবানিলম্।
ততোঽভ্যাদ্রিবরশ্রেষ্ঠং জিতো মণিপর্ব্বতম্ ॥ ২০

তত্র পুণ্যা বহুর্বাতা শুভবাংশ্চ মলাঃ প্রভাঃ।
মণীনাং হেমবর্ণানামভিভূয় নিশা করম্ ॥ ২১
তত্র বৈদূর্য্যবর্ণানি দদর্শ মধুসূদনঃ।
সতোরণপতাকানি দ্বারাণি শিখরাণি চ ॥ ২২
বিদ্যাদ্গ্রথিতমেঘাভঃ প্রবরো মণিপর্ব্বতঃ।
হেমচিত্রবিতানৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতঃ ॥ ২৩
তত্র তা বরহেমাভা দদর্শ মধুসূদনঃ।
গন্ধর্ব্বপুরমুখ্যানাং প্রিয়া দুহিতরস্তথা ॥ ২৪
দদর্শ পৃথুলশ্রোণীঃ সংরুদ্ধা গিরিকন্দরে।
নরকেণ সমানীতা রক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২৫
ত্রিবিষ্টপসমে দেশে তিষ্ঠন্ত্যস্ত্রিদশাঙ্গনাঃ।
নির্ব্বিশঙ্কা যথা দেব্যঃ সুনিস্তাঃ কামরূপিতাঃ ॥ ২৬
পরিবর্ত্তমহাবাহুমেকবেণীধরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বাঃ কাষায়বাসিন্যঃ সর্ব্বাশ্চ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২৭

প্রভৃত। মসৃণ মেষলোমোৎপন্ন বস্ত্র, অনেক প্রকারের শয্যা, বহু সংখ্যক আসন, ইচ্ছানুসারে রব করিতে (বুলি বলিতে) সমর্থ ও প্রিয়দর্শন বহু পক্ষী, চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ, কাল বর্ণের অগুরু এবং তিন লোকে যে সমস্ত ধন ও রত্ন এখানে সঞ্চিত আছে, সেই সমস্তেই উপর আপনার ধর্ম্মতঃ অধিকার জন্মিয়াছে। আমরা এই সব ধনরাশিকে দ্বারকায় পৌঁছাইয়া দিব। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের নিকট যে সব ধনরত্ন আছে এবং নাগগণের নিকট যে সব বৈভব আছে, সেই সব ধনরাশিই এই নরকাসুরের ভবনে বিদ্যমান আছে ১৫-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সব বৈভবই গ্রহণ করত পরীক্ষ করিয়া তৎসমস্তই দানবগণের দ্বারা দ্বারকাপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন ১৮

তদনন্তর মাধব সুবর্ণবর্ষণকারী বরুণের সেই ছত্রকে স্বয়ংই উঠাইয়া গরুড়ের উপর রাখিয়া দিলেন এবং মূর্ত্তিমান্ মেঘের ন্যায় আকাশগামী পক্ষিপ্রবর গরুড়ের উপর স্বয়ংও উপবেশন করিলেন। তারপর তিনি গিরিশ্রেষ্ঠ মণিপর্ব্বতের সমীপে গমন করিলেন ১৯-২০

সেখানে তখন অত্যন্ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। দর্শনসুখ বর্ণবিশিষ্ট নির্ম্মল প্রভাপুঞ্জ যেন সূর্য্যকে তিরস্কার করিতে করিতে প্রকাশিত হইতেছিল ২১

সেখানে মধুসূদন বহুসংখ্যক বৈদূর্য্যমণিময়ী বর্ণবিশিষ্ট প্রকাশমান বহু তোরণ, পতাকাযুক্ত দ্বার ও গৃহ দর্শন করিলেন ২২

এই মণিপর্ব্বত (যাহা কন্যাগণের অন্তঃপুর ছিল) বিদ্যুদ্-গ্রথিত মেঘসদৃশ প্রকাশিত হইতেছিল। যাহাতে স্বর্ণের বিচিত্র চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) সুসজ্জিত ছিল, এরূপ বহু প্রাসাদ এই পর্ব্বতের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল ২৩

সেখানে মধুসূদন শ্রেষ্ঠ সুবর্ণসদৃশ কান্তিমতী প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও দেবতাগণের প্রিয় কন্যাদিগকে দর্শন করিলেন, যাঁহারা পর্ব্বতের কন্দরে অবরুদ্ধা ছিলেন। এই সব কন্যাগণের নিতম্বভাগ স্থূল ও মাংসল ছিল। নরকাসুর ইহাদিগকে চারিদিক্ হইতে আনিয়া এখানে রক্ষা করিতেছিল ২৪-২৫

এই প্রদেশ স্বর্গসদৃশ সুখপ্রদ ছিল। এখানে স্থিত এই কুমারীগণ নরকাসুরের দ্বারা পরাজিত হন নাই। ইহারা কামভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দেবীর ন্যায় সেখানে সুখে বাস করিতেছিলেন ২৬

একবেণীধারিণী ও কাষায় বস্ত্র পরিধানকারিণী এই সমস্ত কুমারীগণ মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে চারিদিকে পরিবৃত করিলেন এবং তখন ইহারা সকলেই ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ণতঃ সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন ২৭

ব্রতোপবাসসংক্ষামাঃ কাম্বোজাঃ কৃষ্ণদর্শনম্
সমেতা বৃষ্ণিসিংহস্য সর্ব্বাশ্চক্রুঃ স্ত্রিয়োঽঞ্জলীন্ ॥ ২৮
নরকং নিহতং জ্ঞাত্বা মুরঞ্চৈব মহাসুরম্
হয়গ্রীবং নিসুম্ভঞ্চ তাঃ কৃষ্ণং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৯
যে চাসাং রক্ষিণো বৃদ্ধা দানবা বহুনন্দনম্ ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে প্রণিপেতুর্বধোঽধিকাঃ ॥ ৩০
তাসাং পরমনারীণামুদ্বত্তাক্ষং নিরীক্ষ্য তম্ ।
সর্ব্বাসামেব সত্বরঃ পতিত্বেনাভবত্তদা ॥ ৩১
তস্য চন্দ্রোপমং বক্ত্রং নিরীক্ষ্য মুদিতেন্দ্রিয়াঃ
সম্প্রহৃষ্টা মহাবাহুমিদং বচনমব্রুবন্ । ৩২
সত্যঞ্চ যৎ পুরা বায়ুরিহাস্মান্ বাক্যমব্রবীৎ
সর্ব্বভূতনমস্কৃশ্চ দেবর্ষিরপি নারদঃ ॥ ৩৩
বিষ্ণুর্নারায়ণো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাসিভৃৎ ।
সভৌমং নরকং হত্বা ভর্ত্তা চ ভবিতা ন বঃ ॥ ৩৪

সুস্থিরাঃ স্তন পর্য্যন্তাশ্চিরব্রতকৃশোদরীঃ
দর্শনেন কৃতার্থা হি বয়মদ্য মহাত্মনঃ । ৩৫
ততস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস প্রমদা বাসবানুজঃ
সর্ব্বাঃ কমলপত্রাক্ষীর্দৃষ্ট্বা চোবাচ মাধবঃ । ৩৬
যথার্হতঃ পূজয়িত্বা সমাভাষ্য চ কেশবঃ
যানৈঃ কিঙ্করসংযুক্তৈরবাহয় মধুসূদনঃ ॥ ৩৭
কিঙ্করাণাং সহস্রাণি রক্ষসাং যাতুরংহসাম্
শিবিকাং বহতাং তত্র নির্ঘোষঃ সুমহানভূৎ
তস্য পর্ব্বতরাজস্য শৃঙ্গং যৎ পরমার্চ্চিতম্
বিমলার্কেন্দুসঙ্কাশং মণিকাঞ্চনতোরণম্
সপক্ষিগণমাতঙ্গং মৃগবালপাদপম্
শাখামৃগগণাকীর্ণং সুপ্রস্তরশিলাতলম্ ॥ ৪০
কঙ্কুভিশ্চ বরাহৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিসেবিতম্
সম্প্রাপ্তং মহাসানুং বিচিত্রশিখরদ্রুমম্ ॥ ৪১

ব্রত ও উপবাস করায় ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল। ইহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিতেছিলেন। যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া এই সব কুমারীগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বর্ত্তমান হইলেন। ২৮

নরকাসুর, মহাসুর মুর, হয়গ্রীব ও নিসুম্ভ নিহত হইয়াছে জানিতে পারিয়া এই সব কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৯

যে সব বৃদ্ধ রাক্ষসগণ এই কুমারীদিগের রক্ষক ছিল, তাহাদের সকলেরই বয়স অধিক হইয়াছিল। তাহারাও সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল। ৩০

বৃষভতুল্য বিশাল নয়নশোভিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই সব যুবতীগণের মনে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিবার বাসনা উদিত হইল। ৩১

শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রতুল্য মনোহর বদন দেখিয়াই তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা তখন আত্মহারা হইয়া সেই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৩২

ভগবন্। পুরাকালে এখানে বায়ুদেব ও সমস্ত ভূতবর্গের মনোভাববিজ্ঞ দেবর্ষি নারদ যে কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্য হইল। ৩৩

তাঁহারা উত্তরে বলিয়াছিলেন যে—শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী যিনি সর্ব্বব্যাপী নারায়ণদেব, তিনি ভূমিপুত্র নরককে বধ করিয়া তোমাদের সকলের পতি হইবেন। ৩৪

আমরা দীর্ঘকাল হইতে যে সকলের কাম্যসুন্দর বিষয়ে বহু কিছু শুনিয়া আসিতেছি, আজ সেই পরম প্রিয়তম প্রভুকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমরা প্রাপ্ত হইলাম। আজ পরমাত্মা আপনার দর্শনে আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। ৩৫

তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধব সেই সমস্ত কমলনয়না যুবতীগণকে সান্ত্বনা দান করিলেন এবং তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ করিলেন। ৩৬

ইহার পর মধুসূদন কেশব তাঁহাদের যথোচিত সম্মানদান ও তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে কিঙ্করনামক যানবহের দ্বারা যুক্ত শিবিকাসমূহে আরোহণ করাইলেন। ৩৭

বায়ুসদৃশ বেগগামী কিঙ্করনামক সহস্র সহস্র রাক্ষসগণ সেই সব শিবিকা বহন করিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের মহানাদে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ৩৮

সেই পর্ব্বতরাজ মণিপর্ব্বতের যে সর্ব্বোত্তম ও প্রশংসিত শিখর ছিল, তাহা নির্ম্মল সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে মণি ও সুবর্ণের তোরণদ্বার নির্ম্মিত ছিল। ৩৯

সেখানে পক্ষিগণের সমূহ, বন্য হস্তী, মৃগ, সর্প ও বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল। বানরগণের দ্বারা এই স্থান পূর্ণ ছিল, এখানের প্রস্তর ও শিলা অতিশয় সুন্দর ছিল। কঙ্কু (বরাহ-সিংহবিশেষ), বরাহ ও রুরু মৃগগণ ইহার সেবা করিতেছিল। ইহাতে বহু ঝরণা ছিল। ইহার মধ্যে বহু বহু বৃক্ষ (আতর) শিখর ছিল। ইহার দ্রুম (শিখর) ও বৃক্ষসমূহ বিচিত্র শোভাসম্পন্ন ছিল। মণি-

অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ মৃগযূথবিলোড়িতম্ ।
ক্রীড়দ্ভিরুরগৈশ্চণ্ডৈর্বহিভিশ্চ নিনাদিতম্ ॥ ৪২
তদপাতিবলো বিষ্ণুর্দোর্ভ্যামুৎপাট্য ভাস্বরম্ ।
আরোপয়ামাস বলী গরুড়ে পক্ষিণাং বরে ॥ ৪৩
মণিপর্বতশৃঙ্গঞ্চ সভার্যাঞ্চ জনার্দ্দনম্ ।
উবাচ লালয়ন্ পক্ষী গরুড়ঃ পততাং বরঃ ॥ ৪৪
স পঞ্চযোজনবিস্তৈরুচ্ছ্রিতাদ্রিশিখরোপমম্ ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু সংত্রাসং জনয়ামাস পক্ষিরাট্ ॥ ৪৫
আক্রজন্ পর্ব্বতাগ্রাণি পাদপাংশ্চ সমুৎক্ষিপন্ ।
সঞ্জহার মহাভ্রাণি বিজহার চ কানিচিৎ ॥ ৪৬
বিষহ্যং সমতিক্রম্য দেবরোশ্চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
যযৌ বাতজবঃ পক্ষী জনার্দ্দনবশে স্থিতঃ ॥ ৪৭
স মেরুগিরিমাসাদ্য দেব-গন্ধর্বসেবিতম্ ।
দেবসদ্মানি সর্ব্বাণি দদর্শ মধুসূদনঃ ॥ ৪৮

বিশ্বেষাং মরুতাং চৈব সাধ্যানাঞ্চ নরাধিপ ।
ভ্রাজমানান্যতিক্রম্য দিব্যান্যুচ্চৈঃ পরন্তপ ॥ ৪৯
প্রাপ্য পুণ্যতমাল্লোকান্ দেবলোকনমস্কৃতঃ ।
শক্রসদ্ম সমাসাদ্য প্রবিবেশ জনার্দ্দনঃ ॥ ৫০
অবতীর্য্য স তার্ক্ষ্যাত্তু দদর্শ বিবুধাধিপম্ ।
প্রীতশ্চৈবাভিনন্দ্যৈনং দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৫১
প্রদায় কুণ্ডলে দিব্যে বব্রে তং তদাচ্যুতঃ ।
সভার্য্যো বিবুধশ্রেষ্ঠঃ নরশ্রেষ্ঠো জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২
অর্চ্চিতো দেবরাজেন রত্নৈশ্চ প্রতিপূজিতঃ ।
সত্যভামা চ পৌলোম্যা যথাবদভিনন্দিতা ॥ ৫৩
বাসবো বাসুদেবশ্চ জগ্মতুঃ সহিতৌ তদা ।
অদিত্যা ভবনং দিব্যং দেবমাতুর্মহদ্ধনম্ ॥ ৫৪
তত্রাদিতিমুপাসীনাং দীপ্তয়ারোচিষা সমন্ততঃ ।
দদর্শাতে মহাত্মানৌ মহাভাগাং তপোঽন্বিতাম্ ॥ ৫৫

পর্ব্বতের এই শিখর অত্যন্ত অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ছিল, আর মৃগের দল এখানে দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। চকোরসঙ্ঘ ও ময়ূরগণ নিজেদের কলরবে ইহা কে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল ৪০-৪২

অত্যন্ত বলশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুর দ্বারা সেই তেজস্বী পর্ব্বতশিখরকে উৎপাটিত করিয়া পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখিয়া দিলেন ॥ ৪৩

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় মণিপর্ব্বতের শিখরকে এবং পত্নীসহ শ্রীকৃষ্ণকে লীলাসহকারে বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪

তাঁহার দেহ হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল ছিল। সেই পক্ষিরাজ নিজের পক্ষকে বলপূর্ব্বক বিস্তার করিতে করিতে সমস্ত দিক্‌সমূহে প্রচণ্ড কোলাহল উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

এই সময় গরুড় তীব্র পক্ষবায়ুর বেগে পর্ব্বত শিখরসমূহকে ভগ্ন করিতে করিতে, বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করিতে করিতে, বিশাল মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে এবং কিছু মেঘকে নিজের সহিত আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬

চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেবের প্রদেশকে লঙ্ঘন করিয়া বায়ুতুল্য বেগশালী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৪৭

দেবতা ও গন্ধর্বগণের দ্বারা সেবিত মেরুপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেই ভগবান্ মধুসূদন সমস্ত দেবগৃহসমূহ দর্শন করিলেন ॥ ৪৮

সকলতাপন করেন ॥ তিনি বিশ্বেদেবগণ, মরুৎ ও সাধ্যগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রকাশমান স্থানসমূহ অতিক্রম করিয়া পুণ্যতম লোকসমূহে গমন করত দেবলোকে সমর্পণ করিলেন। তাহার পর শক্রসদন শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রভবনের নিকট গমন করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯-৫০

সেখানে গরুড় হইতে নামিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন এবং দেবরাজ শতক্রতু ইন্দ্রও প্রসন্নমনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৫১

সেই সময় স্বীয় মহিমা হইতে অবিচ্যুত নরশ্রেষ্ঠ পত্নী সত্যভামাসহ জনার্দ্দন সেই দুই দিব্য কুণ্ডল তাঁহাকে প্রদান করত দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ৫২

দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র নানাপ্রকার ধন-রত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আদর-সৎকার করিলেন। এইরূপ পুলোমকন্যা শচীদেবীও সত্যভামাকে যথাযথভাবে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৫৩

তদনন্তর ইন্দ্র ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে এক সঙ্গে দেবমাতা অদিতিদেবীর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দিব্য ভবনে গমন করিলেন ॥ ৫৪

সেখানে এই দুই মহাত্মা যাঁহাকে সর্ব্বদিক্ দিয়া অত্যন্তরূপে উপাসনা (সেবা) করিতেছেন, সেই মহাভাগা তপস্বিনী অদিতি দেবীকে দর্শন করিলেন ॥ ৫৫

ততস্তে কুণ্ডলে দিব্যে প্রাদাদদিতিনন্দনঃ।
ববন্দে তাং শচীভর্ত্তা মাতরং স্বাং পুরন্দরঃ॥ ৫৬
জনার্দ্দনং পুরস্কৃত্য কর্ম্ম চৈব শশংস তৎ
আদিতিস্তৌ সুতৌ প্রীতা পরিষজ্যাভিনন্দ্য চ॥ ৫৭
আশীর্ভিরনুকূলাভিরভাবপ্রবণস্তদা
পৌলোমী সত্যভামা চ প্রীতা পরময়া যুতে॥ ৫৮
অগৃহ্ণীতাং বরার্হায়া দেব্যাস্তে চরণৌ শুভৌ
তে চাপ্যভ্যবদৎ প্রেম্না দেবমাতা যশস্বিনী॥ ৫৯
যথাবদব্রবীচ্চৈব জনার্দ্দনমিদং বচঃ।
অনুস্থঃ সর্ব্বভূতানাংবধ্বশ্চ ভবিষ্যসি॥ ৬০
যথৈব দেবরাজোঽয়মজিতো লোকপূজিতঃ
ভবিষ্যিয়ং বরারোহা নিত্যঞ্চ প্রিয়দর্শনা॥ ৬১
সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতা দিব্যগন্ধা মনোরমা।
সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সুভগা স্থিরযৌবনা॥ ৬২
জরাং ন যাস্যতি বধূর্যাবদ্বং কৃষ্ণ মানুষঃ।
এবমভ্যর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাত্রা মহাবলঃ॥ ৬৩

সেখানে অদিতিনন্দন শচীপতি পুরন্দর ইন্দ্র সেই দুই কুণ্ডল নিজ মাতাকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন॥ ৫৬

ইন্দ্র জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া তাঁহার পরাক্রমের ভূয়ি ভূয়ি প্রশংসা করিলেন। অদিতিদেবী নিকটেই সেই পুত্রকে প্রসন্নচিত্তে আলিঙ্গন করিয়া ও অভিনন্দিত করিয়া উভয়ের পক্ষেই অনুকূল আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন॥ ৫৭॥

শচী ও সত্যভামাও অতিশয় আনন্দিত মনে পরম পূজনীয়া অদিতিদেবীর মঙ্গলময় চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলেন। তখন যশস্বিনী দেবমাতা তাঁহাদের উভয়ের সহিতও প্রেম সহকারে বার্ত্তালাপ করিলেন॥ ৫৮-৫৯

ইহার পর অদিতিদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই যথার্থ কথা বলিলেন,—বৎস। তুমি সমস্ত ভূতগণের পক্ষে অক্ষেয় ও অবধ্য হইবে। যেরূপ এই দেবরাজ ইন্দ্র, সেইরূপ তুমিও অপরাজিত এবং লোকপূজিত হইবে॥ ৬০॥

এই সুন্দরী সত্যভামা সতত প্রিয়দর্শনা, সমস্ত লোকে বিখ্যাতা, দিব্য গন্ধবতী, মনোরমা, সুস্থির-যৌবনা, সৌভাগ্যবতী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তমা হউক। শ্রীকৃষ্ণ। যতকাল তুমি মানব হইয়া মনুষ্যলোকে থাকিবে, ততকাল বধূ সত্যভামা বৃদ্ধা হইবে না॥ ৬১-৬২॥

দেবমাতা অদিতি কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্চনা লাভ করত দেবরাজাভ্যনুজ্ঞাতো হৃষ্টশ্চ প্রতিপূজিতঃ
বৈনতেয়ং সমারুহ্য সহিতঃ সত্যভাময়া॥ ৬৪
দেবক্রীড়ং পরিক্রামন্ পূজ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।
স দদর্শ মহাবাহুরক্রীড়ং বাসবস্য চ॥ ৬৫
দিব্যমভ্যর্চ্চিতং দেবৈঃ পারিজাতং মহাদ্রুমম্
নিত্যপুষ্পধরং দিব্যং পুণ্যগন্ধমনুত্তমম্॥ ৬৬
যমাসাদ্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্
সংরক্ষ্যমাণং দেবৈস্তং প্রসহ্যামিতবিক্রমঃ॥ ৬৭
উৎপাট্যারোপয়ামাস বিষ্বক্সেনঃ গরুড়োপরি
সোঽপক্রমৎ সত্যভামা চ দিব্যানপ্সরসাং গণম্॥ ৬৮
পৃষ্ঠতঃ সত্যভামা চ দিব্যা যোষাশিরীক্ষিতা।
প্রায়াৎ ততো দ্বারবতীং বায়ুজুষ্টেন বৈ পথা॥ ৬৯
শ্রুত্বা বৈ দেবরাজস্য কর্ম্ম কৃষ্ণস্য তত্ত্বতঃ
অনুমেনে মহাবাহুঃ কৃতকর্ম্মেতি চাব্রবীৎ॥ ৭০
স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈঃ সপ্তর্ষিগণসংস্তুতঃ
প্রতস্থে দ্বারকাং কৃষ্ণো দেবলোকাদরিন্দমঃ॥ ৭১

দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহাবল শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাসহ গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক দেবর্ষিগণের দ্বারা প্রশংসিত দেবতাদিগের ক্রীড়াকানন নন্দনবনে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৬৩-৬৪॥

ইন্দ্রের সেই ক্রীড়াবনে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতনামক দিব্য ও দেবগণের দ্বারা পূজিত বিশাল বৃক্ষ দর্শন করিলেন। এই দিব্য বৃক্ষ সর্ব্বদা পুষ্পধারণকারী, পবিত্র গন্ধে সুবাসিত ও পরম উত্তম ছিল॥ ৬৫-৬৬

ইহার নিকটে যাইলে পর সকল ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তের স্মরণ হয়। দেবগণ এই বৃক্ষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন; কিন্তু অমিতপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখিয়া দিলেন॥ ৬৭॥

সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা দিব্য অপ্সরাগণের সমুদায়কে দর্শন করিলেন। এই অপ্সরাগণও সত্যভামা দিব্য দিব্য যুবতী সত্যভামাকে দর্শন করিলেন। তদনন্তর বায়ুসেবিত পথে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে প্রস্থিত হইলেন॥ ৬৮-৬৯

মহাবাহু দেবরাজ যখন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের পারিজাতহরণরূপ কার্য্যের কথা শ্রবণ করিলেন, তখন এই ভাবিয়া ইন্দ্র অনুমোদন করিলেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার মহৎ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছে'॥ ৭০

দেবগণের দ্বারা পূজিত ও সপ্তর্ষিবৃন্দের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ দেবলোক হইতে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন॥ ৭১

সোঽভিপত্তা মহাবাহুর্দীর্ঘমধ্বানমচ্যুতঃ।
পূজিতো দেবরাজেন মহদ্ভে যাদবীং পুরীম্ ॥ ৯
তথা কর্ম্ম মহৎ কৃত্বা ভগবান্ বাসবানুজঃ।
উপায়াদ্দ্বারকাং কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ গরুড়বাহনঃ ॥ ৭৩
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি পারিজাত-হরণে দ্বারকাপ্রবেশে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

ইন্দ্রের দ্বারা সম্মানিত হইয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশাল পথ অল্প পথের ন্যায় অতিক্রম করিয়া যাদব-পুরী দ্বারকাকে দেখিতে পাইলেন। ৭২

ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গরুড়বাহন শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ মহৎ কর্ম্ম করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যাইলেন

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাত-হরণ ও দ্বারকায় প্রবেশবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রৈবতকপর্ব্বতে রুক্মিণ্যা ব্রতোদ্‌যাপনমহোৎসবঃ, পারিজাতপুষ্পং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণেন রুক্মিণ্যাঃ সম্মাননং, নারদেন রুক্মিণ্যাঃ সর্ব্বাধিক-সৌভাগ্যস্য প্রশংসা, সত্যভামায়াঃ কোপভবনে প্রবেশশ্চ]

জনমেজয় উবাচ

প্রাদুর্ভাবে মুনিশ্রেষ্ঠ মাথুরে চরিতং শুভম্
শৃণ্বন্নৈবাধিগচ্ছামি তৃপ্তিং কৃষ্ণস্য ধীমতঃ ॥ ১
দ্বারকায়াং নিবসতঃ কৃতদারস্য ষড়্‌গুণম্
চরিতং ব্রূহি কৃষ্ণস্য সর্ব্বং হি বিদিতং তব ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জনমেজয় কৃষ্ণস্য কৃতদারস্য ভারত
নিবোধ চরিতং চিত্রং তস্যৈব মহাত্মনঃ
প্রাপ্তদারো মহাতেজা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্
রুক্মিণ্যা সহিতো দেব্যা যযৌ রৈবতকং নৃপ ॥ ৪
উপবাসাবসানং হি রুক্মিণ্যাঃ প্রতিপূজয়ন্।
তর্পয়িষ্যন্ স্বয়ং বিপ্রান্ জগাম মধুসূদনঃ ॥ ৫
কুমারাঃ প্রযযুস্তত্র পুত্রভ্রাতর এব চ।
প্রেষিতা বাসুদেবেন নারদস্যাভ্যুপেয়ুষা ॥ ৬
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি জগ্মুরেব চ ধীমতঃ
তদ্ব্যা পরময়া যুক্তা বিষ্ণোরেবানুরূপয়া ॥ ৭

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

[রৈবতক-পর্ব্বতে রুক্মিণীর ব্রতোদ্‌যাপনমহোৎসব, পারিজাতপুষ্প দান করত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণীর সম্মান, নারদের দ্বারা রুক্মিণীর সর্ব্বাধিক সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং সত্যভামার কোপভবনে প্রবেশ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! মথুরায় প্রাদুর্ভূত হইয়া বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সব মঙ্গলময়ী লীলা করিয়াছেন, তৎসমস্ত শুনিতে শুনিতে আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১

দ্বারকায় বাস করত সপত্নীক হইয়ার শ্রীকৃষ্ণ যে ষড়্‌গুণপূর্ণ চরিত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন * তাহা আমাকে বলুন; কারণ, আপনি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই বিদিত আছেন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পত্নীপরিগ্রহ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণের যে বিচিত্র চরিত্র হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। শ্রুতো। সেই চরিত্র তাঁহার অনুরূপই ছিল। ৩

নৃপ! ভার্য্যালাভ করিবার পর এক সময় মহাতেজস্বী ও প্রতাপশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মহারাণী রুক্মিণীর সহিত রৈবতক পর্ব্বতে গমন করেন। ৪

সেই সময় রুক্মিণীদেবীর উপবাস-ব্রতের উদ্‌যাপন উৎসব ছিল। তাঁহার সমাদর করিতে করিতে ভগবান্ মধুসূদন স্বয়ংই ব্রাহ্মণগণকে ভোজন-দানাদির দ্বারা তৃপ্ত করিবার জন্য সেস্থানে গিয়াছিলেন। ৫

দেবর্ষি নারদের অনুমতি অনুসারে ভগবান্ বাসুদেব পাঠাইলে পর যদুকুলের কুমার, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ সেস্থানে গমন করেন। ৬

রাজন্! পরম বুদ্ধিমান্ বিষ্ণুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ উত্তম সর্ব্বগুণসম্পন্না ষোল হাজার স্ত্রীও সেই উৎসবে সম্মিলিত হইবার জন্য গমন করিলেন। ৭

---

* সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র বল, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্র ধর্ম্ম—এই ছয় গুণই (ঐশ্বর্য্যই) ষড়্‌গুণ। অথবা সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তিতা ও অনন্তশক্তিতা—পরমেশ্বরের স্বরূপভূত এই ছয় গুণই এস্থলে ষড়্‌গুণ নামে স্মরণ করা হইয়াছে।

ততস্তত্র দ্বিজাতীনাং কামান প্রাদাদধোক্ষজঃ।
অধিনাং ধর্মনিত্যানাং বহ্নিনাহিতৈব দিনম্ ॥ ৮
কল্যাণনামগোত্রাণাং মহতাং পুণ্যকর্মণাম্।
যোনৈঃ শ্রোতৈশ্চ মার্তৈশ্চ তদ্ধানাং কুরুনন্দন ॥ ৯
তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈরিষ্টৈরিষ্টঃ সতাং গতিঃ
জ্ঞাতীন্ সম্পূজয়ামাস যথার্হং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০
উপবাসাবসানেঽথ ভগবান্ স বিশেষতঃ।
বহ্নে নেনে প্রিয়াং ভার্যাং রুক্মিণীং ভীষ্মকাত্মজাম্ ॥ ১১
বসতস্তস্য কৃষ্ণস্য সদারস্যামিতৌজসঃ।
সভাসীনস্য রুক্মিণ্যা নারদোঽভ্যাযযৌ মুনিঃ ॥ ১২
আগতং চাপ্রমেয়াত্মা মুনিমিন্দ্রানুজস্তদা।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা অর্চয়ামাস কেশবঃ ॥ ১৩
সোঽর্চিতো বাসুদেবেন মুনিরর্চ্যতমঃ সতাম্
পারিজাততরোঃ পুষ্পং প্রদৌ কৃষ্ণায় ভারত ॥ ১৪
তদ্বৃক্ষরাজকুসুমং রুক্মিণ্যাঃ প্রদদৌ হরিঃ
পার্শ্বস্থা সা হি কৃষ্ণস্য ভোজ্যা নরবরাভবৎ ॥ ১৫

কুরুনন্দন! তদনন্তর সেস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থী, নিত্য ধর্মপরায়ণ, বহ্নী, শ্রিয়বাদী, মাঙ্গলিক নাম-গোত্র-যুক্ত মহাত্মা, পুণ্যকর্মা এবং যোনি, বিদ্যা ও যজ্ঞের সম্বন্ধানুসারে শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে মনোবাঞ্ছিত বহু পদার্থ প্রদান করিলেন। ৮-৯

ব্রাহ্মণগণকে অভীষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সৎপুরুষগণের প্রিয় আশ্রয় ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের জ্ঞাতিগণকেও যথাযথ ভাবে সন্তুষ্ট করিলেন। ১০

উপবাসের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রিয় পত্নী ভীষ্মকরাজকুমারী রুক্মিণীকে বিশেষরূপে আদর করিলেন। ১১

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সহিত সেস্থানে যখন স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, তখন নারদমুনি তাঁহার নিকটে আসিলেন। ১২

অপ্রমেয়স্বরূপ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় সেস্থানে উপস্থিত নারদমুনিকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ১৩

ভরতনন্দন! ভগবান্ বাসুদেব কর্তৃক পূজিত হইয়া সৎপুরুষগণের পরমপূজনীয় মুনিবর নারদ সেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে পারিজাত বৃক্ষের একটি পুষ্প প্রদান করিলেন। ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! বৃক্ষরাজ পারিজাতের সেই পুষ্পটিকে শ্রীহরি রুক্মিণীদেবীর হস্তে দিলেন; কারণ, সেই ভোজকুলনন্দিনী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন। ১৫

প্রতিগৃহ্য তু তৎপুষ্পং কামারিনিষেবিতা।
শিরস্যমলপত্রাক্ষী যদৌ কৃষ্ণেঙ্গিতানুগা ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যাক্সপসর্বস্বং নারায়ণমনোহরা
শুশুভে দেবপুষ্পেণ দ্বিগুণং ভৈষ্মকী তদা ॥ ১৭
তাং নারদস্তদোবাচ মুনির্ব্রহ্মসুতস্তদা
তবৈবৌপয়িকং পুষ্পমেকং দেবি পতিব্রতে ॥ ১৮
অলঙ্কৃতং পুষ্পমেতৎ সংসর্গাত্তব সর্বথা
অত্যর্হা চ মতা মে ত্বমেতৎপুষ্পাদ্ধৃতব্রতে ॥ ১৯
কল্যাণগুণসম্পন্নে সততং ভর্তৃবৎসলে।
অম্লানমেতৎ সততং পুষ্পং ভবতি কামিনি ॥ ২০
সংবৎসরপরং কালং কালজ্ঞে গুণসম্মতে।
স্থাপিতানপি গন্ধাংশ্চ দধাতি বদতাং বরে ॥ ২১
শীতোষ্ণে চেপ্সিতে দেবি পুষ্পমেতৎ প্রযচ্ছতি।
প্রবর্তয়তি রসান্ দেবি মনসা কাঙ্ক্ষিতান্ যবান্ ॥ ২২
সেবামানঞ্চ সৌভাগ্যং দদাতি বরবর্ণিনি।
প্রবর্তয়তি তথা গন্ধানীপ্সিতান্ প্রীতিবর্দ্ধনান্ ॥ ২৩

সেই পুষ্প গ্রহণ করত প্রাদ্যুম্ননী, শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে অনুসরণকারিণী ও সতীসাধ্বী কমলনয়না রুক্মিণী নিজের মস্তকে কেশ-গুচ্ছে স্থাপিত করিলেন। ১৬

ত্রিভুবনের সম্পূর্ণ রূপ-সম্পত্তি যাঁহার মধ্যে নিহিত আছে, সেই নারায়ণের মনোহারিণী লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণী সেই দেবপুষ্প ধারণ করায় দ্বিগুণ শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৭

সেই সময় ব্রহ্মপুত্র নারদমুনি তাঁহাকে বলিলেন,—দেবি! পতিব্রতে! এই একমাত্র পুষ্প তোমারই যোগ্য। ১৮

ব্রতধারিণী দেবি! তোমার সংসর্গে এই পুষ্পও সর্বথা অলঙ্কৃত হইয়া গিয়াছে। এই পুষ্প ধারণ করায় তুমি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পূজনীয়া হইয়াছ। ১৯

কল্যাণময় গুণসমূহে বিভূষিতা পতিবৎসলে! কামিনি! এই পুষ্প একবৎসর যাবৎ অম্লান থাকে, কখনও ম্লান হইয়া যায় না। সময়জ্ঞানসম্পন্না, নিজ গুণসমূহে সম্মানলাভকারিণী, বাগ্মিপ্রধানা রুক্মিণী! এই পুষ্প এক বৎসর পর্যন্ত মনোবাঞ্ছিত বহুপ্রকার গন্ধ প্রদান করে। ২০-২১

দেবি! যেরূপ শীত ও উষ্ণভাব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হইবে, এই পুষ্প সেইরূপ প্রদান করিয়া থাকে এবং মনে যে সব শ্রেষ্ঠ রস লাভ করিবার বাসনা হইবে, সেই সবও এই পুষ্প বর্ষণ করিয়া থাকে। ২২

উত্তম কান্তিমতী দেবি! এই পুষ্পের সেবা করিলে পর ইহা সৌভাগ্য প্রদান করে এবং মনের প্রীতিবর্দ্ধক অতীষ্ট সুগন্ধ নিঃসারণ করে। ২৩

যানি যানি চ পুষ্পাণি ত্বং দেব্যভিলষিষ্যসি
কুসুমং বৃক্ষরাজস্য তানি তানি প্রদাস্যতি ॥ ২৪
এতদেব ভগাধানং ধর্ম্মিষ্ঠে পুত্রদং তথা।
মতিঞ্চ নাশুভে ধত্তে ধার্য্যমাণং সদা শুভে ॥ ২৫
যদ্ যদিচ্ছসি বর্ণঞ্চ তৎ সর্ব্বং ধারয়িষ্যতি।
স্বয়ং বাপ্যথবা স্থূলং ছন্দস্তন্তে ভবিষ্যতি ॥ ২৬
অনিষ্টগন্ধহরণমেতৎ সদ্গন্ধবর্দ্ধনম্
প্রদীপকর্ম্ম রাত্রৌ চ করোতি কমলেক্ষণে ॥ ২৭
সন্তানকস্য তে মালাং পুষ্পবস্ত্রাদি বাচ্যতম্
পুষ্পনৃপমুখ্যানি চিন্তিতেন প্রদাস্যতি ॥ ২৮
ক্ষুদ্ভুক্ষা বা পিপাসা বা গ্লানির্বার্দ্ধক্য এব বা
দেববদ্ধারয়ন্ত্যাস্তে স্বচ্ছন্দেন ভবিষ্যতি ॥ ২৯
অনুগীতানি গীতানি দাস্যত্যপি চ চিন্তিতে।
স্তুবাদিত্রান্ ধনধ্বাংস্তূর্যৈব তব সম্মতান ॥ ৩০

পূর্ণে সংবৎসরে দেবি পুষ্পমেতদ্ব্যপৈষ্যতি
নির্ব্বর্ত্ত্যতে তরুবরং সময়েন প্রদাস্যতি ॥ ৩১
কৃতিরেষা হি ভবতু পারিজাতস্য শুভ্রতে।
নিসর্গতঃ সর্গকৃতা সহকারার্থেঽসুরদ্বিষাম্ ॥ ৩২
উমা দেববরশ্রেষ্ঠা হিমালয়সুতা সতী
ধারয়ন্তীশ্বরী নিত্যং পুষ্পাণ্যেতানি শুভ্রতে
অদিতিশ্চ সপৌলোমী মহেন্দ্রসুরতাবরী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ শ্রীশ্চ সর্ব্বগুণোচিতা ॥ ৩৪
দেবপত্ন্যস্তথৈবান্যা দেবাশ্চ বসুদেবতাঃ
সংবৎসরপরঃ কালঃ সর্ব্বেষাং ন তু সংশয়ঃ ॥ ৩৫
ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণাং মধ্যে ত্বং বসু বর্ত্ততে
অন্যেষাং বাসুদেবস্য বেত্সি ত্বং ভোজনন্দিনি
সপত্ন্যস্তে গুণে প্রেতে সর্ব্বাঃ সর্ব্বেশ্বরপ্রিয়ে
অবমানাবসেকেন ত্বয়া সিক্তাস্ত ভামিনি ॥ ৩৭

দেবি! তুমি যে যে নানাবিধ পুষ্পের অভিলাষ করিবে, বৃক্ষরাজ পারিজাতের এই পুষ্প সেই সেই নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে ॥ ২৪

ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী শুভে! দেবি! এই পুষ্প ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-কারক ও পুত্রদায়ক। ইহাকে যদি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখা হয়, তবে এই পুষ্প বুদ্ধিকে অশুভ চিন্তা করিতে দেয় না ॥ ২৫

তুমি এই পুষ্পকে যে যে বর্ণে (রংয়ে) দেখিতে বাসনা করিবে, সে সেই সব বর্ণই ধারণ করিবে। তোমার ইচ্ছানুসারে এই পুষ্প অল্প-বৃহৎ, (হাল্কা-ভারী) কিংবা স্থূল-সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে ॥ ২৬

কমললোচনে! এই পুষ্প অপ্রিয় গন্ধকে নিবারণ ও উত্তম গন্ধের বৃদ্ধি করে। রাত্রিকালে এই পুষ্প প্রদীপের কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ২৭

চিন্তা করিলেই এই পুষ্প সন্তানকনামক দিব্য বৃক্ষের পুষ্প-হার, মালা, পুষ্প, অক্ষয় বস্ত্রাদি এবং উত্তম উত্তম পুষ্পের মুকুল প্রদান করিবে ॥ ২৮

দেবগণের ন্যায় ইহা ধারণ করিয়া থাকিবার সময় তোমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি অথবা বার্দ্ধক্য আসিবে না। এ সমস্তই তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া যাইবে ॥ ২৯

কেবল ইহাই নহে, চিন্তা করিলে এই পুষ্প তোমার প্রিয়কর সুন্দর বাদ্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুকূল গীতসমূহের আনন্দও তোমাকে প্রদান করিবে ॥ ৩০

দেবি! বর্ষ পূর্ণ হইলে পর এই পুষ্প তোমার নিকট হইতে সময়ানুসারে চলিয়া যাইবে এবং বৃক্ষশ্রেষ্ঠ পারিজাতে সংলগ্ন হইবে ॥ ৩১

উত্তম প্রভাবশালিনি দেবি! তোমার কল্যাণ হউক। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অসুরদ্রোহী দেবগণের সংকারের জন্য স্বভাবতঃ পারি-জাতের এরূপ সামর্থ্য রচনা করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২

উত্তম প্রভাবশালিনি দেবীপ্যমানা দেবি! দেবেশ্বর শিবের প্রিয়তমা হিমালয়কন্যা সতীসাধ্বী সুরেশ্বরী উমাদেবী নিত্য এই পুষ্প-সমূহ ধারণ করেন ॥ ৩৩

দেবরাজ ইন্দ্রের মাতা অদিতি, দেবেন্দ্রপত্নী শচী, বেদমাতা সাবিত্রী, সর্ব্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মী ও অন্য দেবপত্নীগণ, দেবতাবৃন্দ ও বসুদেবগণ—ইঁহারা সকলেই এই পুষ্প ধারণ করেন। ইঁহাদের সকলের পক্ষেও এই পুষ্প ধারণের অধিক সময় এক বর্ষ পর্য্যাপ্তই,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৪-৩৫

ভোজকুলনন্দিনী দেবি! আজ আমি ইহা জানিতে পারিলাম যে, এই ষোল হাজার স্ত্রীগণের মধ্যে তুমিই ভগবান্ বাসুদেবের অধিক প্রিয়া ॥ ৩৬

সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সদ্গুণবতী ভামিনি! আজ তুমি নিজের সমস্ত সপত্নী (সতীন)-দিগকে অপমানের জলে সিক্ত করিয়া দিয়াছ ॥ ৩৭

প্রকাশমস্তু সৌভাগ্যমনিবার্য্যং যশশ্চ তে ।
মন্দারকুসুমং দত্তং যত্তে মধুনিষাতিনা ॥ ৩৮
অন্য সাত্রাজিতী দেবী জ্ঞায়তে বরবর্ণিনী ।
সৌভাগ্যাঢ্যা সদা বেত্তি যাত্মানং সুভগং সতী ॥ ৩৯
স স্মরতো চ গান্ধারী ভার্য্যাশ্চান্যা মহাত্মনঃ ।
সৌভাগ্যার্থেঽভতাকাঙ্ক্ষে মোক্ষান্তি নিঃস্পৃহাঃ ॥৪০
সৌভাগ্যৈকরথো জৈত্রস্তব দেবাস্ত নিঃসৃতঃ ।
মনো রথরথানাং যঃ সহস্রৈরপি দুর্জ্জয়ঃ ॥ ৪১
অদ্যাহমবগচ্ছ মি সর্ব্বথা সর্ব্বশোভনে ।
আত্মা দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণস্য ভোজে ইমিতি ভামিনি ॥ ৪২
ত্রৈলোক্যরত্নসর্ব্বস্বদেবাদ্ যত্নবাচ্যুতঃ
স্ত্রীবিত্তাভিলষন্তেন ত্বয়া প্রাপ্তো হরিপ্রিয়ে ॥ ৪৩
নারদৈবমুক্তঃ তু তথাং বাক্যং নরাধিপ

তত্রস্থাঃ শুশ্রুবুঃ প্রেষ্যাঃ প্রেষিতাঃ সত্যভাময়া ॥ ৪৪
দেবীনাঞ্চ তথান্যাসাং পত্নীনাঞ্চ বিশাম্পতে ।
দৃষ্ট্বা তাঃ সবিশেষঞ্চ নারদেনাভ্যুদাহৃতম্ ॥ ৪৫
তচ্চ শ্রুত্বা সুনিখিলং প্রেষ্যাভিঃ স্ত্রীস্বভাবতঃ ।
প্রকাশীকৃতমেবাসীদ্ বিষ্ণোরন্তঃপুরে তদা ॥ ৪৬
কর্ণাকর্ণি ততো দেবাঃ কৌতূহলমিব সজ্বশঃ ।
মন্ত্রয়াঞ্চক্রিরে হৃষ্টা রুক্মিণ্যতিগুণোদয়ম্ ॥ ৪৭
অর্হতি পুত্রমাতেতি জ্যেষ্ঠেতি চ সমাগতাঃ ।
প্রায়েণ প্রবদন্তি স্ম হৃষ্টা দামোদরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৮
ময়ুষে ন সপত্ন্যাস্তু তৎসৌভাগ্যগুণোদয়ম্ ।
সত্যভামা প্রিয়া নিত্যং বিষ্ণোরতুলতেজসঃ ॥ ৪৯
রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্ব্বিতা
অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবের্ষ্যাবশঙ্গতা ॥ ৫০

আজ তোমার অনিবার্য্য সৌভাগ্য ও যশ এজগতে প্রকাশিত হইয়া যাইল ; কারণ, ভগবান্ মধুসূদন এই মন্দার-পুষ্প কেবল তোমাকেই প্রদান করিয়াছেন । ৩৮

সত্রাজিতের কন্যা পরমসুন্দরী সতী সত্যভামা যে নিজেকে নিজে সদা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালিনী ও সুভগা বলিয়া মনে করে, সে আজ জানিতে পারিবে যে, কাহার সৌভাগ্য অধিক ? ৩৯

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সাম্বমাতা জাম্ববতী ও গান্ধারী প্রভৃতি যে সব অন্য পত্নীগণ আছে, তাহারা আজ নিঃস্পৃহ হইয়া সৌভাগ্যের জন্য উচিত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া দিবে । ৪০

দেবি ! আজ তোমার সৌভাগ্যের একমাত্র বিজয়শীল রথ সজ্জিত হইয়াছে, যাহা সহস্র মনোরথরূপী রথের পক্ষে দুর্জ্জয় । ৪১

সর্ব্ব সুন্দরী ভামিনি ! ভোজরাজকন্যে ! আজ আমি সর্ব্বথা এই বিষয় বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় আত্মা তুমি । ৪২

হরিপ্রিয়ে ! ত্রিভুবনের রত্নস্বরূপ এই পারিজাতপুষ্প শ্রীকৃষ্ণ যে তোমাকেই প্রদান করিলেন, ইহাতে তুমি আজ প্রাণ হইতেও অধিক উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছ । (অথবা তুমি আজ সমস্ত সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট জীবন প্রাপ্ত হইয়াছ) । ৪৩

নরনাথ ! সত্যভামাপ্রেরিতা বহু দাসী সেস্থানে ছিল । তাহারা নারদ কর্ত্তৃক কথিত এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিল । ৪৪

প্রজানাথ ! অন্য দেবীগণ ও পত্নীগণের দাসীরাও সেস্থানে ছিল । তাহাদের সকলকে দেখিয়া নারদ পূর্ব্বোক্ত কথা আরও অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন । ৪৫

সেই সময় এই সব কথা শ্রবণ করত সেই দাসীরা স্ত্রীস্বভাব-বশতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে তৎসমস্তই প্রকাশ করিয়া দিল । ৪৬

কর্ণাকর্ণি হইয়া সেই সব জানিয়া অন্য পত্নীগণ দলে দলে একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে রুক্মিণীর অত্যন্ত গুণযুক্ত সৌভাগ্যোদয়ের চর্চা করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহারা কুলের কোনও গুপ্ত রহস্য লইয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন । ৪৭

ভগবান্ দামোদরের এই সব স্ত্রীগণ হৃষ্টচিত্তে প্রায় সকলেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন—রুক্মিণী আমাদের সকলের পূজনীয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রের (প্রদ্যুম্নের) মাতা এবং স্বয়ংও জ্যেষ্ঠা । ৪৮

কিন্তু অতুলতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়া সত্যভামা নিজের সপত্নীর (সতীনের) এই সৌভাগ্য-গুণের উদয় সহ্য করিতে পারিলেন না । ৪৯

তিনি রূপবতী ও যৌবনসম্পন্না ছিলেন । তাঁহার নিজের সৌভাগ্যের উপর গর্ব্ব ছিল ; সুতরাং অভিমানিনী দেবী সত্যভামা সপত্নীর অভ্যুদয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়াই ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া পড়িলেন । ৫০

সমুৎসৃজন্তী বসনং সকুঙ্কুমং
শুচিস্মিতা শুক্লতনৈকমংশুকম্
জগ্রাহ রোষাকুলিতেন চেতসা
বহ্নেস্তদা শ্রীরিব বহ্নিতেজনা ॥ ৫১

বিস্ফুরমানা জ্বলনেন বর্দ্ধতা
ঈর্ষ্যাসমুত্থেন গতপ্রভেব
ক্রোধং বিভ্রা ক্রোধগৃহং বিবিক্তং
বিবেশ তারেব ঘনং সতোয়ম্ ॥ ৫২

বদ্ধা ললাটে হিমচন্দ্রশুক্লং
দুকূলপট্টং প্রিয়রোষচিহ্নম্ ।
পর্য্যন্তদেশং সরসেন দেবী
বিলিপ্য সা লোহিতচন্দনেন ॥৫৩

সংমৃজ্য সংমৃজ্য শিরঃ সরোষং
প্রকম্পমানা সমুপোপবিষ্টা ।
দীর্ঘোপধানে শয়নেঽপনীয়
বিভূষণান্তেব নিবদ্ধবেণী ॥ ৫৪

অকারণার্থেন বিকৃত্যরূপা
প্রেষ্যাজনস্যাভিজনান্বিতাপি ।
বিচূর্ণয়ামাস কুশেশয়ং সা
নিঃশ্বস্য নিঃশ্বস্য নখৈর্নিতম্ভঃ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

পবিত্র ঈষৎহাস্যময়ী সত্যভামা কৃষ্ণসহিতা শয্যা ত্যাগ করিয়া রোষাকুলচিত্তে শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিলেন। তিনি সেই সময় অধিক ইন্ধন (কাঠ) প্রদানে বর্দ্ধিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির দীপ্তিমতী শিখার ন্যায় প্রতীতা হইতেছিলেন ॥ ৫১

তাঁহার মনে ঈর্ষ্যাজনিত আধি বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহার দ্বারা অত্যন্ত ধ্বস্ত হইয়া তিনি যেন শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিলেন। যেরূপ নক্ষত্র সকল জলধরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ কৃষ্ণা সত্যভামা সেস্থানে একান্তে কোপভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫২

দেবী সত্যভামা ললাটে প্রিয়তমের প্রতি রোষের চিহ্নের জন্য হিম ও চন্দ্রসদৃশ শ্বেতবর্ণের দুকূল পট্টবস্ত্র বাঁধিলেন এবং সেই ললাটের চারি প্রান্তে সরস রক্ত চন্দন লেপন করিলেন ॥ ৫৩

সেই সব কথা স্মরণ করিতে করিতে সেস্থানে দীর্ঘ বালিশে সুসজ্জিত পালঙ্ক শয্যায় উপবেশন করত দেবী সত্যভামা রোষ সহকারে মস্তক হিলাইতে দুলাইতে ছিলেন এবং সমস্ত আভরণ উন্মুক্ত করিয়া তিনি নিজের কেশপাশকে একবেণীরূপে বদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪

'আপনি অকারণ ক্রোধ করিতেছেন' এই কথা বলিয়া তাঁহার দাসীর যখন তাঁহাকে কোপভবন হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছিল, তখন উত্তম কুলে উৎপন্না (অথবা পরিজনগণে পরিবৃতা) হইলেও অত্যন্ত নত করিয়া সত্যভামা রোষবশতঃ বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হস্তস্থিত ক্রীড়াকমলকে নখসমূহে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন ॥৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন সত্যভামায়ৈ প্রবোধদানম্, সত্যভাময়া মানসিক-খেদপ্রকাশপূর্ব্বকং তপস্যায়াং কর্ত্তুমনুমতিদানায় শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপে প্রার্থনা চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

উপবিষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা রুক্মিণ্যা সহ কেশবঃ
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাদ্রাজা বাসুদেবেন সর্ব্ববিৎ ॥ ১

জগাম ত্বরিতস্তৈব সত্যভামাগৃহং মহৎ
যত্নো রৈবতকোদ্দেশে নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২

অভিমানবতীমিষ্টাং প্রাণৈরপি গরীয়সীম্।
জ্ঞাত্বা সাত্রাজিতীং বিষ্ণুর্বিবেশ শনকৈরিব ॥ ৩

রুষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাৎ সঞ্চিন্ত্যন্নিব।
ভীতভীতঃ স শনকৈর্বিবেশ মধুসূদনঃ ॥ ৪

সেবকং দ্বারদেশে তু নিবেশ্যাজ্ঞাং বিবেশ হ।
নারদস্যোপচারার্থং প্রদ্যুম্নং বিনিযুজ্য সঃ ॥ ৫

স দদর্শ প্রিয়াং দূরাৎ ক্রোধাগারগতাং তদা।
প্রেম্ণানিব স্থিতাং কোপাদ্বিশ্বসন্তীং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬

করজাগ্রাবলীঢ়ন্তু পঙ্কজং মুখপঙ্কজে।
সংন্যস্যবিত্বা নিঃশ্বস্য বিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ৭

কিঞ্চিদাকুলিতাগ্রেণ চরণেন বসুন্ধরাম্
কৃত্বা পৃষ্ঠেঽথ বদনং বিশ্বসন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮

করপদ্মে পুনঃ সব্যে মুখপদ্মং নিবেশ্য চ
বনিতাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং ধ্যায়ন্তীং কমলেক্ষণাম্ ॥ ৯

সরসং চন্দনং গৃহ্য প্রেষ্যাহস্তাদনিন্দিতাম্
প্রহ্লাদয়িত্বা হৃদয়ং ক্ষিপন্তীং নির্দ্দয়ং পুনঃ ॥ ১০

পুনরুত্থায় শয়নাৎ পতন্তীঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তাঞ্চাস্তচেষ্টাং প্রিয়ায়াঞ্চ তথাভূতাং দদর্শ হরিঃ ॥ ১১

অবগুণ্ঠ্য যদা বস্ত্রমুপধানে ন্যবেশয়ৎ।
ইদমন্তরমিত্যেবং তদা গত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ১২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সত্যভামাকে প্রবোধদান এবং সত্যভামা কর্ত্তৃক মানসিক খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে অনুমতি দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয়! সর্ব্ববিৎ অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর সহিত নারদমুনিকে উপবিষ্ট জানিয়া অন্য কার্য্যের ছলে চলিয়া যাইলেন। ১

তিনি অত্যন্ত ত্বরিতগতিতে সত্যভামার বিশাল ভবনে গমন করিলেন। এই ভবন রৈবতক পর্ব্বতের রমণীয় পৃষ্ঠোপরি সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২

সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় ও আদরণীয় ছিল এবং স্বভাবেও তিনি ছিলেন অভিমানিনী; তাঁহার এই কথা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে ঐ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৩

মধুসূদন স্নেহবশতঃ দেবী সত্যভামাকে ক্রোধপরায়ণার ন্যায় মনে করিয়া ও ভয়ভীত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪

নিজের সহিত আগত সেবককে দ্বারদেশে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া এবং নারদের সৎকারের জন্য প্রদ্যুম্নকে নিযুক্ত করিয়া তিনি ঐ মহলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ৫

তিনি দূর হইতে কোপভবনের মধ্যে স্থিতা স্থিরা সত্যভামাকে দেখিলেন, যিনি ক্রোধহেতু বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে ছিলেন ও দাসীর ন্যায় সেখানে পতিত ছিলেন। ৬

নিজ মুখপদ্মের উপর নখের অগ্রভাগের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া একটি পদ্মকে নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি বারংবার শ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন এবং কখনও কখনও হাসিতে ছিলেন। ৭

তাঁহার চরণের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আকুল এবং চঞ্চল ছিল। ঐ চরণের দ্বারা তিনি পৃথিবীকে বিখনন করিয়া বদনকে বারংবার ঘুরাইতেছিলেন। ৮

বামহস্তকমলে আপন মুখপদ্মকে রাখিয়া তিনি গভীর চিন্তায় মগ্না ছিলেন; তাঁহার সকল অঙ্গই ছিল মনোহর, নয়ন-যুগল ছিল পদ্মতুল্য শোভাজনক এবং তিনি ছিলেন এক সুন্দরী বনিতা। ৯

দাসীর হাত হইতে সরস চন্দন লইয়া সতীসাধ্বী সত্যভামা প্রথমে ঐ চন্দনের ঘ্রাণগ্রহণপূর্ব্বক ঐ দাসীর হস্তকেও আহ্লাদিত করিতেন, কিন্তু পুনরায় নির্দ্দয়ভাবশতঃ মধ্যে মধ্যে ফেলিয়াও দিতেন। ১০

শয্যা হইতে বারবার উঠিয়া পুনরায় উহাতেই পড়াইয়া পড়িতেন। শ্রীহরি নিজ প্রিয়তমার সেই সেই বহু চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ১১

নিজ মুখকে বস্ত্রে ঢাকিয়া যখন তিনি বালিশে মুখ রাখিলেন, তখন উপযুক্ত সময় জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ১২

প্রেষ্যাজনং স সংজ্ঞায় অনাখ্যেয়োঽস্মি সংজ্ঞয়া
স শঙ্কিতপ্রচারশ্চ ত্বরিতোঽন্বগমৎ স তাম্ ॥ ১৩
গ্রহায় ব্যজনঞ্চৈব প্রিয়া স পরিপার্শ্বতঃ।
শনৈরিবাসৃজদ্ বাতং জহাস শনকৈরিব ॥ ১৪
স পারিজাতপুষ্পস্য সংসর্গাদনুবাসিতঃ।
বভার ভগবান্ গন্ধং দিব্যং মানুষদুর্লভম্ ॥ ১৫
অত্যদ্ভুতং সুগন্ধঞ্চ জিঘ্রিয়া বিস্ময়ান্বিতা।
অপাবৃণোন্মুখং সদ্যা কিমেতদিতি চাব্রবীৎ ॥ ১৬
সোদ্বিগ্না পৃষ্ঠতো দেবমপশ্যন্তী শুচিস্মিতা।
পর্য্যপৃচ্ছদথো প্রেষ্যা গন্ধস্য প্রভবে তদা ॥ ১৭
তাং পৃষ্টাত্বপ্রভাবজ্ঞো জানুভ্যাং ধরণীং গতাঃ।
অধোমুখ্যতিতস্থুঃ কৃতাঞ্জলিপুটাতদা ॥ ১৮
তদপূর্ব্বমদৃষ্টৈব গন্ধং মুঞ্চতি মেদিনী।
কথমেকতরস্যা গন্ধোঽয়মিতি তৎ খলু ॥ ১৯

সেখানে উপস্থিত হইয়া সংকেতে দাসীকে বুঝাইয়া নিজের কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। দাসীর ইঙ্গিতে এদিক্ ওদিক্ যাওয়া বন্ধ হইল, ঐ অবস্থায় অর্থাৎ পিছনে থাকিয়া সত্যভামাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তিনি পার্শ্বে থাকিয়া হাতে ব্যজন (পাখা) লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে ও হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৪

ঐ সময় পারিজাত পুষ্পের সংসর্গে সুবাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এমন এক দিব্য সুগন্ধ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহা মানুষের পক্ষে দুর্লভ ॥ ১৫

ঐ অত্যন্ত অদ্ভুত সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সত্যভামা বড়ই বিস্মিত হইলেন। মুখ হইতে বস্ত্র সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি ? ১৬

শুচিস্মিতা (চারুহাসিনী) সত্যভামা উঠিয়া নিজের পিছনে দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সুগন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে ? ১৭

স্বামিনীর এই প্রকার জিজ্ঞাসায় দাসী কিছুই বলিল না। ধরণীতে জানু পাতিয়া অবনতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া রহিল ॥ ১৮

গন্ধের আশ্রয়ভূত ভগবান্‌কে না দেখিয়া তিনি অনুমান করিতে লাগিলেন। পৃথিবী কি এই গন্ধ প্রকটিত করিয়া রহিয়াছে ? পরন্তু উহার এমন উৎকৃষ্ট গন্ধ কেমন করিয়া সম্ভব ? ১৯

কিং বিদং স্যাদিতি চ সা বিবেক্ষন্তী সমন্ততঃ।
দদৃশে কেশবং দেবী সহসা লোকভাবনম্ ॥ ২০
যুজ্যতীতি ততোবাচ সহসাস্রাবিলেক্ষণা।
অবতিক্তেব রোষেণ বভূব প্রণয়ান্বিতা ॥ ২১
সা প্রস্ফুরিতচার্ব্বোষ্ঠী নিঃশ্বস্যাধোমুখী তদা।
মুহুর্ত্তমসিতাপাঙ্গী তস্থাবঙ্গনুতী শুভা ॥ ২২
নিধায় ভ্রুকুটিং বামাং সম্যগ্ বিক্ষিপ্য লোচনে।
নিবেশ্য বদনং হস্তে শোভসীত্যব্রবীদ্ধরিম্ ॥ ২৩
তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্।
কুলেনয়-পলাশাভ্যামবস্যান্দজলং যথা ॥ ২৪
সমুৎপত্য জলং তত্র পতিতং বদনাম্বুজাৎ।
প্রতিজগ্রাহ পদ্মাক্ষঃ করাভ্যামতিসত্বরঃ ॥ ২৫
অথোরসি পতত্তোয়ং শ্রীবৎসাঙ্কোঽনুজেক্ষণঃ।
প্রিয়ানয়নজং দেবঃ পরিমৃজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ২৬

'ইহা কি হইতে পারে'—এইরূপ বলিয়া যখন দেবী সত্যভামা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তিনি সহসা বিশ্বভাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০

তখন হঠাৎ তাঁহার নয়নদ্বয় জলে পূর্ণ হইল এবং গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—আপনার শরীরের এইরূপ সুগন্ধ প্রকটিত হওয়া উপযুক্তই বটে। ভগবানের প্রতি প্রেমভাবে যুক্ত হইয়াও ঐ সময় রোষবশতঃ কিঞ্চিৎ তিক্ত হইলেন ॥ ২১

তাঁহার মনোহর ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি অধোমুখী হইলেন এবং অসিতাপাঙ্গী শুভলক্ষণা দেবী ক্ষণকাল মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২২

নিজ মুখকে হাতের উপর রাখিয়া ও বাম ভ্রুকুটি নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টিপাত পূর্বক শ্রীহরিকে বলিলেন—আপনি বড়ই শোভা পাইতেছেন।' ২৩

তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে প্রণয়কোপজনিত জলধারা পতিত হইতে লাগিল। মনে হইল, কমলদল হইতে তুষারজল নির্গত হইতেছে ॥ ২৪

তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রিয়তমার মুখপদ্ম হইতে পতিত অশ্রুজলকে সত্বর দুই হাতে গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫

শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত কমলনয়ন ভগবান্ গোবিন্দ প্রিয়ার নেত্র হইতে পতিত জলধারা লইয়া নিজ বক্ষে লাগাইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬

প্রবত্যাদিতপত্রাক্ষি কিমর্থং তব ভামিনি
তোয়ং সুন্দরি নেত্রাভ্যাং পুষ্করাভ্যামিবোদকম্ ॥ ২৭
প্রভাতে পূর্ণচন্দ্রস্য মধ্যাহ্নে পঙ্কজস্য চ।
বিভর্ত্তি তব কিং বক্ত্রং বপুস্তব মনোহরে ॥ ২৮
কিমর্থং কৌসুমং বাসো মহারাজতনেব চ
নানুগৃহ্ণাসি সুশ্রোণি শুক্লং বাসোঽনুগৃহ্যতে ॥ ২৯
বাসস্যেতে তবাভীষ্টে মহারাজতকৌসুমে।
দেবাভিগমনাদৃদ্ধং শুক্লং নেষ্টং হি তৎ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৩০
কিঞ্চানাভরণং গাত্রং সুগাত্রি তব কথ্যতাম্।
চিত্রকস্থানমাক্রান্তং কস্মাদ্বরবর্ণিনি ॥ ৩১
শ্বেতেন তব পাদেন বাসসা প্রিয়দর্শনে।
ললাটং সেব্যতে কস্মাচ্চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ৩২
সত্যসেনায়তাপাঙ্গি কান্তেন হৃদয়প্রিয়ে।
প্রত্যেপনদ্ধং কেনাপি কারণেনেদমস্য চ।
করোষি মম বাত্যর্থং মনো ব্যাপয়সি প্রিয়ে ॥ ৩৩

নীলকমলপত্রাক্ষি ভামিনি। সুন্দরি। যেমন কমল হইতে জল ঝরিতে থাকে, সেইরূপ তোমার নয়নযুগল হইতে কেন জলধারা নির্গত হইতেছে ? ২৭

মনোহারিণী প্রিয়ে, তোমার মুখ প্রভাতকালের শোভাহীন পূর্ণচন্দ্রের ও মধ্যাহ্নকালের ম্লান পদ্মের স্বরূপ কেন ধারণ করিয়াছে ? ২৮

সুশ্রোণি। কুসুম্ভ ও কুসুম্ভ রঙএর শাড়ী কেন পরিধান কর নাই ? শ্বেতবস্ত্র পরিধানে আজ এত অনুরাগ কেন ? ২৯

এই কুসুম্ভ ও কুসুম্ভ রঙএর বস্ত্র তোমার অতিশয় প্রিয়, দেবতাগণ তাঁহাদের স্ত্রীর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা ইচ্ছা করেন না। ৩০

শোভনাঙ্গি। বল, কেন আজ তুমি শরীরকে অলঙ্কৃত কর নাই ? যাহা কি চিত্রকের পত্রভঙ্গ রচনার স্থান, সেই তোমার মুখমণ্ডল আজ অশ্রুজলে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে কেন ? ৩১

প্রিয়দর্শনে, বিশাল নেত্রবিশিষ্টে হৃদয়বল্লভে। তোমার ললাট শ্বেত পদ্ম বস্ত্রের দ্বারা, সরস সুগন্ধিত এবং কমনীয় চন্দন দ্বারা সেবিত হইয়া রহিয়াছে কেন ? ৩২

প্রিয়ে। কোন্ কারণে তুমি নিজ মুখের প্রভাকে মর্দ্দিত করিতেছ অর্থাৎ মুখের শোভাকে নিষ্প্রভ করিয়া রহিয়াছ অথবা সব কিছু করিয়া কেন আমার মনকে পীড়িত করিতেছ ? ৩৩

প্রসৃতশ্চন্দনরসঃ কপোলপ্রণয়া তব
পত্রলেখাসপত্নত্বং প্রাপ্তো নাতিবিরাজতে ॥ ৩৪
রত্নৈশ্চাভরণৈর্মুক্তা তব গ্রীবা ন শোভতে।
গ্রহনক্ষত্ররহিতা দ্যৌরিবাব্যক্তশারদী ॥ ৩৫
পূর্ণচন্দ্রসপত্নেন স্মেরেণাবহভাষিণা।
কিমু নো ভাষসে সাদ্য মুখেনোৎপলগন্ধিনা ॥ ৩৬
অর্দ্ধাক্ষ্ণাপি হি তাবন্মাং কিমর্থং ন নিরীক্ষসে
মুক্তস্তেব সনিশ্বাসং ভোয়নজনদুর্দ্দিনম্ ॥ ৩৭
অলমিন্দীবরশ্যামে রুদিতেন মনস্বিনি।
জলনজনকল্মাষং মা নো কৌরাননম্বিষম্ ॥ ৩৮
ত্বদীয়োঽহং যদা দেবি খ্যাতো জগতি কিঙ্করঃ।
নাজ্ঞাপয়সি কিং মাং ত্বং পুরেব বরবর্ণিনি ॥ ৩৯
কিনকার্যমহং দেবি বিপ্রিয়ং তব ভামিনি।
যেনাতিমাত্রমাত্মানমায়াসয়সি সুন্দরি ॥ ৪০

যে চন্দনরস কপালের প্রণয়ী, তাহা প্রসৃত হইয়া পত্রলেখার শত্রুতে পরিণত হইয়াছে, (অর্থাৎ যেখানে পত্ররচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেখানে বিকৃত চন্দনরস লিপ্ত আছে।) অতএব ইহাতে তুমি অধিক শোভা পাইতেছ না ॥ ৩৪

গ্রহ-নক্ষত্রাদিহীন শরৎ ঋতুর আকাশ যেমন শোভা পায় না সেইরূপ রত্ন ও আভরণহীন তোমার গ্রীবাও শোভা পাইতেছে না ॥ ৩৫

তোমার মুখ সহাস্য পূর্ণচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ; যখন তুমি কত কথা বল, তখন তোমার মুখ কমলের সুগন্ধ হরায়, এইরূপ মনোহর মুখের দ্বারা আজ তুমি কেন আমাকে কথা বলিতেছ না ? ৩৬

পূর্ণ নয়নে না হইলেও অর্দ্ধ নয়নের দ্বারা তুমি কেন আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছ না ? দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ও অঞ্জনকে মলিন করিয়া তোমার অশ্রুজল প্রবাহিত হইতেছে কেন ? ৩৭

নীল কমলতুল্য শ্যামকান্তি মনস্বিনি। রোদনের আর প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ক্রন্দন বন্ধ কর। অঞ্জনমিশ্রিত এই অশ্রুজল তোমার মুখশোভার শত্রুস্বরূপ, অতএব তুমি আর অশ্রুজল মুক্ত করিও না ॥ ৩৮

দেবি। যখন সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, আমি তোমার কিঙ্কর, তখন হে বরবর্ণিনি। প্রথমে তোমার অভীষ্ট সেবার জন্য আমাকে আজ্ঞা করিতেছ না কেন ? ৩৯

দেবি। ভামিনি, সুন্দরি। আমি তোমার কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আজ নিজেকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছ ? ৪০

মনসা কর্ম্মণা বাচা ন ত্বামতিচরাম্যহম্ ।
সর্ব্বথা সর্ব্বচার্ব্বঙ্গি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪১
বহুমানোপপন্নাসু স্ত্রীষু সর্ব্বাসু শোভনে ।
স্নেহশ্চ বহুমানশ্চ ত্বয্যতেঽন্যাসু নাস্তি মে ॥ ৪২
নৈব ত্বাং মনসো জহ্যাম্মৃতেঽপি ময়ি মানকৃৎ ।
ইতি মে নিশ্চিতং বিদ্ধি চেতঃ সুরসুতে পমে ॥ ৪৩
ক্ষমাদয়শ্চ মেদিন্যাং শব্দাদ্যাশ্চাম্বরে গুণাঃ
ধ্রুবং পঙ্কজগর্ভাভে ত্বয়ি স্নেহস্তথা মম ॥ ৪৪
রুচিরস্যৌ যথা নিত্যা প্রভা চৈব দিবাকরে ।
কান্তিশ্চ শাশ্বতী চন্দ্রে স্নেহস্ত্বয়ি তথা মম ॥ ৪৫
এবংবাদিনমাস্তেষ্টং সত্যভামা জনার্দ্দনম্ ।
শনৈরুবাচ নেত্রাভ্যাং প্রমৃজ্য সুভগা জলম্ ॥ ৪৬
মদীয়স্ত্বমিতি হ্যাসীন্মম নিত্যং মনঃ প্রভো ।
অদ্য সাধারণং স্নেহং ত্বয়ি তাবদ্ গতাস্ম্যহম্ ॥ ৪৭
নাস্ত্যনিত্যমহং পূর্ব্বমনিত্যাং কালপর্য্যয়ম্ ।
অদ্য লোকগতিং কৃৎস্নামবগচ্ছামি ন ধ্রুবাম্ ॥ ৪৮
অমৃতাত্মা দ্বিতীয়োঽপি জন্মৌঘে মম সর্ব্বথা ।
কিমত্র বহুনোক্তেন হৃদয়ং বেত্সি তেঽচ্যুত ॥ ৪৯
বাঙ্মাত্রেনেব পশ্যামি মাধুর্য্যং সম্প্রযুঞ্জসে ।
ময়ি স্নেহশ্চ কৃতকস্তবাচ্যুত ন কৃত্রিমঃ ॥ ৫০
ঋজুস্বভাবাং ভক্তাঞ্চ সর্ব্বথা পুরুষোত্তম
অবজানাসি জানন্ত্যাং কৈতবাং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥ ৫১
এতাবৎ খলু পর্য্যাপ্তং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমব্যয়ম্
শ্রুতং চাপ্যথ যচ্ছ্রাব্যং দৃষ্টঃ স্নেহস্তবোদয়ঃ ॥ ৫২
যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যা মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ;
তপস্তেঽহং পরং কৃত্বা নিশ্চয়ং পুরুষোত্তম ॥ ৫৩

সর্বাঙ্গসুন্দরি ! আমি তোমাকে সর্বথা সত্য বলিতেছি যে, আমি মন, কর্ম ও বচনের দ্বারা কখনই তোমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি না ॥ ৪১

শোভনে ! সকল স্ত্রীর প্রতিই আমি অতিশয় সম্মান ও আদর করি, তথাপি আমার বিশেষ আদর ও স্নেহ তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে নাই ॥ ৪২

দেবকন্যাতুল্যা সুন্দরি সত্যভামা ! তোমার প্রতি আমার যে প্রেমভাব প্রগাঢ় রহিয়াছে, তাহা আমার মৃত্যুর পরেও ত্যাগ করা কঠিন—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা এবং এই কথাই ধ্রুব বলিয়া জানিও ॥ ৪৩

পদ্মমধ্যভাগস্থিত প্রভার ন্যায় প্রভাভূমিতে। পৃথিবীর ক্ষমা প্রভৃতি গুণ ও আকাশের শব্দ প্রভৃতি গুণ যেমন নিত্য, সেইরূপ তোমার প্রতি আমার স্নেহও নিত্য বা নিশ্চিত ॥ ৪৪

অগ্নির দীপ্তি, সূর্য্যের দিবা প্রভা ও চন্দ্রের উজ্জ্বল কান্তি যেমন শাশ্বত, সেইরূপ তোমার প্রতি আমার স্নেহও সর্বথা অবিচল ॥ ৪৫

যখন শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার নিজের অভিলষিত কথা বলিতে ছিলেন, তখন সৌভাগ্যশালিনী সত্যভামা নিজ নয়ন জল মুছিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

প্রভো ! 'তুমি আমার' এই বিশ্বাস আমার মনে সর্বদাই ছিল, কিন্তু আজ জানিতে পারিলাম যে, তোমার মনে আমার জন্য সাধারণ স্নেহ আছে, বিশেষ নাই ॥ ৪৭

সমস্ত ও সব কিছুই অনিত্য—ইহা আমি প্রথমে জানিতাম না; কিন্তু আজ জানিতে পারিলাম যে, সমস্ত লোকগতিই অস্থির বা অনন্তস্থায়ী ॥ ৪৮

হে অচ্যুত ! আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমার জন্য দ্বিতীয় আত্মা বা জীবনসঙ্গী ; এইরূপ তোমার জন্য আমিও দ্বিতীয় আত্মা বা জীবনসঙ্গিনী। এই মনে করিয়া আমি নিজের জীবন ও জন্মকে সফল জ্ঞান করি, কিন্তু এখানে বহু কথা বলার কি প্রয়োজন ? তোমার হৃদয়কে আমি সুষ্ঠুভাবে জানি ॥ ৪৯

আমি দেখিতেছি যে, তুমি বাক্‌মাত্রেই অর্থাৎ বচনেই মাধুর্য্য প্রয়োগ করিতেছ। আমার প্রতি তোমার স্নেহ কৃত্রিম, অন্যত্র তাহা কৃত্রিম নহে, স্বাভাবিক ॥ ৫০

হে পুরুষোত্তম ! আমার স্বভাব সরল এবং সর্বথা তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণা—এই কথা জানিয়াও তুমি ছলনার আশ্রয় লইয়া আমাকে অবহেলা করিতেছ ॥ ৫১

যাহা কিছু অপরিবর্তনীয় দৃশ্য দেখিবার যোগ্য তাহা সবই দেখিয়াছি, যাহা কিছু শুনিবার যোগ্য, তাহা সবই শুনিয়াছি এবং তোমার স্নেহের কল্যাণের কখন কেমনভাবে হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ৫২

হে পুরুষোত্তম ! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্র হই তাহা হইলে আমাকে আজ্ঞা কর, যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যা করিতে পারি ॥ ৫৩

ভর্ত্তুশ্ছন্দেন নারীণাং তপো বা ব্রতকানি বা।
নিষ্ফলং খলু যদ্ভর্ত্তুরচ্ছন্দেন ক্রিয়েত হি ॥ ৫৪
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরেব শোভনা
মুমোচ তোয়ং নয়নোদ্ভবং সতী।

পতির ইচ্ছায় নারীগণের তপস্যা বা ব্রত আচরণ সফল হয়, কিন্তু পতির ইচ্ছা ব্যতীত যাহা কিছু করা যায়, তাহা অবশ্যই নিষ্ফল হয় ॥ ৫৪

গ্রহায় পীতং হরিবাসসঃ শুভা
পটান্তমাধায় মুখে ঽচিন্মিতা ॥ ৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি
পারিজাতহরণে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

এই কথা বলিয়া পবিত্র হাস্যময়ী সুন্দরী শুভলক্ষণা সতী সত্যভামা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্রের অঞ্চলে নিজের মুখ ঢাকিয়া পুনরায় অশ্রুজল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পারিজাতহরণবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণজিজ্ঞাসিতয়া সত্যভামায়াস্তনো রোষস্য খেদস্য চ কারণবর্ণনম্, তৎকৃতে পারিজাতবৃক্ষানয়নকথামুক্ত্বা তস্যাঃ সন্তোষবিধানম্, শ্রীকৃষ্ণেন সত্যভাময়া চ নারদস্য সৎকারঃ, নারদেন পারিজাতস্যোৎপত্তেস্তথা মাহাত্ম্যস্য বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নারায়ণঃ সত্যভামাং পুনরেবৈষ ভারত।
প্রোবাচ প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধামভিমানবতীং সতীম্ ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ।
দহন্তীব মমাঙ্গানি শোকঃ কমললোচনে।
কিমু তৎকারণং যেন ত্বমেবমতিবিহ্বলা ॥ ২
শাপিতাসি মম প্রাণৈরাচক্ষ্বানত্যয়ো যদি।
শ্রোতব্যং যদি তত্তেন ভর্ত্রা সর্ব্বাঙ্গশোভনে ॥ ৩
ততঃ প্রোবাচ ভর্ত্তারং সত্যা সত্যব্রতে স্থিতম্।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা তথৈবাধোমুখী স্থিতা ॥ ৪
ত্বয়ৈব স্থাপিতং পূর্ব্বং সৌভাগ্যং মম মানদ।
জগত্যমলপত্রাক্ষ যৎ খ্যাতং কেশিনাশন ॥ ৫
শিরো বহামি চেষ্টস্বাস্তবাহং দেব গর্ব্বিতা।
সর্ব্বসীমন্তিনীমধ্যে স্পৃহণীয়াস্মি সর্ব্বথা ॥ ৬
সাহমদ্যাবহাস্মাস্মি সপত্নীনাং জনস্য চ।
ইতি প্রেম্ণাভিখ্যাতং শ্রুত্বা তথ্যং ততস্ততঃ ॥ ৭
যৎ পারিজাতকুসুমং দত্তবান্নারদস্তব
তৎ কিলেষ্টজনে দত্তং তয়াহং পরিবর্জ্জিতা ॥ ৮

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসায় সত্যভামা কর্ত্তৃক নিজের রোষ ও খেদের কারণ বর্ণন, তাঁহার জন্য পারিজাতবৃক্ষ আনয়নের কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার সন্তোষ বিধান, শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারা নারদের সৎকার এবং নারদ কর্ত্তৃক পারিজাতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরত। নারায়ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়হেতু ক্রুদ্ধা, অভিমানিনী নিজ পত্নী সত্যভামাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—কমললোচনে। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার যে শোক হইয়াছে, তাহা আমার সমস্ত অঙ্গকে দগ্ধ করিতেছে। কি এমন কারণ আছে, যাহার দ্বারা তুমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ ? ২

সর্ব্বাঙ্গশোভনে। আমি নিজ প্রাণের শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ; যদি তুমি আমার বিনাশ না চাও এবং যদি সেই কথা এক পত্নীভক্ত পতিকে শোনাইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে তুমি উহা আমাকে বল ॥ ৩

তখন সত্যভামা সত্যব্রতপালনে স্থির হইয়া অবস্থিত নিজ স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ অধোমুখে অশ্রুগদ্গদ বাণীতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪

হে কমলনয়ন, কেশিনাশন। তুমিই প্রথমে আমার সৌভাগ্য স্থাপন করিয়াছিলে, যাহা জগতে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৫

হে দেব। তোমার প্রিয়তমা হইয়া আমি অতিশয় গর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া চলিতেছিলাম এবং সমস্ত সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের নিকট সর্ব্বথা স্পৃহণীয় হইয়া গিয়াছিলাম ॥ ৬

কিন্তু আজ আমি নিজের ও অন্য জনের দৃষ্টিতে উপহাসের পাত্র হইয়াছি। আমার দাসীগণ স্থানান্তর হইতে এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিয়াছে ॥ ৭

যেহেতু নারদ তোমার হস্তে যে পারিজাত পুষ্প দিয়াছিলেন তাহা তুমি আমাকে উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রিয়জনকে দিয়াছ ॥ ৮

রত্নাতিশয়দানেন তস্যামন্যাধিকঃ কিল।
স্নেহশ্চ বহুমানশ্চ প্রকাশঃ গমিতস্ত্বয়া ॥ ৯
তামস্তৌষীৎ সমক্ষং তে প্রিয়াং স কিল নারদঃ
তমস্তৌষীশ্চ শ্রুত্বৈঃ প্রিয়ায়াঃ সংস্তবং কিল ॥ ১০
স্তোতব্যো যদি তাবৎ স নারদেন তবাগ্রতঃ
দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশঙ্কিতঃ ॥ ১১
প্রণয়স্য রসং দত্ত্বা পশ্চাত্তাপঃ প্রভো যদি।
অনুজ্ঞাং মে প্রযচ্ছস্ব তপঃ কর্তুং প্রসীদ মে ॥ ১২
স্বপ্নেনাপি ন দৃষ্টোঽহং শ্রদ্দধ্যাং পুষ্করেক্ষণ।
যদস্মদেব নির্বৃত্তমস্তৌষীঃ পঙ্কজস্তব ॥ ১৩
কামং কামোঽস্তু তস্যৈব মুনেরতুলতেজসঃ।
অত্র মন্যাস্ত মে দেব সান্নিধ্যং তব তত্র বৈ ॥ ১৪
মানার্থং জীব্যতে লোকে সন্ত্যক্তিতুঃক্তবানপি।
তদেবং সতি নেচ্ছামি জীবিতুং মানবর্জিতা ॥ ১৫

যে বস্তু রত্ন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্, তাহা দান করিয়া তুমি দেবী রুক্মিণীর প্রতি অধিক স্নেহ ও বিশেষ আদর প্রকাশ করিয়াছ ॥ ৯

শোনা যায়, তোমার সম্মুখে নারদ তোমার ঐ প্রিয়তমার স্তব করিয়াছেন, আর তুমি অত্যন্ত হর্ষের সহিত প্রাণবল্লভার ঐ স্তুতি শুনিয়াছ ॥ ১০

যদি নারদ তোমার সমীপে ঐ মহারাণীর স্তুতি করিলেন তো এই অভাগিনীর নাম কিজন্য সেখানে উল্লিখিত হইল ? ১১

প্রভো ! যদি প্রথমে প্রণয়রস বা প্রেমের আনন্দ দান করিয়া পরে সন্তাপ দিলে, তাহা হইলে আমাকে তপস্যা আচরণ করিতে আজ্ঞা কর ; আমার উপর অবশ্যই এই কৃপা কর ॥ ১২

হে কমলনয়ন ; যদ্যপি নিজ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াও যে কথা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহা তোমার সাক্ষাতেই ঘটিয়াছে—আমি ইহাই শুনিয়াছি। আমি এক ভাবিতেছি, আর ঘটিয়া যাইল অন্য এক ॥ ১৩

দেব ! ঐ অতুল তেজস্বী মুনির মনে রুক্মিণীদেবীর স্তুতি করিবার যে কামনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে ; পরন্তু আমাকে তোমার এই কথা দুঃখ দিতেছে যে, তুমি সেখানে বসিয়া প্রাণবল্লভা মহারাণীর স্তুতি শুনিতেছিলে ॥ ১৪

তুমি বলিয়াছিলে—শ্রেষ্ঠ পুরুষ সংসারে সম্মানের জন্য বাঁচিয়া থাকে ; অতএব এইরূপ অবস্থায় মানহীনা হইয়া আমি আর জীবিতা থাকিতে চাহি না ॥ ১৫

মমাভবদ্ যতো রক্ষা তামস্ত তস্তো ভয়ম্।
সর্বতো রক্ষতে যো মাং স মাং নাদ্যাভিরক্ষতি ॥ ১৬
হা গতিং কাং গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা দেব ত্বয়া বিভো।
দুষ্মন্তীগতাং নূনং গতিং যাস্যামাসঙ্গতা ॥ ১৭
কিমকার্ষমহং মোহাদীশ্বরাণাং প্রিয়াপ্রিয়ম্।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা যস্মাৎ ত্বত্ত মানদ ॥ ১৮
বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং তদা রৈবতকং গিরিম্।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যামহং পুনঃ ॥ ১৯
পরপুষ্টস্বনোন্মিশ্রং পুষ্পগন্ধবহং শুচিম্।
কথং বায়ুমিমং সেব্যা সেবেয়ং দুর্ভগা সতী ॥ ২০
জলক্রীড়াং তবাকাঙ্ক্ষন্ দেব কৃত্বা মহোদধৌ।
কথং দৌর্ভাগ্যমাপন্না পশ্যেয়মপি সাগরম্ ॥ ২১
সাত্রাজিতি প্রিয়া নাস্যা ত্বত্তো মেঽস্তীতি বিদ্ধি মাম্ ;
যদবোচঃ ক তদ্বাক্যমনৃতং কঃ স্মরিষ্যতি ॥ ২২

হায় ! যাহার দ্বারা আমার সর্বদা রক্ষা হইত, আজ তাহা হইতেই আমার ভয় হইতেছে। যিনি সব দিক্ হইতে আমাকে রক্ষা করিতেন, তিনি আজ আমার সংরক্ষণ করেন না ॥ ১৬

হা দেব ! হা প্রভো ! তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ গতি প্রাপ্ত হইব ? তোমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়া আমার দুষ্মন্তীর ন্যায় অবস্থা হইবে ॥ ১৭

হে মানদ ! আমি মোহবশতঃ দেবতাদের কোন্ প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ম করিয়াছি, যাহাতে আমি তোমার প্রিয় হইয়াও পুনরায় অপ্রিয় হইলাম ॥ ১৮

যখন প্রিয় হইয়াও অপ্রিয় হইয়া গেলাম, তখন বসন্ত-কুসুমে বিচিত্র শোভাধারণকারী রৈবতক পর্বতকে আমি পুনরায় কেমন করিয়া দর্শন করিব ? ১৯

তোমার দেবের পাত্র এবং দুর্ভাগা দূষিত হইয়া আমি কোকিলের কাকলী মিশ্রিত পুষ্পগন্ধবহনকারী পবিত্র বায়ু কেমন করিয়া সেবন করিব ? ২০

হে দেব ! তোমার অভিলাষিণী আমি মহাসাগরে জলক্রীড়া করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি কেমন করিয়া সেই সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিব ? ২১

তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে,—'সত্রাজিৎকুমারী ! তুমিই আমার প্রিয়া, তোমা অপেক্ষা অন্য কোন স্ত্রী আমার প্রিয় নাই—ইহা ঠিক জানিবে।' তোমার সেই কথা কোথায় গেল ? এবং এখন কে-ই বা তাহা স্মরণ করিবে ? ২২

যদভ্রাক্ষীদ্ধি মাং শ্বশ্রূর্বহুমানেন নন্দিনী ।
অবজ্ঞাতাং ত্বয়া রাজ্ঞীং নূনং দৌর্ভাগ্যকর্শিতাম্ ॥ ২৩
কিং নু গূঢ়েন মে প্রেম্না শুষ্কিন্ধেনাপি মানব ।
যৎ সমানাং জনৈর্দেবো মাং ন পশ্যতি নিত্যদা ॥ ২৪
ন্যায্যং ত্বাং কিতবং ধৃষ্টমজ্ঞাসিষমরিন্দম ।
অদ্য জ্ঞাতোঽসি তৎপক্ষচঞ্চলো জনবঞ্চকঃ ॥ ২৫
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈর্নিগূঢ়া দেব যদ্ভবঃ ।
চৌর জ্ঞাতোঽসি তৎপক্ষবাঙ্মাত্রমধুরঃ শঠঃ ॥ ২৬
এবমীর্ষ্যাবশং প্রাপ্তাং দেবীং সাত্রাজিতীং হরিঃ ।
অভিমানবতীং দেবঃ সান্ত্বপূর্বমথাব্রবীৎ ॥ ২৭
মৈবং পল্লপলাশাক্ষি প্রাণেশ্বরি বদ প্রিয়ে ।
কিমত্র বহুনোক্তেন স্বকীয়মবধেহি মাম্ ॥ ২৮
তৎ পারিজাতকুসুমং তস্যা দেবি ময়াগ্রতঃ ।
নারদো মৎপ্রিয়ং কুর্বন্মুনিশ্রেষ্ঠকর্ম্মকৃৎ । ২৯
দাক্ষিণ্যাদনুরোধাচ্চ দত্তবান্নাত্র সংশয়ঃ ।
প্রসীদৈকাপরাধং মে মর্ষয়স্ব শুচিস্মিতে ॥ ৩০
পারিজাতকপুষ্পাণি যদীচ্ছস্তভিকোপনে ।
তদা দাতাস্মি সুশ্রোণি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩১
স্বর্গাৎপাদায়ানয়িত্বা পারিজাতং দ্রুমেশ্বরম্ ।
গৃহে তে স্থাপয়িষ্যামি যাবৎ কালং ত্বমিচ্ছসি ॥ ৩২
এবমুক্তা তু হরিণা প্রোবাচ হরিবল্লভা ।
যদ্যেবং স দ্রুমঃ শক্যস্ত্বিহানয়িতুমচ্যুত ॥ ৩৩
মর্ত্যলোকেন প্রযুষ্টো হি ভবেদ্ বহুগুণং মম ।
সীমন্তিনীনাং সর্ব্বাসামধিকা স্যামধোক্ষজ ॥ ৩৪
তথাস্তু প্রথমঃ কল্প ইতি তাং মধুসূদনঃ ।
প্রোবাচাপ্রতিমো দেবো জগতঃ প্রভবাপ্যয়ঃ ॥ ৩৫
তথেত্যুক্তেতি কৃষ্ণেন তুতোষ সমিতিঞ্জয় ।
সত্যভামা সত্যমিষ্টা কংসনাশনবল্লভা ॥ ৩৬

যখন তুমি আমার সম্মান করিতে, তখন আমার আনন্দদায়িনী শ্বশ্রূমাতা আমাকে অতিশয় আদরের সহিত দেখিতেন। এখন তোমার দ্বারা অপমানিতা হইয়া রাণীকে নিশ্চয়ই তিনি দুর্ভাগ্য-হেতু দুর্বলরূপে দেখিবেন। ২৩

হে মানদ। আমার গভীর স্নিগ্ধ প্রেমে কি প্রয়োজন? যখন দেবরূপ তুমি সর্বদা আমাকে অন্য লোকের সমান বলিয়াও জান না? ২৪

হে শত্রুদমন। আমি তোমাকে এইরূপ কপট ও ধূর্ত বলিয়া জানিতাম না। আজ তোমার স্বরূপ জানিলাম। তুমি আমার পক্ষ লইয়া চপল ও আমার মত অবলাদের প্রবঞ্চক। ২৫

হে দেব। তুমি স্বর, বর্ণ, চেষ্টা এবং আকৃতি দ্বারা বহুপূর্বক নিজ স্বরূপ গোপন রাখিয়াছ, কিন্তু হে চোর। আজ তুমি জানিতে পারিতেছ যে, তুমি কেবল বাক্যমাত্রেই মধুর এবং সাহসে বড়ই শঠ। ২৬

এইরূপ ঈর্ষাপরায়ণা সত্রাজিৎকুমারী অভিমানিনী দেবী সত্যভামাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। ২৭

হে কমললোচনে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়ে। তুমি এইরূপ বলিও না। এখন এই বিষয়ে বহু কথা বলিয়া কি লাভ? তুমি নিজে আমাকে তোমার বলিয়াই জানিও। ২৮

দেবি! অনায়াসে মহানকর্মকারী নারদমুনি আমাকে প্রীত করিবার জন্য ঐ পারিজাত পুষ্প রুক্মিণীর সম্মুখে আমার হস্তে দিয়াছিলেন। ঐ পুষ্প আমি উদারতাবশতঃ এবং রুক্মিণীর অনুরোধে উহারই হাতে দিয়াছিলাম—ইহাতে সংশয় নাই। শুচিস্মিতে! যদি তোমার দৃষ্টিতে ইহা আমার অপরাধ হয়, তাহা হইলে তুমি আমার এই একমাত্র অপরাধকে ক্ষমা কর এবং আমার উপরে প্রসন্ন হও। ২৯-৩০

অতিকোপনস্বভাবে সুশ্রোণি। যদি তুমি পারিজাত পুষ্পই প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে উহা অবশ্যই দিব, তোমাকে সত্য করিয়া ইহা বলিতেছি। ৩১

বৃক্ষরাজ পারিজাতকে স্বর্গ হইতে লইয়া আসিয়া যতকাল তুমি ইচ্ছা করিবে, ততকালই তোমার গৃহে উহাকে স্থাপন করিয়া রাখিব। ৩২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে হরিবল্লভা সত্যভামা বলিলেন—হে অচ্যুত। যদি ঐ বৃক্ষকে এখানে আনিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি সব রোষ ত্যাগ করিব এবং বহু গুণে সুখী হইব। অধোক্ষজ। এই অবস্থায় আমি সমস্ত ভাগ্যবতী স্ত্রীগণের মধ্যে সৌভাগ্যশালিনী হইয়া যাইব। ৩৩-৩৪

তখন জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণভূত অনুপম দেবতা ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাকে বলিলেন—'তথাস্তু': তোমার ক্রোধ দূর করিবার জন্য ইহাই সর্বোত্তম উপায়। ৩৫

হে জনমেজয়! যখন শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া উহার প্রার্থনা স্বীকার করিলেন, তখন সৎপুরুষদিগের ইষ্টদেবী এবং কংসনাশক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সত্যভামা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৩৬

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"নাদে মন লয় হয়ে যাবে। নাদ শুনিতে শুনিতে মন যখন কোথায় চলে যায় তখন তার জন্য ব্যস্ত হস্ না। মন নাদেই লয় হয়ে যায়। আবার ফিরে এলে নাদেই মনকে লাগাবি।"

(২)

"যে কোন সিদ্ধিলাভ করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। সাধক মাত্রেরই কর্তব্য প্রথমে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার, তারপর অন্য কাজ। আমি তাই বলি—আগে ইষ্ট-সাক্ষাৎকারের জন্য প্রাণপণ কর, অন্য সমস্ত কামনা হৃদয় থেকে দূর করে দে। ডাক্ কেবল ডাক্ উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে ডাক্।

(৩)

"দেখরে, ঠাকুরটি দিয়ে জগৎ-টা গড়া তুই কোথা যাবি, কি করবি। যা করবি সব মঙ্গল তুই স্বাধীন নস্—একজন নিয়ন্তা আছেন। মাভৈঃ। যা কোথা যাবি! যেখানে যাবি, যেভাবে যাবি—সব তাঁর কোল।"

JAISTA 1382 B. S. : ASHAR 1383 B. S.
Regd. No. W B/NC-57
Mahabharata—96/97
May.—July. 1976

Aryashastra

25 JUL 1977

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

"ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষণ হয়ে থাকে—অধিকারভেদে তাহা গ্রহণ করে থাকে। ঠাকুরটি যখন গ্রহণ করেছেন তখন আর চিন্তা নাই। চলা জপ—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

[২]

"মানুষের কর্ম্মে অধিকার—ফলে নয়। সাধ্যমত কর্ম্ম করে যা। জয়-পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। একদিনের জয় অপর-দিনের পরাজয়ের বার্ত্তাই এনে দেয়। যা আসে আসুক—যা হয় হোক—কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যা।"

[৩]

—"শোন্—বহু তপস্যা না করিলে কেহ প্রবল হয় না, যতদিন পর্য্যন্ত তার তপস্যাবল থাকে ততদিন কিছু হয় না, তারপর সমূলে ধ্বংসে হইয়া যায়। অত্যাচার চরমে না উঠা পর্য্যন্ত অত্যাচারী দণ্ড পায় না।"

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি ডব্লিউ. ডি রোড কলি—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ ডি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।